الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين

সঠিক বঙ্গানুবাদ

মেশকাত-মাছাবিহ

দ্বিতীয় ভাগ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কেতাব ও ছুন্নতকে দৃঢ়রূপ অবলম্বন করা

কেতাবের অর্থ কোরআন মজিদ ও ছুন্নতের অর্থ হজরতের কথা, কার্য্য ও অবস্থা, ইহাকে শরিয়ত, তরিকত ও হকিকত বলা হয়।

প্রথম অধ্যায়

আএশার উক্তি ;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার এই দীনে এরূপ নুতন কার্য্যের সৃষ্টি করিল, যাহা উহার অন্তর্গত নহে উহা বাতীল।—বোখারী ও মোছলেম।

টীকা ;—

যে কার্য্য ও মত কোরআন ও হাদিছে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নাই কিম্বা উক্ত দলীলদ্বয় হইতে আবিস্কৃত হয় নাই, উহা বাতীল। উক্ত দলীলদ্বয় হইতে যাহা আবিস্কৃত হইয়াছে, উহা এজমা ও কেয়াছ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মূল কথা, কোরআন, হাদিছ, এজমা ও এমামগণের ছহিহ কেয়াছে যাহা না থাকে, উহা বাতীল।

জাবেরের উক্তি ;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার প্রশংসা ও নবি (ছাঃ)এর উপর দরুদ পাঠের পরে নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার কোরআন উৎকৃষ্টতম কথা, মোহম্মদ (ছাঃ)এর তরিকা উৎকৃষ্টতম তরিকা। নব সৃজিত বিষয়গুলি অতি কদর্য্য বিষয় এবং প্রত্যেক বেদয়াত গোমরাহি।—মোছলেম।

টীকা ;—

এমহারে আছে, প্রত্যেক ছাইয়েয়া বেদয়াত গোমরাহি, কেননা নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইছলামে কোন সুনিয়ম প্রবর্ত্তন করে, তাহার জন্য উক্ত সুনিয়মের বিনিময় (ছওয়াব) এবং যে কেহ তদনুযায়ী আমল করে তাহার পরিমাণ ছওয়াব হইবে।

(হজরত) আবুবকর ও ওমার (রাঃ) কোরআন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, (হজরত) জয়েদ মছহফে উহা লিখিয়াছিলেন এবং হজরত ওছমানের জামানাতে দ্বিতীয় বার উহা মছহফে লিখিত হইয়াছিল।

(এমাম) নাবাবী বলিয়াছেন, বেদয়াত শব্দের আভিধানিক অর্থ নূতন কার্য্য যাহার উদাহরণ তৎপূর্ব্বে পাওয়া না যায়। শরিয়তে অনুযায়ী নবি (ছাঃ)এর জামানাতে যে কার্য্য ছিল না এইরূপ কার্য্যের সৃষ্টি করা। নবি (ছাঃ)এর এই কথা যে, প্রত্যেক বেদয়াত গোমরাহি, ইহা ব্যাপকভাবে কথিত হইলেও উহার অর্থ কতক বেদয়াত গোমরাহি হইবে। শেখ এজ্জদ্দিন এবনে আবদুছ ছালাম কেতাবোল কাওয়ায়েদে'র শেষাংশে লিখিয়াছেন, বেদয়াত কয়েক প্রকার, প্রথম ওয়াজেব বেদয়াত—যথা ; আল্লাহ ও তাঁহার রাছুলের কালাম বুঝিবার উদ্দেশ্যে 'নহো' বিদ্যা শিক্ষা করা, অছুলে-ফেকহ সঙ্কলন করা ও রাবিদিগের দোষগুণ আলোচনা করা।

দ্বিতীয় হারাম বেদয়াত, যথা জবরিয়া, কদরিয়া, মারজিয়া ও মোজাচ্ছেমা মতের সৃষ্টি করা। ইহাদের প্রতিবাদ করা ওয়াজেব বেদয়াত, কেননা এইরূপ বেদয়াতগুলি হইতে শরিয়তকে রক্ষা করা ফরজে কেফায়া।

তৃতীয় মোস্তাহাব বেদয়াত, যথা পান্থশালা ও মাদ্রাছা গৃহ নির্ম্মাণ এবং প্রথম জামানাতে যে কোন সৎকার্য্য না হইয়াছিল উহা সম্পাদন করা। বৃহৎ জামায়াতে তারাবিহ নামাজ পাঠ এবং ছুফিদিগের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়গুলিতে মত প্রকাশ করা।

চতুর্থ মকরুহ বেদয়াত, যথা মছজেদ ও কোরাণ শরিফের নক্স বেগার করা, ইহা শাফেয়ি মজহাবে মকরুহ, কিন্তু আমাদের হানাফী মজহাবে মোবাহ। পঞ্চম মোবাহ বেদয়াত, যথা—আছর ও ফজরের নামাজের পরে মোছাফাহা করা, ইহা শাফেয়ি মজহাবে মোবাহ, হানাফী মজহাবে মকরুহ। সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় ও মনোরম বাসস্থান অধিক পরিমাণ উপভোগ করা ও পিরাহানের আস্তিন প্রশস্ত করা।

শাফেয়ি (রঃ) বলিয়াছেন, কোরাণ, হাদিছ, ছাহাবাগণের কার্য্য ও এজমার বিপরীত যে কোন নূতন কার্য্য সৃজিত হয়, উহা গোমরাহি মূলক হইবে। আর যে কোন কল্যাণ জনক কার্য্য নূতন সৃজিত হয়, কিন্তু তৎসমূহের বিপরীত না হয়, ইহা দূষিত কার্য্য নহে। হজরত ওমার (রাঃ) রমজানের তারাবিহ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, ইহা উৎকৃষ্ট বেদয়াত। ইহা নাবাবী তাহাজবোল-আছমা-অলোগাতে লিখিয়াছেন।

হজরত এবনো-মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, মুছলমানগণ যে কার্য্য উৎকৃষ্ট বলিয়া ধারণা করেন, উহা আল্লাহতায়ালার নিকট উৎকৃষ্ট হইবে।

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আমার উম্মত গোমরাহির উপর সমবেত হইবে না।—মেঃ, ১১১৮।১১৯।

(৩) এবনো-আব্বাছের উক্তি;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার নিকট লোকদিগের মধ্যে তিন ব্যক্তি অতি ঘৃণিত, প্রথম যে ব্যক্তি হেরম শরিফে অত্যাচার (কিম্বা অবাধ্যতা) করে।

দ্বিতীয় যে ব্যক্তি এছলামের মধ্যে জাহিলিএতের (অজ্ঞতার যুগের) রীতি চেষ্টা করে। তৃতীয় যে একজন মানুষের রক্তপাতের চেষ্টা করে তাহাকে হত্যা করা উদ্দেশ্যে।—বোখারি।

টীকা;—

যে তিন ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার নিকট অতি ঘৃণ্য, তন্মধ্যে প্রথম যে ব্যক্তি মক্কা-শরিফের হেরমের স্থানে নিষিদ্ধ কার্য্যগুলির অনুষ্ঠান করে; যথা—হত্যা করা যুদ্ধ করা কিম্বা কোন প্রাণী শীকার করা। কিম্বা কোন গোনাহ করে, ইহা হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ)র মত, তিনি বলেন, যেরূপ এইরূপ স্থানে কোন এবাদত করিলে, উহার নেকী বহুগুণ বেশী হয়, সেইরূপ তথায় কোন নিষিদ্ধ

কার্য্য করিলে, উহার গোনাহ বহুগুণ বেশী হইয়া থাকে, কেননা নৈকট্য লাভের স্থানে বে-আদবি করা অতি কদর্য্য ও জঘন্য কার্য্য। এই হেতু তিনি এইরূপ স্থানের সম্মান রক্ষা করা উদ্দেশ্যে মক্কা শরিফে বাসস্থান স্থির করা মকরুহ ধারণা করতঃ এই স্থান ত্যাগ করিয়া তায়েফে বাসস্থান স্থির করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় যে ব্যক্তি ইছলামের মধ্যে জাহিলিএতের রীতি নীতি অন্বেষণ করে, মৃতের জন্য উচ্চস্বরে ক্রন্দন, মৃতের নিকট মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করা ও পিরাহানের গলা ছিন্ন করা, জুয়াখেলা, য়িহুদীদিগের নওরোজ পালন, সন্তানদিগকে হত্যা করা, কন্যাদিগকে ঘৃণা করা, পক্ষী ইত্যাদি দেখিয়া মন্দ ফাল গ্রহণ করা, এক জনের অপরাধের জন্য তাহার সম্প্রদায়ের অন্য লোককে শাস্তি দেওয়া এই সমস্ত জাহিলিএতের রীতি।

তৃতীয় যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে একটী লোকের কিম্বা একজন মুছলমানের রক্তপাত ও হত্যা করার চেষ্টা করে. আর যে ব্যক্তি প্রাণ হত্যা করে, নাজানি সে কত বড় গোনাহগার হইবে।—আঃ, ১।১৩৫, মেঃ, ১।১৭৯।

(৪) আবু হোরায়রার উক্তি ;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অবাধ্যতা প্রকাশ করে, তাহা ব্যতীত আমার প্রত্যেক উম্মত বেহেশতে প্রবেশ করিবে। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, কোন্ ব্যক্তি অবাধ্যতা করিল! হজরত বলিলেন, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিল, সে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আর যে ব্যক্তি আমার আদেশ লঙ্ঘন করিল, সে আমার অবাধ্যতা করিল। বোখারি।

টীকা ;—

এস্থলে উম্মতের অর্থ উম্মতে-দাওয়াত হইতে পারে, আর উম্মতে এজাবত হইতে পারে। উম্মতে-দাওয়াত অর্থ হইলে, অবাধ্য ব্যক্তি কাফের হইবে। উম্মতে-এজাবত অর্থ হইলে, অবাধ্য ব্যক্তি গোনাহগার হইবে। যে ব্যক্তি কোরাণ ও হাদিছের আদেশ পালন করে, সেই ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আর যে ব্যক্তি উক্ত আদেশ লঙ্ঘন করতঃ বেদয়াত মতাবলম্বন করে এবং নিজের নফছের কামনা বাসনার অনুসরণ করে, সেই ব্যক্তি দোজখে প্রবেশ করিবে।—মেঃ ১।১৭৯।১৮০।, আঃ, ১।১৩৬।

(৫) জাবেরের উক্তি ;—

তিনি বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ)এর নিকট একদল ফেরেশতা আগমন করিলেন, অথচ তিনি নিদ্রিত ছিলেন। তাঁহারা পরস্পরে বলিতে লাগিলেন নিশ্চয় তোমাদের এই সহচরের একটী আশ্চর্য্য অনব কাহিনী আছে। কাজেই তোমরা তাঁহার নিকট বিস্ময়কর ব্যাপারটী বর্ণনা কর। তাঁহাদের কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, সত্যই তিনি নিদ্রিত আছেন। আর কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, নিশ্চয় (তাঁহার) চক্ষু নিদ্রিত, কিন্তু (তাঁহার) অন্তর জাগরিত। তাঁহার উদাহরণ উক্ত ব্যক্তির তুল্য যে নিজের গৃহ নির্মান করিয়াছে, উহাতে অতিথি ভোজ প্রস্তুত করিয়াছে এবং একজন আহ্বানকারীকে প্রেরণ করিয়াছে। অনন্তর যে ব্যক্তি আহ্বানকারীর আহ্বান কবুল করিল, গৃহে প্রবেশ করিল এবং অতিথি ভোজ ভক্ষণ করিল। আর যে ব্যক্তি তাঁহার আহ্বান কবুল করিল না গৃহে প্রবেশ করিল না এবং অতিথি ভোজ ভক্ষণ করিল না। তৎপরে তাঁহারা বলিলেন, তাঁহার নিকট এই ঘটনার ব্যাখ্যা করুন, যেন তিনি উহা বুঝিতে পারেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বলিয়া উঠিলেন, নিশ্চয় তিনি নিদ্রিত, আর কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, নিশ্চয় (তাঁহার) চক্ষু নিদ্রিত, কিন্তু (তাঁহার) অন্তর জাগরিত। তখন তাঁহারা বলিলেন, গৃহের অর্থ বেহেশত, আহ্বান কারীর অর্থ (হজরত) মোহাম্মদ। কাজেই যে ব্যক্তি (হজরত) মোহম্মদের (ছাঃ) আদেশ পালন করিবে, সত্যই সে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার আদেশ পালন করিল। আর যে ব্যক্তি তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিল, নিশ্চয় সে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার আদেশ লঙ্ঘন করিল। আর (হজরত) মোহম্মদ লোকদিগের মধ্যে প্রভেদকারী।— বোখারি।

টীকা ;—

আল্লামা এবনো-হাজার বলিয়াছেন এই হাদিছ মরফু ছহিহ ছনদে আসিয়াছে। উম্মতকে অবগত করান হেতু ফেরেশতাগণ এই উদাহরণটী হজরতের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। গৃহটী বেহেশত, আহ্বানকারী হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ), অতিথি ভোজ বেহেশতের নেয়ামতগুলি।

হজরত মানুষের মধ্যে প্রভেদকারী, যে ব্যক্তি তাঁহার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে, সে ইমানদার হইবে। আর যে ব্যক্তি অবিশ্বাস করিবে, কাফের হইবে। যে ব্যক্তি তাঁহার আদেশের প্রতি আমল করিবে। তাবেদার হইবে, আর যে ব্যক্তি আমল না করে, গোনাহগার হইবে। এই অর্থে ইঞ্জিলে হজরতের নাম "ফারেকোল্লিত" লিখিত আছে।—ইহা ইঞ্জিলে-ইউহানাতে আছে।—মেরকাত, ১।১৮০।১৮১, আ:, ১।১৩৬।১৩৭।

(৩) আনাছের উক্তি ;—

একদা তিন ব্যক্তি নবি (ছাঃ)এর বিবিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া নবি (ছাঃ)এর এবাদত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, যখন তাহাদিগকে তাঁহার এবাদত সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান করা হইল, তখন যেন তাহারা উহা যৎসামান্য বলিয়া ধারণা করিলেন, অতঃপর তাহারা বলিতে লাগিলেন, নবি (ছাঃ)এর সহিত আমাদের তুলনা হইতে পারে না, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁহার পূর্ব্ব ও পশ্চাতে সংঘটিত ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া দিয়াছেন। তৎপরে তাহাদের একজন বলিলেন, আমি (দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছি যে) চির জীবন রাত্রিতে নামাজ পড়িব, (কিম্বা সমস্ত রাত্রি নামাজ পড়িব)। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, আমি সর্ব্বদা রোজা রাখিব এবং রোজা নষ্ট করিব না। অন্য ব্যক্তি বলিল, আমি স্ত্রীলোক-গণ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিব, অতঃপর কখনও নেকাহ করিব না।

তৎপরে নবি (ছাঃ) তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তোমরা এইরূপ এইরূপ বলিয়াছ। সাবধান খোদার কছম, সত্য সত্যই আমি তোমাদের চেয়ে সমধিক খোদাভীরু ও সমধিক পরহেজগার, কিন্তু আমি (কখনও) রোজা করি, (কখনও) না। কখনও নামাজ পড়িয়া থাকি, কখনও বা ঘুমাই। স্ত্রীলোকের সহিত দাম্পত্য ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি আমার ছুন্নত হইতে বিমুখ হইয়া থাকে, সে ব্যক্তি আমার অনুগতদিগের অন্তর্গত নহে। —বোখারি ও মোছলেম।

টীকা ;—

আগন্তুকত্রয় ধারণা করিয়াছিল যে, যখন হজরত নবি (ছাঃ)এর দরজা (মর্য্যাদা) সমধিক উন্নত, তখন তাঁহার এবাদত ও বন্দিগী সবচেয়ে অধিক হইবে। কিন্তু তাহারা আদবের প্রতি লক্ষ্য করতঃ হজরতের এবাদতের ত্রুটী

আছে না-বলিয়া বলিল যে, হজরতের সঙ্গে আমাদের কোন তুলনা হইতে পারে না, যখন আল্লাহ তাঁহাকে বেগোনাহ করিয়াছেন, তখন তাহার পক্ষে এবাদত বন্দিগী-কম করা শোভনীয় হইতে পারে, পক্ষান্তরে আমরা গোনাহগার, গোনাহ মাফ পাওয়ার জন্য আমাদের পক্ষে অধিক এবাদত-বন্দিগী করা জরুরি। ইহা তাহারা বুঝিতে পারে নাই যে, নবি (ছাঃ) এর অল্প বন্দিগী বহু বন্দিগী অপেক্ষা সমধিক ফলপ্রদ, কেননা তিনি মা'রেফাত সাগরে নিমজ্জিত হইয়া, হুজুরে-কলব ও মোরাকাবা মোশাহাদাতে তন্ময় অবস্থায় এবাদত করিতেন যাহা উম্মতের পক্ষে অসম্ভব।

আরও তিনি উম্মতের উপর দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশ করতঃ এইরূপ মধ্যম ধরণের এবাদত করিতেন, যদি তিনি ইহা অপেক্ষা অধিকতর বন্দিগী করিতেন, তবে উম্মতের পক্ষে উহা আমল করা কষ্টকর হইত। আরও এইরূপ এবাদত করিয়া নিজের প্রাণের হক ও স্ত্রী পরিজনের হক প্রতিপালনের নিয়ম শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

আরও কোরাণে এবাদতে 'এস্তেকামাত' করার (স্থির প্রতিজ্ঞ থাকার) আদেশ করা হইয়াছে, ইহা মধ্যম ধরণের এবাদতের দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অতিশয় বাড়াবাড়ি কোন কার্য্য করিলে, উহাতে পরিণামে শিথিলতা এবং অবসাদ আসিয়া থাকে।

কোরাণ শরিফে ছুরা ফৎহে যে হজরত নবি (ছাঃ) এর সম্বন্ধে غفران ذنب এর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার অর্থ এই যে, নবুয়তের পূর্ব্বে এবং পরে হজরত (ছাঃ)কে গোনাহ হইতে সুরক্ষিত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া নেককারদিগের নেক কার্য্যগুলি নৈকট্য প্রাপ্ত নবি রাছুল-দিগের পক্ষে গোনাহ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। নবিগণের এবাদত ও বন্দিগীগুলি ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর হইতে থাকে, তাঁহাদের শেষ কার্য্য-গুলির দরজার দিকে লক্ষ্য করিলে, প্রথম কার্য্যগুলি ত্রুটী পূর্ণ অনুমিত হইয়া থাকে, এই হেতু তাহারা প্রথম কার্য্যের ত্রুটীর জন্য ক্ষমা চাহিয়া থাকেন, অথচ প্রকৃত পক্ষে উহা গোনাহ নহে। এই হেতু নবি (ছাঃ) কে গোনাহ-গার বলা যাইতে পারে না।

(১) আএশার উক্তি ;—

তিনি বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) একবার একটী কার্য্য করিলেন, কিন্তু একদল লোকের নিকট উহা অপছন্দ হইল, নবি (ছাঃ) উক্ত সংবাদ অবগত হইয়া, খোৎবা পাঠ করিয়া আল্লাহতায়ালার প্রশংসা করতঃ বলিলেন, উক্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা কি হইয়াছে যে, আমি যে কার্য্য করিয়াছি উহা তাহারা নাপছন্দ করিল? খোদার শপথ, নিশ্চয়ই আমি তাহাদের চেয়ে সমধিক বিজ্ঞ ও তাহাদের চেয়ে সমধিক খোদা-ভীরু।

টীকা ;—

এবাদতে কঠোর ভাব অবলম্বন না করিয়া সহজ পন্থা অবলম্বন করাতে নম্রতা, বিনয় ভাব ও অন্তরশুদ্ধি প্রকাশ পাইয়া থাকে, আল্লাহতায়ালা যে রোখছত প্রদান করিয়াছেন, উহার উপর আমল করা খোদার-অভিপ্রেত।—আঃ ১।১৩৮।

(৮) খদিজের পুত্র রাফেয়ের উক্তি ;—

নবি (ছাঃ) এমতাবস্থাতে মদিনা শরিফে আগমন করিয়াছিলেন যে, তথাকার অধিবাসিগণ খোর্ম্মা বৃক্ষের 'তা'বির' করিতেছিলেন। ইহাতে হজরত বলিলেন তোমরা কি করিতেছ? তাহারা বলিলেন, আমরা এইরূপ করিয়া আসিতেছি। হজরত বলিলেন, সম্ভবতঃ যদি তোমরা (এই কার্য্য) না করিতে, তবে কল্যাণ হইত। তখন তাহারা উক্ত কার্য্য ত্যাগ করিলেন। ইহাতে খোর্ম্মার ফল কম হইয়া গেল। এজন্য তাহারা তাঁহার নিকট উহা উল্লেখ করিলেন। তৎশ্রবণে হজরত বলিলেন আমি মানুষ ব্যতীত নহি। যখন আমি তোমাদিগকে তোমাদের দীন সংক্রান্ত কোন বিষয়ের আদেশ করি, তখন তোমরা উহা গ্রহণ কর। আর যদি আমি তোমাদিগকে আমার নিজ মত হইতে কোন বিষয়ের আদেশ করি, তবে আমি মনুষ্য ব্যতীত নহি।—মোছলেম।

টীকা ;—

আরবি تأبير ت ء ب ر ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার অর্থ স্ত্রী কেশর ফাড়িয়া উহার মধ্যে পুং কেশর স্থাপন করা ইহাতে স্ত্রী মুকুল গর্ভবতী হইত ও উহার ফল উৎকৃষ্ট হইত।

ইহা খোদার প্রচলিত বিধান। ইহাতে বুঝা যায় যে, দীনি ব্যাপারে হজরতের আদেশ পালন করা জরুরি, পার্থিব ব্যাপারে তাঁহার আদেশ পালন করা জরুরি নহে।

খাদিজের পুত্র রাফে একজন আনছারি-ছাহাবা, নাবালেগ হওয়ার জন্য 'বদর' যুদ্ধে যোগদান করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হন নাই। ওহোদ, খোন্দক এবং অন্যান্য সমস্ত যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। ওহোদ যুদ্ধে তিনি তীর বিদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং উহা টানিয়া বাহির করিয়াছিলেন, কিন্তু উহার ফলা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহার শরীরের মধ্যে বিদ্ধ অবস্থায় ছিল, হজরত (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, আমি কেয়ামতে তোমার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করিব। তাহার জখম বিষাক্ত হওয়ায় তিনি ৮৬ বৎসর বয়সে ৭৪ হিজরীতে মদিনা'শরিফে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। তাঁহা কর্ত্তৃক ৭৮টী হাদিছ রেওয়াএত করা হইয়াছে।—তহজিবোল-আছমা ১।১৮৭।

(৯) আবু মূছার উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ যাহার সহিত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন উহার দৃষ্টান্ত উক্ত ব্যক্তির তুল্য, যে কোন সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি নিজের চক্ষে সৈন্যদলকে দর্শন করিয়াছি। আমি প্রত্যক্ষভীতি প্রদর্শক, তোমরা দ্রুত গতিতে পলায়ন কর, ইহাতে নিষ্কৃতি পাইবে। তৎপরে তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল তাহার আদেশ পালন করতঃ রাত্রি যোগে প্রস্থান করিল, শান্তিসহ গমন পূর্ব্বক নিষ্কৃতি লাভ করিল। আর তাহাদের দ্বিতীয় দল (তাহার উপর) অসত্যারোপ করতঃ নিজেদের স্থানে প্রভাত পর্য্যন্ত অবস্থান করিল, তৎপরে সৈন্যদল প্রভাতে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিল এবং সমূলে নিষ্পেষিত করিল। ইহা উক্ত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে আমার আদেশ পালন করিল, তৎপরে আমি যাহা (যে দীন ও শরিয়ত) আ-য়ন করিয়াছি উহার অনুসরণ করিল। আর (ইহা) উক্ত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে আমার আদেশ লঙ্ঘন করিল এবং আমি যে সত্য আনয়ন করিয়াছি, উহার উপর অসত্যারোপ করিল।—বোখারি ও মোছলেম।

টীকা ;—

النذير العريان উলঙ্গ ভীতি প্রদর্শক, ইহার মর্ম্ম এই যে, আরবদিগের অভ্যাস ছিল যে, যখন কেহ একদল লুণ্ঠনকারী সৈন্য দর্শন করিত, উলঙ্গ

হইয়া পরিধানের কাপড় হস্তে লইয়া উচ্চ করিয়া মস্তকের চারিদিকে ঘুরাইত এবং নিজের সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করিত যে, সৈন্য দল লুণ্ঠন করিতে আসিতেছে।

দ্বিতীয়, আরবেরা শত্রু দলের অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য একজন প্রহরী নিয়োজিত করিত। যখন সে শত্রুদলকে দেখিতে পাইত, নিজের কাপড় খুলিয়া উচ্চ করিত, এই হেতু উলঙ্গ থাকিত।

তৎপরে উহা প্রত্যেক নিশ্চিত আকস্মিক ভয়াবহ ঘটনার জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়াছে। হজরত নবি (ছাঃ) এর সংবাদ অতি সত্য বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং তিনি শাস্তির মহা ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন, নবি (ছাঃ) এর ভীতি প্রদর্শন উল্লিখিত শব্দের উভয় প্রকার মর্ম্মের সহিত পূর্ণভাবে মিল রহিয়াছে।

النَّجَاءَ النَّجَاءَ শব্দদ্বয়ের অর্থ—অতি ত্রস্ত গতিতে পলায়ন কর, তাহা হইলে হত্যা ও লুণ্ঠন হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

ادلجوا শব্দের অর্থ তাহারা প্রথম রাত্রি হইতে শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত গমণ করিলেন। ولجوا শব্দের অর্থ ;—শেষ রাত্রে তাহারা গমণ করিলেন। উভয় রেওয়াএতে উক্ত শব্দ পড়া হইয়া থাকে। مهلهم على مهلهم - مهلهم مهلهم مهلتهم

এই তিন প্রকার রেওয়াএত আসিয়াছে।

(১০) আবু হোরায়রার উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার অবস্থা উক্ত ব্যক্তির অবস্থার তুল্য যে, অগ্নি প্রজ্জলিত করিল, তৎপর যখন উহার চতুর্দ্দিক আলোকিত হইল তখন অগ্নিতে লম্প প্রদানকারী পতঙ্গ এবং কীট অগ্নি দেখিয়া তৎপানে ছুটিয়া আসে এবং উহাতে পতিত হইতে থাকে, লোকটি উক্ত কীটগুলিকে বাধা দিতে থাকে কিন্তু কীটগুলি তাহা উপর প্রবল হইয়া আগুনের মধ্যে দলে দলে ঝাঁপ দিয়া (দগ্ধ হয়)। আমিও অগ্নি হইতে রক্ষা করিতে তোমাদের তহবন্দের খুট ধরিয়া থাকি, অথচ তোমরা জনতা করিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছ।

ইহা বোখারির রেওয়াএত. মোছলেমে এইরূপ রেওয়াএত আছে। মোছলেমের অন্য রেওয়াএতে আছে ;—ইহা আমার অবস্থা ও তোমাদের

অবস্থা, আমি তোমাদিগকে দোজখের অগ্নি হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তোমাদের তহবন্দের খুট ধরিয়া বলিতেছি, তোমরা আমার নিকট আইস, অগ্নি হইতে দূরে সরিয়া যাও, তোমরা আমার নিকট আইস; অগ্নি হইতে সরিয়া যাও, কিন্তু তোমরা আমার উপর পরাক্রান্ত হইয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছ।—বোখারি ও মোছলেম।

টীকা ;—

একটী লোক অগ্নি জ্বালাইয়া পতঙ্গ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটগুলিকে উহাতে পড়িতে বাধা দিতে থাকে, কিন্তু বহু সংখ্যক কীট একত্রে দলবদ্ধ হইয়া উক্ত বাধা না শুনিয়া অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে থাকে, অবশেষে দগ্ধীভূত হইয়া মরিয়া যায়। তহবন্দের খুট ধরিয়া রাখার অর্থ কঠিন ভাবে বাধা দেওয়া, কেহ কাহাকে কোন কার্য্যে বাধা দিতে ইচ্ছা করিলে, প্রথমে উহার কাপড়, বিশেষতঃ তহবন্দের খুট ধরিয়া ফেলে, ইহাতে সে নড়িতে পারে না, কেননা ইহাতে কাপড় খুলিয়া পড়িয়া লজ্জাস্থান প্রকাশ হইয়া পড়ার আশঙ্কা থাকে।

এইরূপ নবি (ছাঃ) দোজখের পথ হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলি জগতের লোকদিগের নিকট অতি প্রকাশ্য ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। লোকদিগকে দোজখের অগ্নি হইতে দূরে থাকার জন্য বহু উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, ইহা সত্বেও লোকেরা হজরতের এই কঠোর নিষেধ অমান্য করতঃ হারাম ও গোনাহরাশিতে লিপ্ত হইয়া দোজখে নিক্ষিপ্ত হইতেছে।

(১১) আবুমুছার উক্তি ;—

আল্লাহতায়ালা আমাকে যে হেদায়েত ও এলমসহ প্রেরণ করিয়াছেন, উহার দৃষ্টান্ত বহু বৃষ্টির তুল্য যাহা জমিনে পতিত হইয়াছে। উক্ত জমির মধ্যে এক ভাগ পবিত্র পানি গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহাতে বহু তৃণ উৎপাদন করিয়া থাকে। তন্মধ্যে আর একভাগ শক্ত মৃত্তিকা পানি রক্ষা করিয়া থাকে, তদ্দ্বারা লোকদিগের উপকার সাধন করিয়া থাকে। লোকেরা পানি পান করিল, (অন্যদিগকে) পান করাইল এবং (তদ্দ্বারা) চাষ করিল। আর এক ভাগের উপর পানি পতিত হইল, উহা সমতল বিস্তৃত ভূখণ্ড (কিম্বা বালুকাময় স্থান), পানি রক্ষা করিতে পারে না, তৃণ উৎপন্ন করে না। ইহা উক্ত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে আল্লাহতায়ালার দীনে ফকিহ হইয়াছে এবং আল্লাহ তাহাকে উক্ত বিষয় দ্বারা লাভবান করিলেন যাহার সহিত আল্লাহ

আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। সে নিজে শিক্ষা করিয়াছে এবং (অন্যকে) শিক্ষা প্রদান করিয়াছে।

আর উক্ত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে, উহার দিকে মস্তক উত্তোলন করিল না এবং আমি যে হেদাএত সহ প্রেরিত হইয়াছি, উহা গ্রহণ করিলনা।—বোখারি ও মোছলেম।

টীকা ;—

নবি (ছাঃ) মনুষ্যদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, একপ্রকার দীন ইছলাম কর্ত্তৃক উপকৃত হইয়া থাকে, দ্বিতীয় প্রকার উহা কর্ত্তৃক উপকৃত হয় না। এইরূপ তিনি জমিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, একভাগ পানি কর্ত্তৃক উপকৃত হইয়া থাকে, দ্বিতীয়ভাগ উহা দ্বারা উপকৃত হয় না। যে জমি পানি কর্ত্তৃক উপকৃত হয়, উহা দুই প্রকার, এক প্রকারে তৃণ উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় প্রকারে তৃণ উৎপন্ন হয় না। এইরূপ দীন কর্ত্তৃক উপকৃত মনুষ্য দুই প্রকার, এক প্রকার আলেম আবেদ ফকিহ শিক্ষাদাতা, উক্ত পবিত্র জমির তুল্য যে পানি নিজের মধ্যে শোষণ করতঃ উপকৃত করিল।

দ্বিতীয় প্রকার আলেম শিক্ষাদাতা, নফল এবাদাত করিল না। যে এলম শিক্ষা করিয়াছে, উহার ফেকাহ সঞ্চয় করিল না, উক্ত জমির তুল্য যে, উহার মধ্যে পানি প্রবেশ করিল, কিন্তু লোকেরা তদ্দ্বারা উপকৃত হইল না।

তৃতীয় এক প্রকার মানুষ অহঙ্কার বশতঃ এলমের দিকে লক্ষ্য করিল না, উহা একেবারে শ্রবণ করিল না, কিম্বা শ্রবণ করতঃ আমল করিল না এবং অন্যকে শিক্ষা দিল না। এই ব্যক্তি উক্ত লবণাক্ত জমির তুল্য যে, উহার মধ্যে পানি প্রবেশ করিল না, উহাতে পানি স্থায়ী থাকিল না। ইহা ছহিহ বোখারির কোন টীকাকারের মত।

ইহাও অর্থ হইতে পারে, প্রথম প্রকার মনুষ্য এলম শিক্ষা করিয়া এজতেহাদ ও এস্তেমবাত করতঃ কোরআন ও হাদিছের নিগূঢ়-তত্ত্ব আবিষ্কার করিল, যেরূপ ফকিহ মোজতাহেদগণ ও বিচক্ষণ সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ আলেমগণ। দ্বিতীয় প্রকার মনুষ্য শিক্ষা করিল, এলম সঞ্চয় করিল, উহার রক্ষনাবেক্ষণ করিল এবং উহার যোগ্য পাত্রদিগের নিকট পৌঁছাইয়া দিল, যেরূপ মোহাদ্দেছগণ ও হাফেজে-হাদিছগণ।

যে এলম অহি কর্তৃক নাজেল হইয়াছে, উহাকে আছমানি পানির সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে।

যে নবি (ছাঃ) আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে মনুষ্য জাতির নিকট ফয়েজ পৌঁছাইতে মধ্যস্থ ও বণ্টন কারি, তাঁহাকে ব্যাপক মেঘমালার সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে। মনুষ্যদিগের অন্তরকে বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে।—আঃ, ১।১৪১।১৪২, মেঃ, ১।১৮৮।

(১২) হজরত আএশার উক্তি;—

১৮

তিনি বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) এই আয়ত পাঠ করিলেন, "তিনিই তোমার উপর কেতাব নাজেল করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলি স্পষ্ট মর্ম্মবাচক আয়ত আছে, এইগুলি কোরআনের মূল, আর কতকগুলি মোতাশাবেহাত (অস্পষ্ট মর্ম্মবাচক) আয়ত আছে। পরন্তু যাহাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তাহারা ফাছাদের চেষ্টায় ও উহার প্রকৃত মর্ম্ম অন্বেষণের জন্য উহার অস্পষ্ট মর্ম্মবাচক আয়তগুলির অনুসরণ করিয়া থাকে। আর আল্লাহ ব্যতীত উহার প্রকৃত মর্ম্ম কেহ অবগত নহে। আর যাহারা এলমে সুদৃঢ় (অতি বিচক্ষণ) তাহারা বলিয়া থাকে, আমরা উহার উপর ইমান আনিলাম, প্রত্যেক অংশ আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে। জ্ঞানবানগণ ব্যতীত উপদেশ গ্রহণ করে না। আএশা বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন তুমি উক্ত লোকদিগকে দেখিবে যে, তাহারা উহার অস্পষ্ট মর্ম্মবাচক আয়তগুলির অনুসরণ করিতেছে, আল্লাহ যাহাদের নাম (বক্রপথ গামী) বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তোমরা তাহাদের সঙ্গলাভ হইতে দূরে থাক। বোখারি মোছলেম।

টীকা—

কোরআনের আয়ত দুই প্রকার, প্রথম মোহকাম, এইরূপ—আয়তের মর্ম্ম অতি স্পষ্ট ও প্রকাশক, ইহার মর্ম্মে কোন প্রকার সন্দেহ থাকিতে পারে না। আর কতিপয় আয়তকে 'মোতাশাবেহাত' বলা হয়। এই প্রকার আয়তের অর্থ এরূপ অস্পষ্ট যে, জ্ঞান কিম্বা কোরআন ও হাদিছদ্বারা উহার অর্থ নির্দ্দেশ করা সম্ভব না হয়। উক্ত আয়তগুলিকে 'মোতাশাবেহাত' বলা হয়, যেরূপ

কেয়ামতের দিবসের নির্দ্ধারিত সময় ও কয়েকটি ছুরার প্রথমোল্লিখিত 'মোকাত্তায়াত' অক্ষরগুলি।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, প্রত্যেক মজহাবাবলম্বী যে আয়তগুলিকে নিজের মতের সমর্থন কারী বলিয়া বিবেচনা করে, তৎসমস্তকে 'মোহকাম' বলিয়া দাবি করিয়া থাকে এবং বিপক্ষদলের মতের সমর্থনকারী আয়তগুলিকে 'মোতাশাবেহ' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

এই হেতু এইস্থানে এরূপ একটী নিয়ম স্থির করা আবশ্যক, যাহাতে 'মোতাশাবেহ' আয়তগুলি নির্ণয় করিতে একটু দ্বিধা না জন্মে। উহা এই যে, জ্ঞানানুমোদিত অকাট্য দলীলে যদি বুঝা যায় যে, শব্দের স্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করিলে, অসম্ভব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে, তবে উক্ত শব্দ সমন্বিত আয়তটীকে 'মোতাশাবেহ' বলা যাইবে।

কোরাণে আছে ;—

الرحمن على العرش استوى ۝

এই আয়তের প্রকাশ্য অর্থে বুঝা যায় যে, খোদাতায়ালা আরশের উপর স্থিতিশীল, কিন্তু ইহা খোদার পক্ষে অসম্ভব, কাজেই এই আয়তের প্রকাশ্য অর্থ গৃহীত নহে। ইহা—'মোতাশাবেহ' আয়ত।

আল্লাহ বলিয়াছেন, যাহাদের হৃদয়ে বক্রতা আছে, তাহারা 'মোতাশাবেহাত' আয়তগুলির অনুসরণ করিয়া নিজেদের মনোক্তি মতে তৎসমুদয়ের প্রকাশ্য অর্থ কিম্বা অপ্রকাশ্য বাতীল অর্থ প্রকাশ করে, কোরআনের একটী আয়তকে অন্য আয়তের বিপরীত বলিয়া প্রকাশ করে এবং নিজেদের বাতীল মতের সমর্থক এক প্রকার অর্থ গ্রহণ করে, উদ্দেশ্য এই যে, ইমানদারদিগের অন্তরে সন্দেহ উৎপাদন করিয়া দিয়া ও তাহাদিগকে ধোকায় নিক্ষেপ করিয়া দীন হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলে। ইহা আল্লামা-আলুছির বর্ণনা।

এমাম রাজি উহার অর্থে বলেন, যাহাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তাহারা উক্ত আয়তগুলির এরূপ অর্থ গ্রহণ করে—যাহার প্রমাণ ও বর্ণনা কোরাণ শরিফে নাই, উদ্দেশ্য এই যে, নিজেদের অন্তরে এইরূপ বেদয়াত ও বাতীল মত পোষণ করিয়া নিজেরা ব্যস্ত হইয়া পড়ে এবং মুসলমানদিগের মধ্যে

মতানৈক্যের সৃষ্টি করাইয়া দিয়া সংগ্রামে ও রক্তপাতের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়।

এবনো-জরির ও এমাম রাজি বলিয়াছেন, যদিও উক্ত আয়ত মোশবেহ-দিগের সম্বন্ধে নাযেল হইয়াছিল, তথাচ প্রত্যেক বেদয়াত ও বাতীল মতাবলম্বীগণ এই হুকুমের অন্তর্গত হইবে।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, যে মোশাব্বেহা শ্রেণী الرحمن على العرش استوى এই আয়তদ্বারা খোদার কোনস্থানে স্থিতিশীল হওয়ার মতাবলম্বন করে, তাহারাও উক্ত আয়তের হুকুমের অন্তর্গত।

এমাম শাত্বাবী 'এলতে'ছাম-আওয়াম' কেতাবে লিখিয়াছেন ;—

"একজন লোক আমাকে উক্ত হাদিছ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, অনভিজ্ঞ ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য হাশবিয়াদের মতে (খোদার) পার্থিব বিষয়ের ভাবাপন্ন হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি করিয়া দেয়, যেহেতু ইহারা কতকগুলি হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করতঃ খোদাতায়ালার ও তাঁহার গুণাবলী সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছে—যাহা হইতে তিনি পবিত্র ও নির্ম্মল এবং খোদার আকৃতি, হস্ত, পদ, অবতরণ করা, স্থানান্তরে গমন করা, আরশের উপর উপবেশন ও স্থিতি করা ইত্যাদি অসঙ্গত মত ধারণ করিয়াছে।"

আমাদের দেশস্থ মজহাব বিদ্বেষী দল খোদাকে আকৃতিধারী, আরশ হইতে অবতরণকারী ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গধারী ধারনা করিয়া থাকেন, ইহাতে বুঝা-যায় যে, তাহারা বেদয়াতি মোশাব্বেহা ও হাশবিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত।

উক্ত হাদিছ অনুসারে তাহারা বাস্ত ফেরকা সপ্রমাণ হইল। হজরত তাহাদের সঙ্গে উপবেশন করিতে ও কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(১০) আমরের পুত্র আবদুল্লাহর উক্তি ;—

তিনি বলিয়াছেন, আমি একদিন দ্বিপ্রহরে অতি গরমের সময় নবি (ছাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইলাম, এমতাবস্থায় হজরত দুইটী লোকের শব্দ শুনিতে পাইলেন—তাহারা একটী আয়ত সম্বন্ধে মতভেদ করিতেছিলেন। তখন রাছু-লুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকট হইতে এমতাবস্থায় বহির্গত হইলেন যে, তাঁহার মুখমণ্ডলে ক্রোধের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছিল। তৎপরে তিনি তাহাদিগকে

বলিলেন, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ কেতাব সম্বন্ধে মতভেদ করার জন্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছেন।—মোছলেম।

টীকা ;—

এমাম নাবাবী বলিয়াছেন ;—

এস্থলে হজরত যে মতভেদ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, উহা উক্ত মতভেদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যাহাতে সন্দেহের সৃষ্টি হইয়া থাকে, কলহ, ফাছাদ, কোফর ও বেদয়াতের উৎপত্তি হইয়া থাকে, যেরূপ মূল কোরআন শরিফে কিম্বা যে বিষয়ে এজতেহাদ করা জায়েজ নহে উহাতে মতভেদ প্রকাশ। ইহাতে এজতেহাদ করিয়া ফরুয়াত আহকাম আবিষ্কার করিতে আলেমগণের মতভেদ কিম্বা অন্যান্য এলমগুলিতে মতভেদ লক্ষ্যস্থল নহে, কেননা এইরূপ মতভেদ রহমত ও দীন-ইছলামের গণ্ডির প্রশস্ততা ব্যতীত আর কিছু নহে। ছাহাবাগণের সময় হইতে প্রাচীন আলেমগণ এই মতের উপর ছিলেন, তজ্জন্য নিষেধাজ্ঞা করা হয় নাই, বরং তাহারা ইহার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। মেঃ, ১।১৮৯, আঃ, ১।৪৪।৩।

(১৪) আবি-অক্কাছের পুত্র ছা'দ (রাঃ)র উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, মুছলমানদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোনাহগার উক্ত ব্যক্তি হইবে যে এরূপ বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল যাহা লোকদিগের উপর হারাম করা হয় নাই, কিন্তু তাহার জিজ্ঞাসা করার জন্য হারাম করা হইয়াছে।—বোখারি ও মোছলেম।

টীকা ;—

যেহেতু তাহার ছওয়াল করার জন্য উহা হারাম হইয়া গিয়াছে, জিজ্ঞাসা করা না হইলে, হারাম হইত না, যেরূপ বনি ইছরাইলগণ নির্দ্দিষ্ট গরুর সম্বন্ধে ছওয়াল করাতে কঠোর হইতে কঠোরতর ব্যবস্থা নাজেল হইয়াছিল। এইরূপ কঠোর ব্যবস্থার অপকার কেয়ামত পর্য্যন্ত স্থায়ী ও ব্যাপক হওয়ায় ছওয়ালকারীর অপরাধের পরিমাণ অতি অধিক হইবে।

কোন ওয়াজেব, মোস্তাহাব ও মোবাহ হুকুম অজানিত থাকার জন্য জিজ্ঞাসা করিলে, কোন দোষ হইবে না। ইহার প্রমাণ এই আয়ত ;—

فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

"যদি তোমরা না জান, তবে আহলে-জেকরকে (মোজতাহেদ সম্প্রদায়কে) জিজ্ঞাসা কর।"

ছা'দের কুনিএত আবু ইছহাক, তাঁহার পিতার নাম মালেক বেনে ওহয়াব জুহরি, মালেকের কুনিএত আবু-অক্কাছ। হজরত ছা'দ ১৭ বৎসর বয়সে মুছলমান হইয়াছিলেন, ইছলাম গ্রহণে তিনি তৃতীয় ছিলেন, হজরত (ছাঃ) যে দশ জনের বেহেশতী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। প্রথমে তিনি জেহাদে তীরের দ্বারা আঘাত হইয়াছিলেন। তিনি নবি (ছাঃ)এর সঙ্গে সমস্ত যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন, তিনি মকবুলে-দারগাহ (বাক্‌সিদ্ধ) হইয়াছিলেন, এজন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। হজরত (ছাঃ) তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, হে খোদা, তাঁহার তীরকে অব্যর্থ কর ও তাঁহার দোয়া কবুল কর। তিনি মদিনা শরিফের সন্নিকট আকিক নামক স্থানে নিজ বাসভবনে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। লোকেরা তাঁহার লাশ ঘাড়ে করিয়া মদিনা শরিফে আনয়ন করিয়াছিলেন। সেই সময়কার মদিনা শরিফের শাসনকর্ত্তা মাওয়ান বেনেল হাকাম তাঁহার জানাজার এমাম হইয়াছিলেন। ইহাকে বকি নামক গোরস্তানে ৭০ বৎসরের কিছু অধিক বয়সে ৫৫ হিজরীতে দফন করা হইয়াছিল। বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের মধ্যে তিনিই সকলের শেষে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। হজরত ওমার ও ওছমান (রাঃ) তাঁহাকে কুফার শাসন কর্ত্তা নিয়োজিত করিয়া ছিলেন। বহু ছাহাবা ও তাবেয়ি তাঁহার নিকট হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন।

(১৫) আবুহোরায়রার উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, শেষ যুগে এরূপ কতকগুলি প্রবঞ্চক মিথ্যাবাদী লোক হইবে, যাহারা এরূপ কথা সকল আনয়ন করিবে—যাহা না তোমরা শ্রবণ করিয়াছ, না তোমাদের পিতৃগণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। কাজেই তোমরা নিজেদিগকে তাহাদের নিকট হইতে দূরে রাখ ও তাহাদিগকে তোমাদের নিকট হইতে দূরে রাখ, তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে ভ্রান্ত করিতে পারিবে না এবং ফাছাদে নিক্ষেপ করিতে পারিবে না।—মোসলেম।

টীকা ;—

দাজ্জাল শব্দের অর্থ বড় প্রবঞ্চক, হাদিছের অর্থ এই—শেষ জামানাতে একদল লোক নিজদিগকে আলেম ও পীর নামে অভিহিত করিয়া অমূলক হাদিছ, বাতীল আহকাম ও মন্দ আকিদা প্রকাশ করিবে, তাহাদের নিকট যাতায়াত ও তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করা নিষিদ্ধ, নচেৎ তোমরা তাহাদের কর্তৃক ভ্রান্ত হইবে ও শেরক কোফরে পতিত হইবে। এস্থলে হাদিছগুলির অর্থ জাল হাদিছ কিম্বা বাতীল আকিদা।

শরহোছ-ছুন্নাহ কেতাবে আছে, প্রাচীন ছুন্নত-অল-জামায়াতের আলেমগণ এক বাক্যে বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার ছেফাত সম্বন্ধে বাদানুবাদ করা এলমে-কালাম সম্বন্ধে মনোনিবেশ করা এবং শিক্ষা করা নিষিদ্ধ। এমাম মালেক বলিয়াছেন, তোমরা বেদয়াত হইতে বিরত থাক, লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, বেদয়াত কি? তিনি বলিলেন, যাহারা আল্লাহতায়ালার নাম, ছেফাত, কালাম, এলম ও কুদরত সম্বন্ধে বাদানুবাদ করে এবং ছাহাবা ও তাবেয়িগণ যে সম্বন্ধে মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহারা তৎসম্বন্ধে মৌনাবলম্বন করে না, তাহারাই বেদয়াতি সম্প্রদায়।

যদি এলমে কালাম "এল্ম" হইত, তবে ছাহাবা ও তাবেয়িগণ তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, যেরূপ আহকাম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ছফইয়ান ছওরি এলমে-কালাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন। ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, তুমি বাতিল বিষয় ত্যাগ কর, সত্যমত ত্যাগ করতঃ কোথায় যাইতেছ? ছুন্নতের অনুসরণ কর ও বেদয়াত মত ত্যাগ কর।

এমাম শাফেয়ি বলিয়াছেন, এলমে-কালামে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা শেরেক ব্যতীত আল্লাহতায়ালার অন্য কোন নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হওয়া ভাল। এলমে কালামের কোন মছলা শিক্ষা করিয়া আল্লাহতায়ালার সহিত সাক্ষাৎ করা অপেক্ষা শেরেক ব্যতীত অন্য কোন গোনাহ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা উত্তম।

এমাম নাবাবী বলিয়াছেন, এলমে-কালাম (আকায়েদে এলম) শিক্ষা করা ওয়াজেব বেদয়াত।

উপরোক্ত মতবিরোধের সামঞ্জস্য এইরূপে হইবে যে, এমাম মালেক, ছুফইয়ান ও শাফেয়ির জামানাতে বেদয়াতি ও নাস্তিক দলের আকায়েদ সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিয়াছিল না। তৎপরবর্ত্তী জামানাতে তাহারা এসম্বন্ধে বাড়া বাড়ি করিয়াছিল, কাজেই মুছলমানদিগের পক্ষে আকায়েদের আলোচনা করতঃ তাহাদের প্রতিবাদ করা ওয়াজেব হইয়াছে। উহা অভ্যাস করিয়া লওয়া নিষিদ্ধ, এই হেতু আকায়েদের এলম শিক্ষা করা অন্যান্য পেশার ন্যায় ফরজে-কেফায়া। হাদিছে যে কেৎনার কথা আছে, উহার অর্থ শেরক, কিম্বা আখেরাতের আজাব।—মেং, ১।১৯০।

(১৩) আবু হোরায়রার উক্তি ;—

"আহলে-কেতাব" সম্প্রদায় হিব্রু ভাষাতে তওরাত পাঠ করিতেন এবং মুছলমানদিগের জন্য আরবি ভাষাতে ব্যাখ্যা করিতেন, ইহাতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা আহলে-কেতাব সম্প্রদায়কে সত্যবাদী বলিও না, এবং তোমরা বল, আল্লাহতায়ালার উপর এবং তিনি যাহা আমাদের উপর নাজেল করিয়াছেন, তাহার উপর ইমান আনিলাম, (আয়ত শেষ পর্য্যন্ত)।—বোখারি।

টীকা;—

য়িহুদী ও খ্রীষ্টানগণের তওরাত ও ইঞ্জিল বিকৃত হইয়া গিয়াছে, মূল তওরাত ও ইঞ্জিল যাহা হজরত মুছা ও ইছা (আঃ)এর উপর নাজেল হইয়াছিল, তাহা সত্য, কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে, উক্ত তওরাত শত্রুগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, মূল ইঞ্জিল দুনইয়াতে নাই। এই হেতু প্রচলিত তওরাত ও ইঞ্জিলে যে সমস্ত কথা আছে, সমস্ত সত্য নহে এবং সমস্ত মিথ্যা নহে, হজরত বলিয়াছেন, আহলে কেতাব কোন কথা তওরাত ও ইঞ্জিলের ব্যাখ্যা বলিয়া প্রকাশ করিলে, উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে না, কেননা হয়ত সেইটা অমূলক (জাল) হইতে পারে। আর উহার উপর অসত্যারোপ করিও না, কেননা হয়ত সেইটাই সত্য হইতে পারে। হজরত যে আয়তটী পাঠ করিতে করিতে বলিয়াছেন, উহার শেষাংশে আছে ;—

وما اوتى موسى و عيسى "মুছা ও ইছা যে কেতাব প্রদত্ত হইয়াছেন, (উহার উপর ইমান আনি)।—মে, ১।১২১।

(১৭) আবু হোরায়রার উক্তি ;—

"মনুষ্যের মিথ্যা বলার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যে, সে যাহা কিছু শ্রবণ করে তাহাই বর্ণনা করে।—মোছলেম।

টীকা ;—

একটি লোক মিথ্যা কথা বলে না, কিন্তু সে যাহা কিছু শ্রবণ করে, উহা সত্য, কিম্বা মিথ্যা, ইহা তদন্ত না করিয়া তাহাই বলিতে থাকে, ইহাই তাহার মিথ্যাবাদী হওয়ার যথেষ্ট নিদর্শন; কেননা অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ শুনা কথা মিথ্যা হইয়া থাকে। ইহাতে বুঝা যায় যে, কোন কথার সত্যতা ভালরূপ অবগত না হইয়া উহা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ, মনুষ্যের পক্ষে প্রত্যেক কথার সত্যতা অনুসন্ধান করা জরুরি। বিশেষ করিয়া হজরতের হাদিছ সম্বন্ধে তদন্ত করা একান্ত আবশ্যক। এইহেতু এই হাদিছটী এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। কোন নোছখাতে এই হাদিছটি বোখারির রেওয়াএত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। জামেয়োল-আছলে এই হাদিছটী মোছলেম ও আবু-দাউদের রেওয়াএতে মিথ্যা বলার অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।

(১৮) এবনো-মছউদের উক্তি ;—

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা আমার পূর্ব্বকার যে কোন নবীকে তাঁহার উম্মতের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার জন্য তাহার উম্মতের মধ্য হইতে কতকগুলি বিশুদ্ধ বন্ধু ও সহচর ছিলেন, তাহারা তাঁহার রীতিনীতি অবলম্বন করিতেন ও তাঁহার আদেশের অনুসরণ করিতেন। তৎপরে ব্যাপার এই যে, তাহাদের পরে (তাহাদের) কতক স্থলাভিষিক্ত পয়দা হইবে—যাহা তাহারা না করিয়া থাকে, তাহাই বলিবে এবং যাহা আদিষ্ট না হইয়াছে, তাহাই করিবে। যে ব্যক্তি হস্ত দ্বারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করে, সে ব্যক্তি ইমানদার। যে ব্যক্তি রসনা দ্বারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করে সে ব্যক্তি ইমানদার। আর যে ব্যক্তি অন্তর দ্বারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করে, সে ব্যক্তি ইমানদার। ইহার পরে শরিষা তুল্য পরিমাণ ইমান নাই।—মোছলেম।

টীকা ;—

অতীত উম্মতের পরবর্তী স্থলাভিষিক্তগণ এই উম্মতের যে-আলেম আবেদ ও আমিরগণের তুল্য, ইহারা লোকদিগকে সৎকার্য্য করিতে উপদেশ দিয়া থাকে, কিন্তু নিজেরা তদনুযায়ী কার্য্য করে না, অসৎকার্য্য করিতে নিষেধ করে, নিজেরা তাহাই করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি হস্তের দ্বারা কশাঘাত করিয়া তাহাদের সেই অত্যাচার ও পাপাদের কার্য্যকে ধ্বংস করিয়া দেয়, ইহাতে অক্ষম হইলে, স্থল বিশেষে শক্ত কথা বলিয়া স্থল বিশেষে নরম কথা বলিয়া উহা নিষেধ করে। ইহাতে অক্ষম হইলে, অন্তরে উহার উপর নারাজ হয় এবং দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হয়, সেই ব্যক্তি ইমানদার শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে। আর অক্ষম অবস্থাতে যদি সে উক্ত অসৎ কার্য্যের উপর নারাজ না হয়, তবে তাহার মধ্যে সরিষা পরিমাণ ইমান বাকি থাকিবে না, কেননা ইমানের নিম্ন দরজা এই যে, গোনাহগুলিকে ভাল না জানে ও অন্তরে উহার উপর এনকার করে, এনকার না করিলে, গোনাহ কার্য্যের উপর রাজি হওয়া প্রতিপন্ন হয়, ইহা কাফেরি কার্য ।—মেঃ, ১।১৯৮, আঃ, ১।১৪৫।

'হাওয়ারি' শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ বন্ধু, সহায়তাকারী। হজরত ইছা (আঃ) এর সহায়তাকারী অকৃত্রিম বন্ধুদিগকে হাওয়ারি বলা হইত, রজকদিগকেও 'হাওয়ারি' বলা হয়। রজক মলিন বস্ত্রকে স্বচ্ছ ও শুভ্র করিয়া থাকে। হজরত ইছার সহায়তাকারী অকৃত্রিম বন্ধুগণ স্ব স্ব জীবনকে শুভ্র করিতেন। অথবা জ্ঞান ও ধর্ম্ম সাধনার সাহায্যে গোনাহ ও অজ্ঞানতার মালিন্য হইতে লোকের জীবনকে মুক্ত করিতেন।

তফছির কবিরে আছে, হজরত ইছা (আঃ) এর হাওয়ারি কতক রাজপুত্র কতক কুম্ভকার, কতক মৎস্য ব্যবসায়ী ও কতক রজক ছিলেন।

(১১) আবু হোরায়রার উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সত্যপথের দিকে আহ্বান করে, তাহার জন্য উক্ত ব্যক্তিদের ছওয়াবের (পুরস্কারের) পরিমাণ ছওয়াব হইবে—যাহারা উক্ত পথের অনুসরণ করিবে, ইহা অনুসরণ কারীদিগের ছওয়াব

হ্রাস করিবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথের দিকে আহ্বান করিবে, তাহার জন্য উক্ত ব্যক্তিদিগের অপরাধের (গোনাহের) পরিমাণ অপরাধ হইবে—যাহারা উহার অনুসরণ করিবে, উহা অনুসরণ কারিদের অপরাধ হ্রাস করিবে না।—মোছলেম।

টীকা ;—

সত্যপথ প্রদর্শকের ছওয়াবের পরিমাণ খুব বেশী হইয়া থাকে কেননা তাহাদের অনুসরণ কারিদের ছওয়াবের পরিমাণ ছওয়াব তাহার নামায় আমলে লিখিত হয়, কিন্তু ইহাতে অনুসরণ কারিদের ছওয়াবের মাত্রা কম হইবে না।

এইরূপ ভ্রান্তপথ প্রদর্শকের গোনাহের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হইবে, কেননা তাহার অনুসরণ কারিদের গোনাহ পরিমাণ গোনাহ তাহার আমল নামাতে লিখিত হয়। ইহাতে তাহাদের গোনার মাত্রা কম হইবে না। সুতরাং বুঝা যায় যে, নবি (ছাঃ)এর নেকীর পরিমাণ অসংখ্য ও অসীম হইবে, কেননা তাঁহার উম্মতের যাবতীয় নেকী তাঁহার আমল নামাতে লিখিত হইবে। এইরূপ অগ্রগামী প্রাচীন মোহাজের ও আনসার, তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়ি সম্প্রদায়ের নেকীর পরিমাণ বহু বেশী হইবে।

এইরূপ মোজতাহেদ আলেমগণের নেকি তাঁহাদের অনুসরণ-কারিদের নেকীর পরিমাণ লিখিত হইবে।

কোন অসৎ পথ প্রদর্শক উক্ত কার্য্য ত্যাগ করতঃ তওবা করিলে, অনুসরণ-কারিদের গোনাহ তাহার আমল নামাতে লিখিত হইতে থাকিবে কিনা, এই সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। সমধিক প্রকাশ্য মতে উহা লিখিত হওয়া রহিত হইয়া যাইবে।—মেঃ, ১।১২২।

(২০) আবু হোরায়রার উক্তি ;—

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, ইছলামের সূত্রপাত প্রবাসী (কিম্বা নিরুপায় সহায়হীন) অবস্থাতে হইয়াছে, যেরূপ উহার সূত্রপাত হইয়াছে, সেইরূপ উহার পরিণতি হইবে :—মোছলেম।

টীকা ;—

যখন ইছলামের সূত্রপাত হয়, তখন অল্প সংখ্যক ছাহাবা উহার সহায়তাকারী ছিলেন। লোকেরা তাহাদিগকে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত

করে, ইহাতে তাঁহারা বিদেশী হইয়া পড়িলেন, কিম্বা বিদেশীদের ন্যায় সহায়শূন্য পরিত্যক্ত হইয়া পড়িলেন। কেয়ামতের জামানার নিকট নিকট সময়ে ঐরূপ উহার পরিণতি হইবে, অতি অল্প সংখ্যক লোক উহার অনুসরণকারী থাকিবে।

ইহাও অর্থ হইতে পারে, ইছলাম প্রথম অবস্থাতে প্রবাসীর তুল্য একা সহায়হীন আশ্রয়হীন অবস্থায় ছিল। তৎপরে মদিনা শরিফে আশ্রয় গ্রহণ করিল, পরে আল্লাহ পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশে উহার জ্যোতিকে পূর্ণ করিলেন। শেষ যুগে উহা নিরুপায় নিঃসহায় অবস্থাতে মদিনা শরিফের দিকে বিতাড়িত হইবে।

উক্ত প্রবাসিদের জন্য সুসংবাদ যাহারা উহার প্রথম ও শেষ অবস্থাতে উহা দৃঢ়রূপে ধরিয়াছিল এবং ধরিয়া থাকিবে।

কেহ কেহ এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, যে মোহাজের সম্প্রদায় আল্লাহতায়ালার জন্য হেজরত করিয়াছেন, তাহাদের জন্য সুসংবাদ।

সমধিক প্রকাশ্য অর্থ এই যে, লোকে নবি (ছাঃ)-এর পরে তাঁহার যে ছুন্নতকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, যাহারা উহা সঞ্জীবিত করে, তাহাদের জন্য সুসংবাদ, ইহা ইহার পরের অধ্যায়ের একটী হাদিছ হইতে সমর্থিত হইয়াছে।—মেঃ, ১।১৭৩।

(২১) আবু হোরায়রার উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় ইমান মদিনার দিকে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, যেরূপ সর্প উহার গর্ত্তের দিকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।—বোখারি ও মোছলেম।

ذروني ما تركتكم আবু হোরায়রার এই হাদিছটী মানাছেকের অধ্যায়ে এবং মায়াবিয়া ও জাবেরের لايزال من امتى এই হাদিছটী و لايزال طائفة من امتى এই দ্বিতীয় হাদিছটী ইনশায়াল্লাহ এই উম্মতের ছওয়াবের অধ্যায়ে বর্ণনা করিব।

টীকা ;—

শেষ জামানাতে দীন ইছলাম ও মুছলমান মদিনা শরিফ ব্যতীত অন্যত্রে কচিৎ পাওয়া যাইবে। সমধিক ছহিহ মত এই যে, দাজ্জাল বাহির হওয়ার সময় দীন ও এলম মদিনা শরিফ ব্যতীত পাওয়া যাইবে না।

মদিনা-শরিফের অর্থ উহার পার্শ্ববর্ত্তীস্থান সমূহ, ইহাতে মক্কা শরিফ উহার অন্তর্গত হইবে। অন্য হাদিছে হেজায শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে। সর্পের সহিত তুলনা দেওয়ার কারণ এই যে, সর্প অতি দ্রুত গমন করিয়া থাকে, গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিলে, উহাকে বাহির করা অতি দুষ্কর, এইরূপ মুছলমানগণ ইমান রক্ষা করার জন্য—অতি দ্রুতভাবে মদিনার দিকে ধাবিত হইবে এবং দীন ইছলামকে তথা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না।—মেঃ, ১।১১০।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(১) রবিয়াজোরাশির উক্তি,—

নবি (ছাঃ)এর নিকট একজন ফেরেশতা আগমন করিলেন, তৎপরে হজরতকে বলা হইল, তোমার চক্ষু নিদ্রিত হউক, তোমার কর্ণ শ্রবণ করুক এবং তোমার অন্তর হৃদয়ঙ্গম করুক। হজরত বলিয়াছেন, তৎপরে আমার চক্ষু নিদ্রিত হইল, আমার কর্ণদ্বয় শ্রবণ করিতে লাগিল এবং আমার অন্তর হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিল। তৎপরে আমাকে (উদাহরণ স্বরূপ) বলা হইল, একজন গৃহস্বামী একটী-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া খাদ্য সামগ্রী আয়োজন করিলেন এবং (লোকদিগকে ডাকিবার জন্য) একজন আহ্বানকারী প্রেরণ করিলেন, যে ব্যক্তি আহ্বানকারীর ডাকে উপস্থিত হইল, সে সেই গৃহে প্রবেশ করিল এবং উক্ত খাদ্য ভক্ষণ করিল, (ইহাতে) সেই গৃহস্বামী তাহার উপর সন্তুষ্ট হইলেন। আর যে ব্যক্তি আহ্বানকারীর ডাকে উপস্থিত হইল না সে সেই গৃহে প্রবেশ করিল না এবং সেই খাদ্য ভক্ষণ করিল না, (ইহাতে) মোহম্মদ (দঃ) আহ্বানকারী ইছলাম সেই গৃহ, খাদ্য বেহেশতের (নেয়ামত)।—দারমি।

এই হাদিছটী ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। নবিগণের নিদ্রা তাঁহাদের বাহ্য শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে যথা চক্ষু। হৃদয় ও মস্তিষ্কের উপর উহা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। উহাতে আভ্যন্তরিক শ্রবণ-শক্তি লোপ পাইতে পারে না।

টীকা ;—

প্রথম হাদিছে বেহেশতকে গৃহের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে, আর এই হাদিছে গৃহকে ইছলামের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে, কেননা বেহেশতে

প্রবেশ করার কারণ ইছলাম হইয়া থাকে, উভয় হাদিছে বেহেশতের নেয়ামতকে খাদ্যের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে।—নে, ১।১৯৪, আঃ, ১।১৪৭।

রবিয়া জোরাশবাসি; জোরাশ ইয়মনের অন্তর্গত একটী অঞ্চলের নাম, তাঁহার পিতার নাম আমর, তিনি ছাহাবা ছিলেন কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। তিনি হজরত মোয়াবিয়ার সময় প্রসিদ্ধ ফকিহ আবেদ নামে অভিহিত হইতেন। তিনি হজরত আএশা, ছা'দ ও আবুহোরায়রা হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র আবু হেশাম আতিয়া বেনে কয়েছ প্রভৃতি তাঁহার নিকট হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন।—উক্ত পৃষ্ঠা।

(২) রাফেয়ের উক্তি;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমি যেন তোমাদের কাহাকেও স্বর্ণ, রৌপ্য ও বস্ত্র দ্বারা সজ্জিত সিংহাসনের উপর ভর দিয়া বসিয়া থাকিতে এই অবস্থাতে প্রাপ্ত না হই যে, তাহার নিকট আমার আহকামের এরূপ কোন হুকুম উপস্থিত হয় যে, আমি তজ্জন্য আদেশ ও নিষেধ করিয়াছি। তখন সে বলিতে থাকে, আমি জানি না, আমরা যাহা আল্লাহতায়ালার কেতাবে প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার অনুসরণ করিব।—আহমদ, আবু দাউদ, তেরমেজি, এবনো-মাজা ও বয়হকি 'দালায়েলোন্নবুয়তে' উহা-রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা;—

এক ব্যক্তি রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সুখ শান্তি ও গরিমার সহিত গৃহে সজ্জিত সিংহাসনের উপর বসিয়া থাকে, এলম ও হাদিছ অন্বেষণের জন্য বিদেশ যাত্রা করে নাই। তাহার নিকট হজরত নবি (ছাঃ)এর আদেশ ও নিষেধ সংক্রান্ত কোন হাদিছের হুকুম উপস্থিত হইলে, সে ব্যক্তি বলে, আমি কোরআন ব্যতীত কিছুই জানি না, ইহা ব্যতীত অন্য কিছুরই অনুসরণ করিব না। কোরআন শরিফে যে হুকুম প্রাপ্ত হই, কেবল তাহাই মান্য করিব। নবি (ছাঃ)এই হাদিছে কতক অনভিজ্ঞ অহঙ্কারী উদাসীন ধনবান লোকের সংবাদ দিয়াছেন-যাহারা অনভিজ্ঞতা-হেতু ধারণা করিয়া থাকে যে, শরিয়তের আহকাম এক মাত্র কোরআন শরিফের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাহারা ইহা অবগত নহে যে, হাদিছ শরিফে অনেক আহকাম আছে যাহা (স্পষ্টভাবে) কোরআন শরিফে নাই। যদ্রূপ কোরআন শরিফে প্রামাণ্য দলীল, যে আল্লাহ তাঁহার উপর কোরআন

নাজেল করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার উপর হাদিছ নাজেল করিয়াছেন। উভয় অহির অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ্ বলিয়াছেন ;—

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

"আর রাছুল তোমাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছেন, তোমরা তাহা গ্রহণ কর। আর তিনি তোমাদিগকে যাহা নিষেধ করিয়াছেন, তোমরা (তাহা হইতে) বিরত থাক।"

আরও আল্লাহ্ বলিয়াছেন ;—

وما ينطق عن الهوى - ان هو الا وحى يوحى

"রাছুল নিজ কল্পনা-বলে কথা বলেন না উহা ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে যে, তাহার উপর অহি নাজেল করা হইয়াছে।"

দারমি, এহইয়া বেনে কছির হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, জিবরাইল যেরূপ কোরআন নাজেল করিতেন, সেইরূপ হাদিছ নাজেল করিতেন। আবুরাফে' নবি (ছাঃ)এর আজাদ করা দাস ছিলেন, তাঁহার নাম আছলাম, কিম্বা এবরাহিম, তিনি কুনইয়াতি আবুরাফে' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি কাবতি বংশের হজরত আব্বাছ (রাঃ)র দাস ছিলেন, ইনি হজরত (ছাঃ)কে উক্ত গোলামটী দান করিয়াছিলেন। নবি (ছাঃ) হজরত আব্বাছের ইছলামের সংবাদ শুনিয়া তাহাকে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধের পূর্ব্বে ইছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বদর যুদ্ধে যোগদান করেন নাই, ইহার পরে ওহোদ, খোন্দক ও অন্যান্য যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি হজরত ওছমান (রাঃ) শহিদ হওয়ার সামান্য পূর্ব্বে, কিম্বা হজরত আলি (রাঃ)র খেলাফত কালে এন্তেকাল করিয়াছিলেন।—আঃ, ১।১৪৭, মেঃ, ১।১৯৪।

হিন্দুস্থানে অবিকল রূপ আহলে-কোরআন সম্প্রদায় বাহির হইয়াছে, তাহারা কোরআন ব্যতীত আর কিছুই মানে না, এই হাদিছটী হজরতের ভবিষ্যদ্বাণী।—অনুবাদক।

(৩) ১৯৫। মা'দি কারাবের পুত্র মেকদাদের উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, সাবধান! নিশ্চয় আমি কোরআন এবং উহার সঙ্গে তত্তুল্য প্রদত্ত হইয়াছি। সাবধান! অচিরে পরিতৃপ্ত এক ব্যক্তি সজ্জিত আসনে বসিয়া বলিবে, তোমরা এই কোরআনকে আকড়াইয়া ধর,

তোমরা উহার মধ্যে যাহা হালাল প্রাপ্ত হও, তাহাই হালাল করিয়া লও। আর উহার মধ্যে যাহা যাহা হারাম প্রাপ্ত হও, তাহাই হারাম করিয়া লও। নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ যাহা হারাম করিয়াছেন, উহা উক্ত বস্তুর ন্যায় যাহা আল্লাহ হারাম করিয়াছেন। সাবধান! গ্রাম্য গর্দ্দভ তোমাদের জন্য হালাল হইবে না, প্রত্যেক প্রকার হিংস্র জন্তু হালাল হইবে না, সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ ব্যক্তির কুড়াইয়া পাওয়া বস্তু হালাল হইবে না, কিন্তু যদি উহার মালিক উহা নিষ্প্রয়োজন মনে করে। আর যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হয়, তাহাদের পক্ষে তাহারা তাহার অতিথিভোজ প্রদান না করে, তবে তাহার অতিথি ভোজ পরিমাণ লইয়া তাহাদের কার্য্যের প্রতিশোধ প্রদান করিবে। আবুদাউদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন, দারমি তত্তুল্য রেওয়াএত করিয়াছেন। এইরূপ এবনো-মাজা 'যেরূপ আল্লাহ হারাম করিয়াছেন," এই পর্য্যন্ত রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ;—

আল্লাহ যেরূপ হজরতের উপর কোরআন নাজেল করিয়াছেন, সেইরূপ হাদিছ নাজেল করিয়াছেন, কোরআনকে স্পষ্ট ও তেলাওয়াতের যোগ্য-অহি বলা হয়, আর হাদিছ শরিফ অস্পষ্ট অহি, উহা-তেলাওয়াত করার হুকুম প্রাপ্ত হয় নাই। আরবিতে কোরআনকে অহি-মৎলু متلو ও হাদিছকে অহি-গয়র-মৎলু غير متلو বলা হয়।

অস্পষ্ট তেলাওয়াতের এক ব্যক্তি বিবিধ প্রকার খাদ্য ভক্ষণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করতঃ মেধাহীন হইয়া কিম্বা সুখ সম্পদে বিভোর হইয়া নির্ব্বুদ্ধিতা ও অহঙ্কারে মত্ত হইয়া বলিয়া থাকে যে, কেবল কোরআনের নির্দ্দেশিত হালালকে হালাল বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে এবং উহার উপর আমল করিতে হইবে। আর কোরআনের নির্দ্দেশিত হারামকে হারাম বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে এবং উহা ত্যাগ করিতে হইবে। এমাম খাত্তাবি বলিয়াছেন, ইহা খারিজি ও জাহেরিয়াদিগের প্রতিবাদে বলা হইয়াছে, কেননা তাহারা কোরআনের প্রকাশ্য অংশ মানিয়া থাকে, উহার অপ্রকাশ্য অংশ যাহার বিশদ ব্যাখ্যা হাদিছে আছে, তাহা অমান্য করিয়া বিভ্রত ও ভ্রান্ত হইয়াছে।

হজরত বলিয়াছেন আল্লাহতায়ালা যেরূপ কতকগুলি বিষয় হারাম করিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ সেইরূপ কতকগুলি বস্তু হারাম করিয়াছেন, এস্থলে হজরত (ছাঃ)

কতকগুলি হারামের উদাহরণ প্রকাশ করিতেছেন, যে সমস্ত স্পষ্টভাবে কোরআনে হারাম করা হয় নাই, হাদিছে হারাম করা হইয়াছে। (১) গ্রাম্য গর্দ্দভ কোরআনে স্পষ্ট ভাবে হারাম হয় নাই, কিন্তু হাদিছে হারাম স্থির করা হইয়াছে।

(২) হিংস্র জন্তু কোরআনে স্পষ্ট ভাবে হারাম করা হয় নাই, কিন্তু হাদিছে স্পষ্টভাবে হারাম করা হইয়াছে, এইরূপ অন্য হাদিছে হিংস্র পশু পক্ষীর কথা আছে, যেরূপ ব্যাঘ্র, কুকুর, চিল, শকুন, বাজ ইত্যাদি।

(৩) যে কাফেরের সহিত মুছলমানগণ সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহার কোন বস্তু কুড়াইয়া পাইলে, উহা হালাল হইবে না, কেননা তাহার অর্থ তাহার প্রাণের তুল্য রক্ষণীয় বিষয় হইয়া থাকে, অবশ্য যদি উক্ত বস্তুর মালিক তাহাকে দান করে; তবে তাহার পক্ষে হালাল হইবে; কিম্বা অতি সামান্য ও নগণ্য বস্তু হয়; যেরূপ ফলের বীজ কিম্বা ডালিমের ছাল; তবে তাহার পক্ষে হালাল হইবে। এই কুড়াইয়া পাওয়া বস্তুর হুকুম স্পষ্টভাবে কোরআনে নাই; হাদিছে আছে।

(৪) কেহ কোন সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইলে, তাহাদের পক্ষে তাহার খোরাক দেওয়া জরুরি, নচেৎ সে উহার প্রতিশোধে তাহার খোরাক পরিমাণ বস্তু তাহাদের নিকট হইতে লইতে পারে। ইহা লওয়া জরুরি নহে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অনাহারে বিব্রত হইয়া পড়ে, উহা না লইলে, মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে, তাহার জন্য এই ব্যবস্থা হইবে।

কেহ কেহ বলেন, নবি (ছাঃ) একদল সৈন্য একস্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তথায় বাজার ছিল না যে, তাহারা তথা হইতে কোন বস্তু ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করিতে পারেন। এই হেতু তথাকার পল্লীবাসীদের উপর তাহাদের খোরাক দেওয়ার কঠোর আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা ইহা প্রতিপালন না করিলে, ইহার শাস্তি স্থির করা হইয়াছিল যে, তাহাদের খোরাকের পরিমাণ বস্তু তাহাদের নিট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে। কেহ কেহ বলেন, এই হুকুম মনছুখ হইয়াছে।—

মেকদাম কিন্দি বংশের একজন ছাহাবা, হেমছ নামক স্থানে বাসস্থান স্থির করিয়াছিলেন। শামদেশ বাসীদের মধ্যে তাঁহাকে গণ্য করা হয়। তাঁহার কুনইয়াত আবু কোরায়মা, তিনি ৯১ বৎসর বয়সে ৮৭ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন।—ফেঃ ১।১১৫।১১৬ আঃ ১।১৪৭।১৫১। [ক্রমশঃ]

(৪) ছারিয়ার পুত্র এরবাজের উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, তোমাদের একজন নিজের সজ্জিত সিংহাসনের উপর ঠেশ দিয়া বসিয়া ধারনা করে যে, নিশ্চয় আল্লাহ যাহা কোরআনে আছে তাহা ব্যতীত কোন বিষয় হারাম করেন নাই। সাবধান, নিশ্চয় আমি হারাম করিয়াছি, কতকগুলি বিষয় নিষেধ করিয়াছি, নিশ্চয় উহা কোরআনের তুল্য, কিম্বা তদপেক্ষা অধিকতর। নিশ্চয় আল্লাহ অনুমতি ব্যতীত আহলে-কেতাব সম্প্রদায়ের গৃহের মধ্যে প্রবেশ করা তোমাদের পক্ষে হালাল করে নাই, না তাহাদের স্ত্রীদিগকে প্রহার করা ও না তাহাদের ফলগুলি ভক্ষণ করা হালাল করিয়াছেন, যদি তাহারা তাহাদের দেয় (জিজিয়া বা কর) তোমাদিগকে প্রদান করিয়া থাকে।—

আবু দাউদ উহা রেওয়াএত করিয়াছেন। উহার ইছনাদের মধ্যে শো'বার পুত্র আশয়াছ মছিছি একজন রাবি আছেন, তাহার উপর দোষারোপ করা হইয়াছে।

টীকা ;—

নবি (ছাঃ)এর আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলি অস্পষ্ট অহি। অনবরত নবি (ছাঃ) এলহাম ও কাশফ কর্ত্তৃক অনেক এলম অবগত হইয়া থাকেন।

কোরআনে আছে ;—

نزلنا عليك الكتاب تبينا لكل شيء

"আমি তোমার উপর প্রত্যেক বিষয়ের বর্ণনাকারী কেতাব নাজেল করিয়াছি।" ইহাতে বুঝা যায় যে, দীনের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বিষয় কোরআনের মধ্যে নিহিত আছে। হজরত নবি (ছাঃ) এজতেহাদ ও 'ইস্তেম্বাত' করিয়া কোরআন হইতে হারাম ও হালালের ব্যবস্থা প্রকাশ করিতেন। এইহেতু এমাম শাফিয়ি বলিয়াছেন, "নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ কোরআনে যাহা হালাল করিয়াছেন, আমি তাহাই হালাল করিয়াছি। আর তিনি উহাতে যাহা হারাম করিয়াছেন, আমি তাহাই হারাম করিয়াছি। আরও এমাম শাফেয়ি বলিয়াছেন, এমামগণ যে সমস্ত মছলা প্রকাশ করিয়াছেন, উহা হাদিছের ব্যাখ্যা, আর সমস্ত হাদিছ কোর-

আনের ব্যাখ্যা। দীন সংক্রান্ত যে কোন ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, উহার ব্যবস্থা কোরআনে আছে।

হজরত এবনো-মছউদ ও এবনো-মোবাএর বলিয়াছেন, আমরা যে কোন হাদিছ তোমাদের নিকট বর্ণনা করিয়া থাকি, উহার সত্যতার প্রমাণ কোরআন শরিফে আছে।

হজরত বলিয়াছেন, যেরূপ মুছলমানদিগের গৃহে তাহাদের বিনা অনুমতিতে অন্য লোকের প্রবেশ করা নিষিদ্ধ, সেইরূপ যে আহলে-কেতাব সম্প্রদায় তোমাদিগকে জিজিয়া বা কর প্রদান করিয়া থাকে, তাহাদের গৃহের মধ্যে তাহাদের বিনা অনুমতি অন্য লোকের প্রবেশ করা নিষিদ্ধ।

তাহাদের স্ত্রীলোকদিগকে কশাঘাত করা এবং তাহাদের নিকট হইতে খাদ্য ইত্যাদি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লওয়া জায়েজ নহে।

কেহ কেহ ইহার অর্থে বলিয়াছেন, দারোল-হরবের কাফেরদিগের স্ত্রীলোকেরা যেরূপ তোমাদের জন্য হালাল, সেইরূপ উপরোক্ত আহলে-কেতাবদের স্ত্রীলোকেরা হালাল নহে।

তাহাদের উদ্যানের ফল সকল কাড়িয়া লইয়া ভক্ষণ করা তোমাদের জন্য হালাল নহে।

এরবাজ হজরতের একজন আহলে-ছোফ্‌ফা শ্রেণীভুক্ত ছাহাবা ছিলেন, তিনি আল্লাহতায়ালার ভয়ে অধিক রোদন ক্রন্দন করিতেন, তিনি বলিতেন, হে খোদ, আমার বয়স বেশী হইয়াছে, আমার অস্থি চর্ম্ম দুর্ব্বল হইয়াছে, তুমি নিজের দরবারে আমাকে ডাকিয়া লও। তিনি পরে শাম দেশের হেমছ নামক স্থানে বাসস্থান স্থির করিয়াছিলেন এবং ৭৫ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।

মছিছা শামদেশের একটী শহর, আশয়াছ তথাকার বাশেন্দা ছিলেন।—আ:, ১।১৫৯, মে:, ১।১২৭—১২৮।

(৫) ছারিয়ার পুত্র এরবাজের উক্তি ;—

এক দিবস নবি (ছা:) আমাদের সঙ্গে নামাজ পড়িলেন। তৎপরে তিনি আমাদের দিকে চেহারা ফিরাইয়া আমাদিগকে এরূপ হৃদয়গ্রাহী উপদেশ প্রদান করিলেন যে, তাহাতে আমাদের চক্ষুগুলি অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল ও অন্তরগুলি আতঙ্কিত হইতে লাগিল। ইহাতে এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাছুলে-

খোদা, ইহা যেন বিদায় গ্রহণ কারীর উপদেশ। এক্ষণে আপনি আমাদিগকে শেষ উপদেশ প্রদান করুন। তখন হজরত বলিলেন, আমি তোমাদিগকে আল্লাহতায়ালার ভয় করিতে ও আমির হাবসি দাস হইলেও তাহার কথা শ্রবণ করিতে ও আদেশ পালন করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছি; কেননা তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার পরে জীবিত থাকিবে, অচিরে সে বহু মতভেদ দেখিবে, কাজেই তোমরা আমার ছুন্নতকে ও আমার সত্য-পরায়ণ সত্য পথ প্রাপ্ত খলিফাগণের ছুন্নতকে প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া গ্রহণ কর। উহাকে দৃঢ়রূপে ধারণ কর, উহা মাড়ি চতুষ্টয় দ্বারা কামড়াইয়া ধর, নব সৃজিত কার্য্যকলাপ হইতে নিজেদিগকে দূরে রাখ, কেননা প্রত্যেক নব সৃজিত কার্য্য বেদয়াত ও প্রত্যেক বেদয়াত পথ ভ্রান্তির কারণ। আহমদ, আবুদাউদ, তেরমেজি ও এবনো-মাজা ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন, কিন্তু তেরমেজি ও এবনো মাজা নামাজ পাঠ করার কথাটা বর্ণনা করেন নাই।

টীকা ;—

موعظة بليغة এর অর্থ অতি ভীতি প্রদর্শক উপদেশ, ইহা তুরপুস্তি বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ উহার অর্থ হৃদয় ভেদী উপদেশ লিখিয়াছেন।

বিদায় গ্রহণ কারীর উপদেশ এই হেতু বলা হইয়াছে যে, মানুষ বিদায় গ্রহণ করা কালে যে কোন প্রকার উপদেশ প্রদান করা প্রয়োজন মনে করে তাহা করিতে বাকি রাখেন না।

تقوی الله এর অর্থ খোদাকে ভয় করা, ও গোনাহ হইতে বিরত থাকা। কোরআন শরিফে আছে—

و لقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و اياكم ان اتقوا الله

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থধারিগণকে এবং তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়াছি যে, তোমরা খোদাকে ভয় কর।"

'তাকওয়া'র তিন প্রকার অর্থ—প্রথম শেরেক হইতে পরহেজ করা, দ্বিতীয় গোনাহ হইতে পরহেজ করা, তৃতীয় আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত বস্তুর ধেয়ান ধারণা ত্যাগ করা। ইহা মওযামেয়োল কালামের অন্তর্গত, অর্থাৎ সামান্য

কথা। কিন্তু উহার অর্থ বহু বিস্তৃত, কেননা তাকওয়ার অর্থ আদিষ্ট বিষয়গুলি পালন করা ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলি হইতে দূরে থাকা, ইহা পরকালের পাথেয়, তোমাদিগকে অনন্ত শাস্তি হইতে উদ্ধার করিবে এবং আনন্দময় আবাসে ও গৌরবান্বিত পবিত্র দরবারে তোমাদিগকে উপস্থিত করিয়া দিব।

السمع, الطاعة, অর্থাৎ তোমরা খলিফা ও এমামগণের কথা শ্রবণ করিবে এবং যে আমিরগণ তোমাদের কার্য্য পরিচালক রূপে নিয়োজিত হইয়াছেন, তাহাদের আদেশ পালন কর, যতক্ষণ না তাহারা গোনাহ-মূলক কার্য্যের আদেশ করে, কেননা সৃষ্টিকর্ত্তার আদেশ লঙ্ঘন করতঃ কোন মানুষের আদেশ পালন করা জায়েজ নহে। সেই আমির ও খলিফা সৎক্রিয়াশীল হউক, আর দুষ্ক্রিয়াশীল হউক, তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েজ হইবে না। এমাম তোমাদের উপর হাবশি দাসকে শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত করিলে, তাঁহার আদেশ পালন করিবে, তাঁহার বংশের দিকে লক্ষ্য করিবে না। যদি অতি নিম্ন শ্রেণীর লোক আমির নিয়োজিত হয়, তবে তাহার আদেশ পালন করিতে সঙ্কোচ বোধ করিও না। কিম্বা যদি একটী হাবসি দাস বল প্রয়োগ করতঃ তোমাদের আমীর হইয়া পড়ে, তবে ফাছাদ ও অশান্তির আশঙ্কায় তাহার আদেশ পালন করিও। তোমরা ধৈর্য্য ধারণ করিও ও কোমলতা অবলম্বন করিও।

যদি কেহ বলেন, হাবসি দাস খলিফা হইতে পারে না, কেননা হজরত বলিয়াছেন, খলিফাগণ কোরায়েশী হইবেন, তবে ইহার উত্তর এই যে, তাহার শাসনকর্ত্তা (আমির) হওয়া'ত নিষিদ্ধ নহে। আর যদি জবরদস্তি ভাবে খলিফা হইয়া পড়ে, তবে ইহা জায়েজ হইবে, আজকাল সমস্ত দেশের এইরূপ অবস্থা। হাবসি দাস বলার উদ্দেশ্য এই যে, সেই সময় হাবসি দাস অধিকাংশ ছিল, উহার অর্থ কাল গোলাম হাবসি হউক, আর জাঙ্গি হউক, হিন্দী হউক আর তুর্কি হউক।

হজরত বলিয়াছেন, আমার পরে বহু মত ধারির প্রাদুর্ভাব হইবে, যাহাদের একের মত অন্যের বিপরীত হইবে, ইহাতে বেদয়াতি ও বাতীল মতাবলম্বীদের আবির্ভাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

কিম্বা ইহাও অর্থ হইতে পারে, রাজ্য ইত্যাদি লইয়া মতভেদ হওয়ায় অশান্তির, পাপ রাশির ও নিম্ন শ্রেণীর কর্ত্তৃত্বের সৃষ্টি হইবে।

হজরত বলিয়াছেন, আমা হইতে যে তরিকা সপ্রমাণ হইয়াছে উহা লাজেম করিয়া লইও, ইহা ওয়াজেব হইতে পারে কিম্বা মোস্তাহাব হইতে পারে।

আর আমার সত্য পথ প্রাপ্ত সত্যপরায়ণ খলিফাগণের ছুন্নত (ত্বরিকা) অবলম্বন কর। কেহ কেহ বলিয়াছেন, হজরত আবুবকর, ওমর, ওছমান ও আলি (রাঃ) এই চারি খলিফার ছুন্নতের অনুসরণ করিতে হুকুম করা হইয়াছে। হজরত বলিয়াছেন, আমার পরে ৩০ বৎসর খেলাফত থাকিবে। সত্যপরায়ণ সত্য পথ প্রাপ্ত এই বিশেষণ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, খলিফা যদি নিজে সত্য প্রাপ্ত না হন, তবে অপরের পথ প্রবর্ত্তক হইবেন কিরূপে? বরং লোকদিগকে গোমরাহিতে নিক্ষেপ করিবেন।

এই চারি খলিফা ছাহাবাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, নবি (ছাঃ)এর নবুয়ত স্বরূপ মেঘমালা হইতে রহমতের বারিবর্ষণে তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। আল্লাহতায়ালা তাঁহাদিগকে অতি উচ্চ সম্মান ও সমুন্নত গুণরাশি প্রদান করিয়াছিলেন, বিদেশ যাত্রা ও বিধর্ম্মিদের সহিত যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন, দীনের আহকাম প্রচার করিতে ও শরিয়তের নিদর্শনাবলী উন্নত করিতে, তাঁহাদের দরজা উচ্চ করিতে ও ছওয়াবের মাত্রা অধিক করিতে তাঁহাদিগকে উন্নত খেলাফতের পদ প্রদান করিয়াছিলেন। হজরত আবুবকরের খেলাফত দুই বৎসর, তিন মাস ও দশ দিবস ছিল, তাঁহার ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা, অন্তর শুদ্ধি ও কোমলতার জন্য এই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। যে সময় লোকেরা কিং-কর্ত্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় ছিলেন ও ইছলাম সুদৃঢ় হইতে পারে নাই, সেই সময় তিনি দীনের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, মোরতাদ্দদিগের অনিষ্ট দমন করেন, কোরআন সংগ্রহ করেন এবং কতক শহর অধিকার ভুক্ত করেন।

হজরত ওমারের খেলাফত কালে ইছলাম শক্তিশালী হয়, সম্প্রদায়েরা বশীভূত হইয়া পড়ে ও অশান্তি দূরীভূত হইয়া যায়। তিনি ইছলামের পতাকা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশে উড্ডীয়মান করেন, জমিনের বহু প্রদেশ অধিকার ভুক্ত করি 1 নন, তিনি অতি শক্তিশালী, বিচক্ষণ, অতি মেধাবী ও সুদক্ষ কর্ম্মবীর ছিলেন। তাঁহার খেলাফতকাল দশ বৎসর, ছয় মাস ও দশ দিবস ছিল। তৎপরে হজরত ওছমান খলিফা হন, তাঁহার আত্মীয়গণ ক্ষমতাশালী ছিলেন, হজরত-ওমারের খেলাফত কালে বিভিন্ন প্রদেশে বনি-ওমাইয়া সম্প্রদায় বিক্রম-

ন্তানী হইয়াছিলেন, যদি তাঁহা ব্যতীত অন্যকে খলিফা নির্ব্বাচন করা হইত, তবে বাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি হইত। তিনি বার বৎসর খেলাফতের সময় ইছলামের বহু উন্নতিজনক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। লোকদিগকে এক কেরাতের উপর একত্রিত করিয়াছিলেন, কোরআনকে লিপিবদ্ধ করাইয়া অঞ্চলে অঞ্চলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই হেতু উঁহাকে ওছমানি মেছহাফ مصحف বলা হয়। তৎপরে হজরত আলি (রাঃ) খলিফা নিযুক্ত হন, কেননা তিনি সেই সময় অন্যান্য ছাহাবাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ও হাশেমি সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। যদি এই নিয়মে খেলাফত নির্ব্বাচিত না হইত, তবে তাঁহাদের একজন এই উন্নত পদ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাইতেন। ইহাতে হজরতের ভবিষ্যবাণী প্রকাশ হইতেছে যথা তিনি বলিয়াছেন, আমার পরে ৩০ বৎসর খেলাফত থাকিবে, তৎপরে অত্যাচার ও ফাছাদের রাজত্ব হইবে। হজরত যেরূপ বলিয়াছিলেন, অবিকল তাহাই ঘটিয়াছিল।

তুরপুস্তি বলিয়াছেন, হজরত (ছাঃ) নিজের ছুন্নতের সহিত সত্যপথ প্রাপ্ত খলিফাগণের ছুন্নতের উল্লেখ করিয়াছেন, কেননা তিনি ইহা অবগত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা হজরতের ছুন্নত হইতে যে নিয়ম আবিষ্কার করিবেন, তাহাতে তাঁহারা ভ্রান্ত হইবেন না। কতকস্থলে এইরূপ ঘটিয়াছে যে, হজরতের ছুন্নত খলিফাগণের জামানাতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

খেলাফতের হাদিছ হইতে ইহা বুঝা যায় না যে, ত্রিশ বৎসরের পরে আর খেলাফত হইবে না। কেননা হজরতের আর এক হাদিছে আছে, আমার উম্মতের মধ্যে ১২ জন খলিফা হইবেন। ত্রিশ বৎসরের অর্থ—তাঁহাদের মত সত্য হইবে এবং তাঁহাদের কার্য্যকলাপ গৌরবান্বিত হইবে।

একদল আলেম বলিয়াছেন, সত্য পথ প্রাপ্ত খলিফাগণের অর্থ চারি খলিফা এবং যে মুছলমান, এমামগণ ও মোজতাহেদগণ তাঁহাদের রীতি নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারাও এই শ্রেণীভুক্ত, কেননা তাঁহারা সত্য মত জীবিত করিতে, লোকদিগকে সত্য পথ প্রদর্শন করিতে, দীন ও ইছলামি কলেমা উন্নত করিতে রাছুল (ছাঃ)এর স্থলাভিষিক্ত (খলিফা) ছিলেন।

হজরত বলিয়াছেন, আমার তরিকা ও আমার খলিফাগণের তরিকা খুব দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর, ৩২টী দাঁতের শেষ প্রান্তে চারিটী দাঁতকে نواجذ মাড়ির দাঁত বলা হয়, কেহ কেহ বলেন, এস্থলে উহার অর্থ দন্ত।

কেহ কোন বস্তু দৃঢ়ভাবে ধরিতে ইচ্ছা করিলে, মাড়ির দাঁত দ্বারা কিম্বা কোন্ দাঁত দ্বারা ধরিয়া থাকে, সেইরূপ ছুন্নতকে খুব দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকিতে আদেশ করা হইয়াছে। কিম্বা বিপদ যন্ত্রনা ভোগ করিয়াও ধৈর্য্য সহকারে এই অছিএতের রক্ষনাবেক্ষণ করিবে, যেরূপ বেদনাগ্রস্ত লোক উহা প্রকাশ না করিতে ইচ্ছা করিলে, একটী দাঁতকে অন্য দাঁতের উপর দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকে। কোন সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ বলিয়াছেন, ইহা তুলনামূলক কথা, যেরূপ এক ব্যক্তি কোন বস্তুকে দুই হস্ত দ্বারা ধরিয়া রাখে, তৎপরে উহা রক্ষা করে সহায়তা করা উদ্দেশ্যে দাঁতগুলি দ্বারা কামড়াইয়া ধরিয়া থাকে, সেইরূপ ছুন্নতে-নাবাবীকে উহার নির্দ্ধারিত সমস্ত প্রকার সম্ভব উপায় দ্বারা ধরিয়া থাকিতে হইবে। কেননা প্রকৃত সৌভাগ্য লাভ করিতে গেলে, প্রথমে সমস্ত নষ্টকারী সহচরকে ও মন নষ্টকারী উপাদানকে ত্যাগ করিতে হইবে, তৎপরে হজরতের ছুন্নতের অনুসরণ করিতে হইবে, অর্থাৎ তাঁহার আদেশকে শুভ-সঙ্কল্পসহ পালন করিবে এবং তাঁহার নিষেধকে ভীতি বিহ্বলচিত্তে ত্যাগ করিবে। বরং সমস্ত পথে, প্রত্যাগমন স্থলে গমন কালে, অবস্থান কালে, চৈতন্য কালে ও শয়ন কালে নবি (ছাঃ)এর চলন চরিত্রের অনুসরণ করিবে, এমন কি নিজের নফছকে শরিয়তের আদাব দ্বারা আবদ্ধ করিবে, সচ্চরিত্রাবলীদ্বারা অন্তরকে পরিষ্কৃত করিয়া লইবে, জেকর ও মা'রেফাতের জ্যোতিঃ দ্বারা উহাকে আলোকিত করিয়া লইবে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির সমস্ত কার্য্যে তৎসমস্তকে ন্যায়ের বিধান মতে পরিচালিত করিবে, যেন উহাতে ন্যায় অনুমোদিত ও ছুন্নতের রঙে রঞ্জিত ফজিলতের লক্ষণাবলী পরিলক্ষিত হইতে থাকে। এমতাবস্থায় অন্তরে হকিকতের মূল তত্ত্ব পরিস্ফুট হইতে থাকে। হকিকত ও মারেফাত গ্রহণের উপযুক্ত হইয়া পড়ে। উহাতে আল্লাহতায়ালার রহমত ফুৎকার করা হয়, যাহা উৎকৃষ্টতম তরিকতের ছলুকের পক্ষে বিশিষ্ট।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ এই কথা দুইটী খলিফাগণের বিশেষণ, ইহা অতীত কালের ক্রিয়াপদ, এক্ষেত্রে অনুবাদ এইরূপ হইবে—

"তোমরা আমার ছুন্নতকে ও আমার সত্যপরায়ণ সত্যপথ প্রাপ্ত খলিফাগণের ছুন্নতকে লাজেম করিয়া লও—যাহারা উহা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়াছেন এবং দাঁতগুলি দ্বারা উহা আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন।"—মেশকাত, ১।১৯৮-২০০।

হজরত আবুবকর ও ওমার (রাঃ) কোরআন শরিফ একত্রে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদের ছুন্নত। হজরত জায়েদ বেনে ছাবেত উহা মেছহাফে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

হজরত ওছমান (রাঃ) উহার সাত খানা হস্তলিপি সাত দেশে পাঠাইয়াছিলেন।

হজরত ওমার (রাঃ) ত্রিশরাত্রে বিশ রাকয়াত করিয়া তারাবিহ প্রচলিত করিয়াছিলেন, হজরত (ছাঃ) মাত্র চারিরাত্রে তারাবিহ পড়িয়াছিলেন। হজরত ওছমান (রাঃ) জুমার দ্বিতীয় আজানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

হজরত আলি (রাঃ)এর আদেশে নহোর এলম বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল, প্রথমে আবুল আছওয়াদ দেওয়ালি কোরআন শরিফে জের, জবর দিয়াছিলেন। এইরূপ কার্য্যগুলি খলিফাগণের ছুন্নত, ইহা আমল করা হজরতের হুকুম।

বরং একদল আলেমের মতে এমাম মোজতাহেদগণের এজতেহাদি মছলাগুলি এই ছুন্নতের অন্তর্গত।

তৎপরে হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, শরিয়তের দলীলগুলির কোন এক দলীলের বিপরীতে কোন নূতন কার্য্য সৃষ্টি করিও না, কেননা কোরআন, হাদিছ, এজমা ও কেয়াছ এই চারি দলীলের বিপরীতে যে কোন কার্য্য নূতন সৃষ্টি করা হয়, উহা বেদয়াত, আর এইরূপ প্রত্যেক বেদয়াত ভ্রান্তির কারণ।

আরও ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইহা عام مخصوص منه البعض কখন কখন শব্দের অর্থ কতক হইয়া থাকে, যেরূপ ছুরা নমলের ২ রুকুতে আছে ;—

انى وجدت امراة تملكهم و اوتيت من كل شئ

"নিশ্চয় আমি একটী স্ত্রীলোককে প্রাপ্ত হইয়াছি—সে তাহাদের রাজত্ব করিতেছে এবং সমস্ত বস্তু প্রদত্ত হইয়াছে।"

এস্থলে كل শব্দের অর্থ সমস্ত হইতে পারে না, উহার অর্থ কতক বস্তু হইবে।

এইরূপ ছুরা আহকাফের ৩ রুকূতে আছে ;—

تدمر كل شيء بامر ربها ۞

"উক্ত বায়ু তাহার প্রভুর আদেশে প্রত্যেক বস্তু ধ্বংস করিয়া থাকে।"

এস্থলে উহার অর্থ কতক বস্তু ধ্বংস করিয়া থাকে, সমস্ত বস্তু নহে।

এই হাদিছে প্রত্যেক বেদয়াত (নূতন বস্তু) গোমরাহি মূলক অর্থ হইবে না, বরং কতক নূতন বস্তু গোমরাহি মূলক হইবে। নচেৎ ছাহাবাগণের নূতন আবিষ্কৃত বিষয়গুলি ও মোহাদ্দেছগণের নবাবিষ্কৃত নিয়ম কানুনগুলি গোমরাহিমূলক বেদয়াত হইয়া যাইবে।

(৬) মছউদের পুত্র আবদুল্লাহর উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের জন্য একটি রেখাপাত করিলেন, তৎপরে তিনি বলিলেন, ইহা—আল্লাহতায়ালার পথ। পরে তিনি আপন ডাহিন ও বামে কতকগুলি রেখাপাত করিয়া বলিলেন, এইগুলি কতকগুলি পথ, উহার প্রত্যেক পথে এক একটী শয়তান থাকিয়া উহার দিকে আহ্বান করিতেছে। আর তিনি কোরআনের এই আয়ত পাঠ করিলেন ;—"এবং নিশ্চয় ইহা আমার সরল পথ, অতএব তোমরা উহার অনুসরণ কর।" আয়ত শেষ পর্য্যন্ত। আহমদ, নাছায়ি ও দারমি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ;—

হজরত (ছাঃ) একটী সোজা রেখাপাত করিয়া বলিয়াছিলেন, এই সোজা রেখাটী আল্লাহতায়ালার পথ, আর উহার ডাহিন ও বাম দিকে কয়েকটী করিয়া রেখাপাত করিয়া বলিলেন, ইহার প্রত্যেকটী শয়তানের পথ, শয়তান উহার প্রত্যেক পথে থাকিয়া লোকদিগকে উহার দিকে আহ্বান করিয়া থাকে। ইহাতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, আল্লাহতায়ালার পথ মধ্যম পথ, উহাতে ত্রুটী নাই, অতিরিক্ত কিছু নাই, উহা সোজা দুইদিকের মধ্যস্থলে

তওহিদের পথ। আর ডাহিন ও বামদিকের পথগুলি বেদয়াতিদিগের পথ, উহাতে ফন্দী আছে, অতিরিক্ত বিষয় আছে, বক্রতা আছে, মতভেদ আছে, যেরূপ কদরিয়া, জবরিয়া, খারিজি, রাফিজি, মোতাজালা ও মোশাব্বেহা। তৎপরে নবি (ছাঃ) কিম্বা হজরত এবনো মছউদ (রাঃ) ছুরা আনয়ামের ১৯ রুকুর আয়তটি পাঠ করিলেন, আয়ত এই "নিশ্চয় ইহা আমার সরল পথ, অতএব তোমরা উহার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথের অনুসরণ করিও না, নচেৎ উক্ত পথগুলি তোমাদিগকে উক্ত খোদার পথ হইতে পৃথক করিয়া ফেলিবে। ইহা তোমাদিগকে তিনি অছিএত করিয়াছেন, বিশেষ সম্ভব তোমরা তাঁকে (তাঁহার শাস্তিকে) ভয় করিবে।

শয়তান সকলের পথ বক্র যাহা ডাহিন ও বামের দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছে। উহা শেরেক ও বেদয়াতের পথ। হজরত বলিয়াছেন, আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হইবে। কেবল আমার ও আমার ছাহাবাগণের পথ বেহেশতের পথ।

এই হাদিছে প্রত্যেক দলের সত্য পথের পথিক হওয়ার দাবি বাতীল প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। ডাহিন ও বামের পথ অবলম্বন করিলে, সত্যপথ হইতে পৃথক হইয়া পড়িবে। ইহাতে বুঝা যায় যে, সত্যপথ বাতীল পথগুলির সহিত একত্রিত হইতে পারে না।—মেঃ, ১।২০১।

(৭) আমরের পুত্র আব্দুল্লার উক্তি ;—

"রাছুলাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন ;—তোমাদের মধ্যে কেহ ইমানদার হইবে না—যতক্ষণ (না) তাহার কামনা বাসনা আমি যাহা আনয়ন করিয়াছি উহার অনুগত হয়। বাগাবি উহা শারহোছ-ছুন্নাহ কেতাবে রেওয়াএত করিয়াছেন। আর নাবাবী নিজ (প্রণীত) চল্লিশ হাদিছে বলিয়াছেন, আমরা উহা 'কেতাবোল হোজ্জাহ' গ্রন্থে ছহিহ ছনদে রেওয়াএত করিয়াছি।

টীকা ;—

هوى শব্দের অর্থ রিপুর কামনা, উহা মানুষকে দুনইয়াতে বিপদে ও পরজগতে 'হাবিয়া' দোজখে নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

হজরত যাহা আনয়ন করিয়াছেন, উহার অর্থ মূল শরিয়ত হইবে, কিম্বা শরিয়তের আহকাম হইবে। হাদিছের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে, (১) যদি মানুষের কামনা বাসনা ভক্তি সহকারে শরিয়তের অনুগত্য স্বীকার করে, তবে সে প্রকৃত ইমানদার হইবে। আর যদি তরবারির ভয়ে বাধ্য হইয়া শরিয়তের আনুগত্য স্বীকার করে, তবে প্রকৃত ইমানদার নহে, ইহারা মোনাফেক নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মানুষের রিপুর কামনা বাসনা শরিয়তের আহকামের অনুগত না হইলে, পূর্ণ ইমানদার হওয়া সম্ভব হইতে পারে না। যদি উক্ত কামনা বাসনা শরিয়তের আহকামের অনুকূল হয়, তবে সে উহাতে এই হেতু সংলিপ্ত হইবে যে, উহা শরিয়তের হুকুম, আর এই হেতু সংলিপ্ত হইবে না যে, উহা তাহার কামনা বাসনা।

আর যদি কামনা বাসনা উহার বিপরীত হয়, তবে কামনা বাসনা পরিত্যাগ করতঃ উহার আনুগত্য স্বীকার করিবে। এক্ষেত্রে সে পূর্ণ ইমানদার হইতে পারিবে।

ছুরা আম্বিয়ার ৩ রুকুতে আছে,—

ارایت من اتخذ الهه هوىه ۞

ইহাতে বুঝা যায় যে, একদল লোক আছে তাহারা শরিয়তের হুকুম মান্য না করিয়া রিপুর কামনা বাসনা অনুসরণ করিয়া থাকে, ইহারা নিজের রিপুর কামনাকে উপাস্য (মা'বুদ) স্থির করিয়া লইয়াছে।

কোন পীর বলিয়াছেন, রিপুর কামনা বাসনা মনুষ্যের নফছের আসল স্বভাব, লোকে ইহাকে মা'বুদ প্রেমাস্পদ স্থির করিয়া উহার অনুসরণ করিতে থাকে, এই বাতীল মা'বুদের অনুসরণ ত্যাগ করতঃ শরিয়ত ও ছুন্নতেনাবাবীর পূর্ণ অনুগত হইতে হইবে।

যখন নফছের কামনা ও প্রকৃতির বাসনা হইতে উৎপন্ন বিবিধ খেয়াল ধারনা ও বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারা একই মতিগতিতে পরিণত হইয়া নিজের মূল মালিক খোদার আদেশ পালনে যুক্ত থাকিবে এবং তাঁহার সম্মান হেতু ও তাঁহার বান্দাগণের উপর দয়া অনুগ্রহ করা উদ্দেশ্যে তাঁহার শরিয়তের অনুসরণ করিতে

সংলিপ্ত থাকিবে, দীন ইছলামের হুকুম ব্যতীত কোন দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে না এবং শরিয়তের আদেশ ব্যতীত কোন খেয়াল ধারণার বশীভূত হয় না, এইরূপ অদ্বিতীয় পূর্ণ ইমানদারের তওহিদ খোদার দরবারে গৃহীত হইবে। যদি কোন ব্যক্তি নিজ প্রভু খোদা হইতে বিমুখ হইয়া রিপুর কামনার বশীভূত হয় এবং উহার সন্তোষ অন্বেষণে নিমগ্ন থাকে, সে ব্যক্তি কাফের। তাহার দীন ও দুনইয়া ক্ষতিতে পরিণত হইবে।

যে ব্যক্তি শরিয়তের মূল বিষয়গুলি মানিয়া লয় কিন্তু উহার 'ফরুয়াত' বিষয়গুলি আমল করে না, সেই ব্যক্তি ফাছেক। আর ইহার বিপরীত করিলে সে মোনাফেক হইবে।

রিপুর কামনা সত্য পথের পথিক হইলে, উহা মাখন ও মধুর তুল্য হইবে, বরং পূর্ণতম জ্যোতিঃ ও পূর্ণ আনন্দ। আল্লাহ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ-তায়ালার হেদাএত ব্যতীত নিজের কামনা বাসনার অনুসরণ করে, তাহা অপেক্ষা সমধিক ভ্রান্ত আর কে আছে?

যদি কেহ বলেন যে, রাছুলের শরিয়ত জ্যোতিঃ ও আলোক তুল্য, আর রিপুর কামনা নফছের কলুষ কালিমা যাহা মৃত্তিকা জাত মানব প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কাজেই এই কালিমময় কামনা কিরূপে জ্যোতিষ্মান দীনের বশ্যতা স্বীকার করিবে? ইহার উত্তর এই যে, নফ্ছ শরীরস্থ সূক্ষ্ম জাতীয় বস্তু, যাহা আত্মা ও শরীরের মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে, আত্মা সূক্ষ্ম পদার্থ শরীর কালিমাময় স্থূলজাতীয় পদার্থ, নফ্ছ এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী বস্তু, আত্মিক সূক্ষ্মভাব ও শারীরিক স্থূলত্ব উভয় গুণের অংশ ধারণ করে। ইহাই সমতা-স্থাপন করার মর্ম্ম—যাহা এই আয়তে আছে, نفس و ما سواها, আল্লাহ জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মার সংযোগ স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। ইহা যেমন চক্ষের পুত্তলির মধ্যে জ্যোতিঃ। এইহেতু নফছ সৎ অসৎ ও দুষ্কর্ম্ম ও ধার্ম্মিকতা উভয় কার্য্যের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। যদি ধার্ম্মিকতার ভাব প্রবল হইয়া পড়ে, তবে উক্ত নফছ কলুষরাশি হইতে পরিষ্কৃত হইয়া দীন ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে ও দৃঢ় বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়া থাকে। আর যদি দুষ্ক্রিয়ার ভাব বলবৎ হয়, তবে কুকামনার বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে এবং ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়।

যাগেব বলিয়াছেন, শরীরস্থ নফ্ছ একজন যোদ্ধার তুল্য, যে সীমান্ত প্রদেশে উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রেরিত হইয়াছে, তাহার প্রভু বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তিকে নিজের প্রতিনিধি স্বরূপ তাহার সহিত প্রেরণ করিয়াছেন, যেন উক্ত প্রতিনিধি তাহাকে সত্য পথ প্রদর্শন করে এবং নফছ যখন স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন যেন সে তাহার হিতাহিতের সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে। তাহার দেহ উহার যান-বাহন স্বরূপ। কুকামনা ও কামশক্তি তাহার সহিত দুষ্ট শহিস স্বরূপ সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যেন উক্ত যান-বাহনের তত্ত্বাবধান করিতে থাকে। কোরআন শরিফ তাহার প্রভু-প্রেরিত পত্র স্বরূপ। উহাতে প্রত্যেক বিষয়ের বিবরণ, হেদাএত ও রহমত আছে। নবি (ছাঃ) প্রকাশ্য কেতাব আনয়ন করিয়াছেন তিনি যাহা তাহাদের উপর নাজেল করা হইয়াছে, তাহা লোকদিগকে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিবেন। যদি নফছ প্রভুর শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করে, তাহাদিগকে পরাভূত করিতে পারে ও বুদ্ধিকে প্রবল করিয়া তাহার সহায়তা করে, তবে যখন সে নিজের প্রভুর দরবারে প্রত্যাবর্ত্তন করে, প্রশংসনীয় ও মুক্তি প্রাপ্তদিগের অন্তর্গত হইবে। আর যদি সে সীমান্ত প্রদেশ অরক্ষিত অবস্থায় ত্যাগ করে, প্রজাদিগের তত্ত্বাবধান না করে, নিজের যান-বাহনের তত্ত্বাবধান করিতে মনোনিবেশ করে এবং নিজ প্রভুর প্রতিনিধি স্থলে যান-বাহনের শইসকে নিযুক্ত করে, তবে সে পরজগতে ক্ষতিগ্রস্থদিগের অন্তর্গত হইবে।

এই হাদিছে হজরত (ছাঃ) রিপুর কামনা বাসনাকে একেবারে সমূলে বিলোপ করার আদেশ করেন নাই, কেননা এইরূপ করা সম্ভব নহে, উহা বিলুপ্ত হইলে কামালিএত (সিদ্ধি) লাভ হইতে পারে না এবং ছওয়াব লাভের কারণ হইতে পারে না। কামালিএত এই হইবে যে, কামনা বাসনা বর্ত্তমান থাকে এবং উহাকে সত্যের অনুগামী ও আদেশ পালনে বাধ্য করিয়া লওয়া হয়।—মেং, ১।২০।১।২০২, আঃ, ১১৫২।

(৮) হারেছের পুত্র বেলাল-মোজানির উক্তি ;—

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি আমার ছুন্নতগুলির মধ্য হইতে এরূপ কোন ছুন্নতকে সঞ্জীবিত (প্রচলিত) করে—যাহা আমার পরে বিনষ্ট

(পরিত্যক্ত) হইয়াছে, নিশ্চয় যাহারা তদনুযায়ী কার্য্য করিবে, তাহাদের ছওয়াবগুলির তুল্য ছওয়াব তাহার জন্য হইবে, কিন্তু ইহাতে তাহাদের ছওয়াবগুলির কোন অংশ হ্রাস করা হইবে না।

আর যে ব্যক্তি কোন গোমরাহি মূলক বেদয়াত সৃষ্টি করে—যাহার উপর আল্লাহ ও তাহার রাছুল সন্তুষ্ট নহেন, যাহারা তদনুযায়ী কার্য্য করে, তাহাদের গোনাহগুলির তুল্য গোনাহ তাহার জন্য হইবে, ইহাতে তাহাদের গোনাহগুলির কোন অংশ হ্রাস করিবে না।—তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন এবং এবনো মাজা ইহা আবদুল্লাহর পুত্র ও আ'মর বেনে আওফের পৌত্র কছির তাঁহার পিতা হইতে তিনি তাহার দাদা হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা;—

ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বেদয়াত দুই প্রকার (১) বেদয়াতে-জালালা, যেরূপ গোরের উপর দালান প্রস্তুত করা ও গোরকে চূণদ্বারা জমাট করা। আল্লাহ ও রাছুল এইরূপ বেদয়াতের উপর নারাজ।

(২) বেদয়াতে-হাছানা, ইহাতে ছওয়াব হইবে, যেরূপ মিনারা প্রস্তুত করা, এবনোল-মালেক ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

তেরমেজি এই হাদিছটী বেলাল হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তাহার পিতার নাম হারেছ, ইনি মোজায়না সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। পঞ্চম হিজরীতে ইনি মোজায়না সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে নবি (ছাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি ৬০ হিজরীতে ৮০ বৎসর বয়সে এন্তেকাল করিয়াছিলেন।—এবনো-মাজা এই হাদিছটী কছির হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন; তিনি তাহার পিতা আবদুল্লাহ হইতে ও তিনি তাহার পিতা ও কছিরের দাদা আমর বেনে আওফ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন। আমর বেনে আওফ মোজায়না সম্প্রদায়ের লোক, ইনি প্রথম অবস্থাতে মুছলমান হইয়াছিলেন এবং মদিনাতে অবস্থিতি স্থির করেন। কছিরের উক্তি জইফ হওয়া সর্ব্ববাদি সম্মত মত। এমাম শাফেয়ি তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন।—মেঃ, ১২০।২০৩, আঃ ১।১৫২।

(৯) আওফের পুত্র আমরের উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় দীন হেজাজের দিকে স্থিতি করিবে, যেরূপ সর্প উহার গর্ত্তের দিকে স্থিতি করিয়া থাকে, (খোদার কছম) সত্যই দীন হেজাজে আশ্রয় গ্রহণ করিবে যেরূপ পার্ব্বত্য ছাগী পর্ব্বতশৃঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। সত্যই দীন প্রবাসীরূপে আরম্ভ হইয়াছে, যেরূপ উহার আরম্ভ হইয়াছিল, অচিরে সেইরূপ উহার পরিণতি হইবে। কাজেই প্রবাসিদের জন্য আনন্দ ও শান্তি হউক। আমার পরলোক গমনের পরে লোকেরা আমার যে ছুন্নতকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, যাহারা উহা সংশোধিত (প্রচলিত) করে, তাহারাই উক্ত প্রবাসী সম্প্রদায়।—তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ;—

ইতিপূর্ব্বের হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যখন অশান্তি প্রকাশিত হইবে ও কাফেরেরা পরাক্রান্ত হইয়া পড়িবে, কিম্বা শেষ জামানাতে দাজ্জালের সময়ে দীন ইছলাম মদিনা শরিফে স্থিতি করিবে, যেরূপ সর্প উহার গর্ত্তে স্থিতি করিয়া থাকে। এস্থলে বলা হইয়াছে, হেজাজে দীন ইছলাম স্থিতি করিবে, মক্কা, মদিনা এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানকে হেজাজ বলা হয়। নজদ ও গাওর ইহার বহির্ভূত। উভয় হাদিছের মধ্যে সামঞ্জস্য এইরূপ হইবে যে, শেষ জামানাতে অন্যান্য দেশের মুছলমানগণ প্রথমে হেজাজের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, সেই সময় দীন ইছলাম তথায় সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে।

একেবারে শেষ অবস্থাতে তাহারা মদিনা শরিফে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, কাজেই ইছলামও তথায় সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে। আরও এই হাদিছে বলা হইয়াছে, যেরূপ পাহাড়ী ছাগী পর্ব্বতশৃঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেইরূপ ইছলাম হেজাজে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। পাহাড়ী ছাগ না বলিয়া ছাগী বলার উদ্দেশ্য এই যে, ছাগ অপেক্ষা ছাগী পর্ব্বতশৃঙ্গে অবস্থিতি করিতে সমধিক সক্ষম হইয়া থাকে। অবশিষ্টাংশের অর্থ ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। মে, ১।২০৩, আঃ ১।১৫৩।

আওফের পুত্র আমর আনছারি ও মোজায়না সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন, তিনি মদিনাতে অবস্থিতি স্থির করিয়াছিলেন, প্রথম অবস্থাতে মুছলমান

হইয়াছিলেন। হজরত মোয়াবিয়ার খেলাফতের শেষ সময়ে তিনি এন্তেকাল করিয়াছিলেন।

(১০) আমরের পুত্র আবদুল্লাহর উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন যেরূপ বনি ইছরাইল সম্প্রদায়ের উপর সংঘটিত হইয়াছিল, অবিকল সেইরূপ আমার উম্মতের উপর সংঘটিত হইবে। এমন কি যদি তাহাদের মধ্যে কেহ প্রকাশ্যভাবে মাতৃহরণ করিয়া থাকে, সত্যই আমার উম্মতের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি হইবে যে, সে উহা করিবে। আর নিশ্চয় বনি ইছরাইল সম্প্রদায় ৭২ দলে বিভক্ত হইয়াছিল ও আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হইবে। এক দল ব্যতীত তাহাদের সমস্তই দোজখি হইবে। তাহারা বলিলেন, ইয়া রাছুলে খোদা, সেই বেহেশতী ফেরকা কোন্ দল? হজরত বলিলেন, যে দলে আমি আছি ও আমার ছাহাবাগণ আছেন, তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। আহমদ ও আবুদাউদের রেওয়াএতে মো'য়াবিয়া হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, ৭২ দল দোজখে পড়িবে এবং এক দল বেহেশতে যাইবে। উহা জামায়াত। নিশ্চয় অচিরে আমার উম্মতের মধ্যে কয়েক সম্প্রদায় বাহির হইবে যে. তাহাদের মধ্যে উক্ত রিপুর প্ররোচনা সকল (বেদয়াত মতগুলি) সংক্রামিত হইবে যেরূপ জলাতঙ্ক রোগ কুকুরদষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সংক্রামিত হয় তাহার কোন শিরা ও সন্ধিস্থল অবশিষ্ট থাকে না যাহার মধ্যে উহা প্রবেশ না করে।

টীকা ;—

حذو النعل بالنعل পাদুকাদ্বয় শিলাই করার সময় উহার মাফ অনুযায়ী একের সহিত অন্যটীর পরিমাণ মত চামড়া বর্ত্তন করা হয়—যেন উভয় সমান হইয়া যায়। বর্ত্তমানে এক বস্তু অন্য বস্তুর সহিত সমান হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হজরত বলেন, বনু-ইছরাইল সম্প্রদায় যে যে কার্য্য করিত আমার উম্মত সেই সেই কার্য্য করিবে, যদি তাহারা প্রকাশ্যভাবে মাতৃ হরণ করিয়া থাকে, আমার উম্মতও তাহাই করিবে;

মাতৃ হরণের অর্থ বিমাতা হরণ হইতে পারে, দুধ মাতা, কিম্বা শাশুড়ী হরণ হইতে পারে, ইহাত আজকাল খুব হইতেছে। আর আপন মাতার সঙ্গে ব্যভিচার করাও অর্থ হইতে পারে, বর্ত্তমানে আপন মাতৃহরণের সংবাদও শুনিতে পাওয়া যায়, নাউজোবিল্লাহ মেনহো।

হজরত এস্থলে যে ৭৩ ফেরকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহা আকায়েদের হিসাবে বলা হইয়াছে।

এমাম রাজি তফছিরে কবির, ১।২৩ পৃষ্ঠা ;—

اما الاعتقادات فقد جاء في الخبر المشهور قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق امتي على ثلاث و سبعين فرقة كلهم في النار الا ملة واحدة وهذا يدل على ان الاثنين والسبعين موصوفون بالعقائد الفاسدة والمذاهب الباطلة ●

"আকায়েদ সম্বন্ধে হজরত নবি (ছাঃ) এর মশহুর হাদিছে আসিয়াছে, "আমার উম্মত ৭৩ দলে (ফেরকায়) বিভক্ত হইবে, এক ফেরকা ব্যতীত তাহাদের সমস্তই দোজখী হইবে। এই হাদিছে বুঝা যায় যে, ৭২ দলের আকায়েদ ও মত বাতীল হইবে।

মূল কথা, যে ফেরকার আকায়েদ হজরত নবি (ছাঃ) ও ছাহাবাগণের আকায়েদের অনুরূপ হয়, তাহারাই বেহেশতী ফেরকা হইবে। আর যে ফেরকার আকায়েদ তাঁহাদের আকায়েদের বিপরীত হয়, সেই ফেরকা দোজখী।

মেরকাতের ১।২০৪ পৃষ্ঠায় আছে ;—

নাজী ফেরকা উক্ত সত্যপথ প্রাপ্ত ফেরকা—যাহারা নবি (ছাঃ) এর ছুন্নত ও তাঁহার পরবর্তী সত্যপরায়ণ খলিফাগণের ছুন্নত দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়াছেন, আর ইহাতে সন্দেহ নাই যে, তাঁহারা ছুন্নত-অল-জামায়াত সম্প্রদায়। আর এই সত্যপরায়ণ ফেরকার নির্ব্বাচন এজমা কর্ত্তৃক সাধিত হইবে। যে ফেরকার উপর মুছলমানগণ বিদ্বানগণের এজমা স্থাপিত হয়, তাহারাই সত্যপরায়ণ, অবশিষ্ট সমস্তই বাতীল মতাবলম্বী।

এই হাদিছে হজরত বলিয়াছেন, বেহেশতী ফেরকা জামায়াত হইবে।

মেরকাত, ১২০৫ পৃষ্ঠা ;—

الجماعة اي اهل العلم و الفقه الذين اجتمعوا على اتباع آثاره عليه الصلاة و السلام في النقير و القطمير و لم يبتدعوا بالتحريف و التغيير ●

জামায়াত শব্দের অর্থ আলেম ও ফকিহগণ যাহারা ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক কর্ম্মে নবি (ছাঃ) আঃ)এর পদাঙ্কানুসরণ করিতে সমবেত হইয়াছেন এবং পরিবর্ত্তন হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া বেদয়াত মতের সৃষ্টি করেন নাই।

তাকমেলায় মাজমায়োল-বেহার, ৩৩ পৃষ্ঠা ;—

و واحداة فى الجماعة وهي الجماعة قال اهل العلم هم اهل الفقه و العلم ●

হজরত বলিয়াছেন, এক ফেরকা বেহেশতী, তাহারা জামায়াত, বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, তাহারা ফকিহ ও আলেম সম্প্রদায়।

ছহিহ বোখারি, ২।১০৯২ পৃষ্ঠা ;—

وما امر النبى صلعم بلزوم الجماعة وهم اهل العم ●

হজরত নবি (ছাঃ) জামায়াতের তাবেদারি ওয়াজেব হওয়ার হুকুম করিয়াছেন, আলেমগণ জামায়াত হইবেন। ফৎহোল বারি, ১৩।২৬৫ পৃষ্ঠা ;—

المراد بالجماعة اهل الحل والعقد من كل عصر قال الكرمانى مقتضى الامر بلزوم الجماعة انه يلزم المكلف متا بعة ما اجمع عليه المجتهدون ●

"জামায়াতের অর্থ প্রত্যেক জামানার দায়িত্ব সম্পন্ন আলেমগণ। কেরমানি বলিয়াছেন, জামায়াতের তাবেদারী ওয়াজেব হওয়ার অর্থ এই যে, মোজতাহেদগণ যে বিষয়ের প্রতি এজমা করিয়াছেন, তাহার তাবেদারি করা সজ্ঞান, সক্ষম ও বালেগ মুছলমানের প্রতি ওয়াজেব।"

মেরকাত, ১।২০৪ পৃষ্ঠা ;—

বেদয়াতিরা মূলে ৮ দল, (১) মো'তাজেলা, ইহারা ২০ ফেরকা। (২) শিয়া, ইহারা ২২ ফেরকা। (৩) খারিজি, ইহারা ২০ ফেরকা। (৪) মরজিয়া, ইহারা ৫ ফেরকা। (৫) নাজ্জারিয়া, ইহারা তিন ফেরকা। (৬) জবরিয়া, ইহারা এক ফেরকা। (৭) মোশাব্বেহা, ইহারা এক ফেরকা। একুনে ৭২ ফেরকা।

বেহেশতী এক ছুন্নত-অল-জামায়াত ফেরকা, উহার বাহ্য অংশের নাম শরিয়ত, উহার বাতেনি অংশের নাম তরিকত, উহার অতি নিগূঢ় তত্ত্বের নাম

হকিকত। প্রথমটী সর্ব্বসাধারণ লোকদের জন্য, দ্বিতীয়টী বিশিষ্ট লোকদের জন্য। তৃতীয়টী অতি বিশিষ্ট লোকদের জন্য। প্রথমটী দেহের অংশ, ইহা যাহেরি বেদমত। দ্বিতীয়টী অন্তরের অংশ, উহা এলম ও মা'রেফাত। তৃতীয়টী আত্মার অংশ, ইহা মোশাহাদা।

কোশায়রি বলিয়াছেন, বন্দেগী লাজেম করিয়া লওয়ার আদেশকে শরিয়ত বলা হয়। প্রভুত্বের মোশাহাদা করাকে হকিকত বলা হয়। যে শরিয়ত হকিকতের সহযোগিতা লাভ না করে, উহা মকবুল নহে। যে হকিকত শরিয়তের সহিত সংযুক্ত না হয়, উহা নিস্ফল।

আশে'য়া'তোল লাময়াত, ১। ৫১।১৫২ পৃষ্ঠা ;—

যদি কেহ বলে, কিরূপে অবগত হওয়া যাইবে যে, ছুন্নত-অল-জামায়াত বেহেশতী ফেরকা এবং এই পথই সত্য পথ ও খোদার পথ এবং ইহার ব্যতীত অন্যান্য পথগুলি দোজখের পথ। প্রত্যেক ফেরকা দাবি করিয়া থাকে যে, তাহারা সত্যপথে আছে ও তাহাদের মজহাব সত্য।

ইহার উত্তর এই যে, ইহা এরূপ ব্যাপার নহে যে, কেবল মৌখিক দাবিতে সপ্রমাণ হইবে, প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইবে। ছুন্নত-অল-জামায়াতের সত্যতার প্রমাণ এই যে, এই দীন ও ইছলাম রেওয়াএত কর্ত্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে, কেবল বুদ্ধি ইহার জন্য যথেষ্ট নহে। অসংখ্য রেওয়াএত দ্বারা এবং হাদিছ ও ছাহাবাগণের কার্য্য ও কথা দ্বারা নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যায় যে, প্রাচীন বোজর্গগণ অর্থাৎ ছাহাবাগণ, তাবেয়িগণ ও তাবা-তাবেয়িগণ এই ছুন্নত-অল-জামায়াতের অনুরূপ আকিদা ও তরিকা অবলম্বী ছিলেন, বেদয়াতি মতগুলি প্রথম জামানার পরে সৃষ্ট হইয়াছে। ছাহাবা ও প্রাচীন বিদ্বানগণ (তাবিয়িগণ ও তাবা-তাবেয়িগণ) এইরূপ বেদায়াত মতধারী ছিলেন না। তাঁহারা এই সমস্ত মত হইতে নারাজ ছিলেন, এইরূপ মতগুলি প্রকাশ হওয়ার পরে উক্ত বেদয়াতিদলের সহিত পূর্ব্ব হইতে যে সহযোগিতা ও প্রেমপ্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই যোগ সূত্র তাঁহারা ছিন্ন করিয়াছিলেন এবং উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ছেহাহ্-ছেত্তা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ বিশ্বাস যোগ্য হাদিছের কেতাবগুলি যে সমস্তের দ্বারা ইছলামের আহকামের ভিত্তি ও মূল গঠন করা হইয়াছে তৎসমুদয়ের সঙ্কলনকারী মোহাদ্দেছগণ এবং চারি মজহাবের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা ফকিহ্ এমামগণ ও তাহাদের সমশ্রেণীগণ এই

ছুন্নত-অল-জামায়াতের অনুরূপ আকিদা অবলম্বী ছিলেন। আশায়েরা ও মাতুরিদিয়া-এলমে-আকায়েদের এমামগণ প্রাচীন দিগের (ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়িগণের) মতের সমর্থন করিয়াছেন এবং দার্শনিক প্রমাণ সমূহ দ্বারা উহা সপ্রমাণ করিয়াছেন এবং হজরত (ছাঃ)এর ছুন্নত ও প্রাচীন বিদ্বানগণের এজমায়ীমত সুদৃঢ় করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাদের নাম ছুন্নত-অল-জামায়াত স্থিরীকৃত হইয়াছে।

যদি ও এই নামটী নূতন, কিন্তু তাঁহাদের মজহাব ও আকিদা প্রাচীন। ইঁহাদের তরিকা নবি (ছাঃ)এর হাদিছগুলির অনুসরণ করা ও প্রাচীন (ছাহাবা তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়ি) দিগের কাজ, কথা ও চলন চরিত্রের সত্যতা স্বীকার করা নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত সমস্ত স্থানে কোরআন ও হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করা এবং নিজেদের অসার উক্তি ও মনগড়া কথা এবং কল্পিত মতগুলির উপর আস্থাস্থাপন না করা। পক্ষান্তরে মো'তাজেলা, শিয়া প্রভৃতি তাহাদের স্বমতাবলম্বিগণ ফিলোছোফিদের অনুমান কল্পনা ও প্ররোচনাকে দৃঢ়রূপে আকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে।

প্রাচীণ ও বিচক্ষণ ছুফি, পীরগণ, সংসার বিরাগিগণ, তাপসগণ কঠোর এবাদত কারি দরবেশগণ পরহেজগারগণ খোদা-ভীরুগণ খোদা প্রেমে মাতোয়ারাগণ ও রিপুর কামনা বাসনা রহিত সাধকগণ এই ছুন্নত-অল-জামায়াতের অনুরূপ আকিদা অবলম্বী ছিলেন ইহা তাঁহাদের বিশ্বাস যোগ্য কেতাবগুলি হইতে বুঝা যায়! তায়া'রোফ তাঁহাদের দলের অতি বিশ্বাস যোগ্য কেতাব শায়খোশ-শইউখ শেহাবদ্দিন ছাহারওয়ার্দ্দী উক্ত কেতাব সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যদি তায়া'রোফ কেতাব না থাকিত তবে আমি তাছাওয়াফ অবগত হইতে পারিতাম না। উক্ত কেতাবে পীর বোজর্গদিগের এক মতে গৃহীত আকায়েদ লিখিত হইয়াছে। অবিকল ছুন্নত-অল-জামায়াতের আকিদাগুলির অনুরূপ, ইহাতে এক তিল বিন্দু কম বেশী নাই।

পূর্ব্ব পশ্চিম দেশের প্রসিদ্ধ বিশ্বাসযোগ্য হাদিছ, তফছির আকায়েদ, ফেকহ, তাছাওয়াফ-চরিত পুস্তক ও ইতিহাসের কেতাবগুলি সংগ্রহ করিয়া অনুসন্ধান করিলে, এই কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। প্রতিপক্ষগণ ও কেতাবগুলি আনুন, ইহাতে প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত হইয়া পড়িবে। মূল কথা দীন ইছলামের বিরাট জামায়াত ছুন্নত-অল-জামায়াত। পক্ষপাতিত্ব ত্যাগ করতঃ ন্যায়ের চক্ষে দেখিলে ইহা বুঝা যাইবে।

এত্তেহাকোছ-ছাদাতোন-মোত্তাকীন, ২।১৪ পৃষ্ঠা ;—

(এমাম) আবু হানিফা ও তাঁহার শিষ্যদ্বয় প্রথম শতাব্দীর শেষাংশে দীনের আকায়েদ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং অকাট্য দলীল সমূহ দ্বারা তৎসমস্ত সপ্রমাণ করিয়াছিলেন।"

তাবছেরায় বাগদাদিয়াতে আছে ছুন্নত-অল-জামায়াতভুক্ত ফকিহ ও আকায়েদ তত্ত্ববিদ্ মধ্যে প্রথমেই (এমাম) আবু হানিফা (রঃ) ছুন্নত-অল-জামায়াতের সাহায্যকল্পে ফেক্হ-আকবর ও রেছালা কেতাবদ্বয় রচনা করিয়াছিলেন, ইনি স্পষ্ট দলীল সমূহদ্বারা বেদয়াতিদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, ইনি আকায়েদ তত্ত্বে এরূপ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন যে, তিনি লোকদের মধ্যে অনুরাগ ভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রধান শিষ্যগণ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। এমাম আবু মনছুর মাতুরিদি তাঁহার শিষ্যগণের পরম্পরায় ধারাবাহিকরূপে উক্ত মছলাগুলি শিক্ষা করিয়াছিলেন ;

আরও ৭।৬ পৃষ্ঠা ;—

ছুন্নত-অল-জামায়াত বলিলে, আশয়ারি ও মাতুরিদী সম্প্রদায় বুঝা যায়। এবনোছ-ছুবকি 'আকিদায় এবনোল-হাজেব' এর টীকায় লিখিয়াছেন, ছুন্নত-অল-জামায়াত সম্প্রদায় একই প্রকার মতাবলম্বি তাহারা তিন শ্রেণী প্রথম মোহাদ্দেছগণ, দ্বিতীয় আশয়ারি ও হানাফিগণ, আশয়ারিদিগের শিক্ষক আবুল হাছান আশয়ারি ও হানাফিদিগের শিক্ষক আবু মনছুর মাতুরিদী। তৃতীয় কাশফ শক্তি বিশিষ্ট ছুফিগণ। তোমরা জানিয়া রাখ যে, এমাম আবুল হাছান ও এমাম আবু মনছুর এই দুই (আকায়েদ তত্ত্ববিদ্) এমাম কোন বেদয়াত মত প্রচার ও কোন অভিনব মতের সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহারা উভয়ে প্রাচীন বিদ্বানগণের মতগুলি দৃঢ় করিয়াছেন, হজরত রাছুলে-খোদার ছাহাবাগণের তরিকার সমর্থন করিয়াছেন। এমাম আবুল-হাছান (এমাম) শাফেয়ির মজহাবের সাহায্যে ও (এমাম) আবু মনছুর (এমাম) আবু হানিফার মজহাবের সাহায্যে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকে বেদয়াতি ও ভ্রান্তদলের সহিত তর্ক করিয়াছিলেন, এমন কি তাঁহারা নিরুত্তর হইয়া পলায়ন

করিতে বাধ্য হইয়াছিল, ইহাই প্রকৃত আসল জেহাদ। এজদ্দিন বেনে আব্দুছ ছালাম বলিয়াছেন, শাফেয়ি, মালেকি, হানাফি ও প্রধান হাম্বলিগণ (এমাম) আশয়ারির মতগুলি এক বাক্যে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

তাবাকাতে-কোবরা, ২।২৭৪।২৭৫ পৃষ্ঠা ;—

এমাম বয়হকী বলিয়াছেন, এমাম আশয়ারী আল্লাহতায়ালার 'দীনে' বেদয়াত মতের সৃষ্টি করেন নাই। বরং তিনি ছাহাবা, তাবেয়ি ও তৎপরবর্ত্তী আকায়েদ তত্ত্ববিদ্ এমামগণের মতগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি কুফাবাসী (এমাম) আবু হানিফা ও ছুফ্ইয়ান ছওরি, শামবাসী (এমাম) আওজায়ী প্রভৃতি, মদিনাবাসী (এমাম) মালেক, মক্কাবাসী (এমাম) শাফেয়ি, হেজাজ প্রদেশবাসী ও অন্যান্য শহরবাসী তাঁহাদের উভয়ের তুল্য এমামগণ, হাদিছ তত্ত্ববিদ্ (এমাম) আহমদ প্রভৃতি, লাএছ বেনে ছা'দ প্রভৃতি, বোখারা নিবাসী (এমাম) আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ বেনে এছমাইল নায়ছাপুর নিবাসী আবুল হাছান মোছলেম বেনে-হাজ্জাজ (প্রভৃতি) প্রাচীণ এমামগণের মত গুলির সমর্থন করিয়াছেন এবং তিনি প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালের ছুন্নত-অল-জামায়াতের অগ্রণী হইয়াছেন।"

তফছিরে-আহমদী, ৪০৭ পৃষ্ঠা ;—

"আমি ন্যায় ও সত্যপরায়ণতার সহিত বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি ছুন্নত-অল-জামায়াতের পথাবলম্বি অর্থাৎ ছাহাবা, তাবেয়ি ও প্রাচীণ নেকলোকদিগের পথের অনুসরণকারী হয়, সে ব্যক্তি বেহেশতী ফেরকা ভুক্ত হইবে।"

নেবরাছ, ৫।৫২০ পৃষ্ঠা ;—

ছাহাবাগণের জামানা ১২০ হিজরী পর্য্যন্ত তাবেয়িগণের জামানা ১৭০ হিজরী পর্য্যন্ত ও তাবা-তাবেয়িগণের জামানা ২২০ হিজরী পর্য্যন্ত ছিল। ইহার পরেই বেদয়াত মতগুলি প্রবল ভাবে প্রকাশ হইয়াছিল।"

বড় পীর সাহেব 'গুনইয়া তোত্তালেবীন' কেতাবের ২০৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"এই ভিন্ন ভিন্ন দলে উম্মতের বিভাগ হজরত বা তাঁহার চারি খলিফার জামানায় হইয়াছিল না, ইহা বহু বৎসর গত হওয়ার পরে ছাহাবাগণ, তাবেয়িগণ, মদিনা শরিফের সাতজন ফকিহ, কয়েক জামানা অবধি অন্যান্য শহরের আলেম ও ফকিহগণের মৃত্যুর পরে এবং সামান্য সংখ্যক ব্যতীত উপরোক্ত আলেম ও

ফকিহগণের মৃত্যুতে এলম নষ্ট হওয়ার পরে উক্ত ভিন্ন ভিন্ন ফেরকার সৃষ্টি হয়, উক্ত ছাহাবাগণ, তাবেয়িগণ ও কয়েক 'কর্ণে'র আলেম ও ফকিহগণই বেহেশতী ফেরকা ছিলেন।"

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, যাহারা হজরত নবি (ছাঃ) ও তাঁহার ছাহাবাগণের এবং মোজতাহেদ সম্প্রদায়ের এজমার অনুসরণ করেন, তাঁহারাই নাজী সম্প্রদায়। তাবেয়িগণ হজরতের ও তাঁহার ছাহাবাগণের ও মোজতাহেদগণের এজমার তাবেদারি করিয়া, আর তাবা-তাবেয়িগণ, তাবেয়িগণের পরম্পরায় হজরতের তাঁহার ছাহাবাগণের ও মোজতাহেদগণের এজমার তাবেদারি করিয়া নাজী ফেরকা ভূক্ত হইয়াছেন। এমাম আজম তাবেয়ি, অবশিষ্ট তিন এমাম তাবা-তাবেয়ি ছিলেন, ইহারা যে নাজী ফেরকাভূক্ত, ইহার উপর এজমা হইয়াছে। এমাম ছুবকি 'তাবাকাতে কোবরা'র ২।২৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

(১) ইহাই এছলামের প্রাচীণ বিদ্বানগণের আকিদা, ইহাই দীন, কর্ণদ্বয়কে ইহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

(২) আশয়ারি এই মতের উপর ছিলেন, ইহার সহায়তা করিতেন এবং (ইহাতে) ত্রুটী করিতেন না ; আল্লাহ তাহাকে ছওয়াব প্রদান করুন।

(৩) এইরূপ তাঁহার (এমাম আশয়ারির) অবস্থা নো'মানের (এমাম আবু হানিফার) সহিত ছিল। তিনি ইমাম সংক্রান্ত বিশ্বাস (আকিদা) সমূহে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই।

(৪) হে শিষ্য, নিশ্চয় (এমাম) আবু হানিফা ও (এমাম) আশয়ারির আকিদা ঈমানের মূল।

(৫) খোদার শপথ, তাঁহারা উভয়ে ছুন্নতের অনুগামি ও আল্লাহতায়ালার নবীর পথের অগ্রণী ছিলেন।

(৬) নো'মান (এমাম আবু হানিফা) উক্ত আশয়ারিকে বেদয়াতি বলেন নাই এবং ইনি (এমাম আশয়ারি) তাঁহাকে (এমাম আবু হানিফাকে) বেদয়াতি বলেন নাই, যদি তুমি (এতদ্ভিন্ন) অন্য ধারণা কর, তবে তুমি হিসাবে ভুল করিলে।

(৭৮) যে ব্যক্তি বলে যে, নিশ্চয় আবু হানিফা বেদয়াত মতাবলম্বি ছিলেন, সে ব্যক্তি প্রলাপোক্তিকারী, কিম্বা যে ব্যক্তি ধারণা করিয়াছে যে নিশ্চয় (এমাম) আশয়ারি (বেদয়াতি) সত্য সত্যই সে ব্যক্তি মন্দ কার্য্য করিয়াছে এবং পথভ্রষ্ট হইয়াছে।

(৯) তাঁহাদের প্রত্যেক এমাম, নেতা ও ছুন্নতের অনুগামি ছিলেন, এবং শয়তানের উপর উলঙ্গ তরবারির তুল্য ছিলেন।

আরও এমাম ছুবকি উক্ত কেতাবের ২।২৬৮।২৬৯। পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

(১) এইরূপ (এমাম) আবু হানিফা আমাদের শিক্ষক (আশয়ারির) সহযোগী, উভয়ের মধ্যে এরূপ মনান্তর নাই যে, (একে অন্যের প্রতি) এনকার করেন।

(২) এইরূপ আহলে-রায় (এজতেহাদ শক্তি সম্পন্ন) দল ও মোহাদ্দেছগণ সত্য আকিদায় এক মতাবলম্বি ছিলেন।

(৩) তাঁহাদের একে অন্যের কাফের বলেন নাই, একে অন্যকে অবজ্ঞা ও হেয় জ্ঞান করেন নাই।

(৪) ইহা খোদার পথ, অনন্তর তুমি উহার অনুসরণ কর, (তাহা হইলে) তুমি অন্তরে ঈমানের মিষ্টতা ও স্নিগ্ধতা অনুভব করিবে।

(৫) এবং তুমি কেয়ামতের দিবসে উহা শুভ্র উজ্জ্বল দর্শন করিবে এবং তোমার দিকে ক্ষমালিপি সকল প্রেরিত হইবে।

(৬) এবং ইহার উপর প্রাচীন (বিদ্বান্‌গন) ছিলেন, তাঁহাদের উপর প্রশংসার চাদর ও সন্তোষের পরিচ্ছদ সমূহ (নাজিল) হউক।

(৭৮) এবং শাফেয়ী মালেক, আবু হানিফা ও মহা মর্য্যাদাধারি (আহমদ) বেনে হাম্বল এই পথে চলিয়াছিলেন এবং আমাদিগকে তাঁহাদের পশ্চাতে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, যদি আমরা তাঁহাদের পয়রবি করি, তবে বেহেশতে (তাহাদের সঙ্গে) একত্রিত হইব।

(৯) অন্যথায় যদি আমরা বেদয়াত মতের সৃষ্টি করি, তবে অচিরে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হওয়ায় মৃতাবস্থাতে দোজখে উপস্থিত হইবে। আল্লামা এছমাইল হক্কী আফেন্দী সাহেব তফছির রুহোল-বায়ানের ২।৫০১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"আহলে-জেকর ছুফি হানাফিদিগের অগ্রণী মহামতি এমাম আজম (রাঃ), আহলে-জেকর ছুফি শাফেয়িদিগের অগ্রগন্য মহামতি এমাম শাফেয়ি (রঃ), আহলে-জেকর ছুফি হাম্বলিদিগের নেতা ধার্ম্মিক প্রবর এমাম হাম্বলী ও আহলে-জেকর ছুফি মালেকিদের নেতা নিষ্ঠাবাণ এমাম মালেক (রঃ)।

এই মহা মহা চারি এমাম মহিমান্বিত চারি খলিফার ন্যায় নক্ষত্র তুল্য, বরং চন্দ্র তুল্য, বরং সূর্য্য তুল্য ছিলেন। (সত্যান্বেষি) পথিক এমাম চতুষ্টয়ের যে কোন এক এমামের অনুসরণ (তাবেদারি) করিবে, প্রকাশ্য সত্যপথ পাইবে। তাঁহারা সত্যধর্ম্মগৃহের চারিটী স্তম্ভের তুল্য ছিলেন। আরও তাঁহারা সমস্ত কোতব ও অলির মধ্যে আরশ, আছমানের সূর্য্য ও নক্ষত্রের তুল্য ছিলেন। কেয়ামত অবধি তাঁহাদের পরবর্ত্তী লোকদিগের পক্ষে তাঁহাদের পয়রবি করা ব্যতীত বেহেশতের পথ প্রাপ্তি ও খোদাতায়ালার দর্শন লাভ সম্ভব হইবে না। যে ব্যক্তি তাঁহাদের কোন একজনের মজহাবে থাকিয়া সাধ্যানুযায়ী শরিয়ত, তরিকত, ও হকিকতে তাঁহাদের পয়রবি করিবে, তাঁহাদের এলম শিক্ষা করিবে ও তাঁহাদের আমলগুলির তুল্য আমল করিবে এবং তাঁহাদের রীতি নীতি অবলম্বন করিবে, নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি (হজরত) নবি (ছাঃ)এর পদানুসরণ করিবে। আর যে ব্যক্তি উল্লিখিত বিষয়ে তাঁহাদের পয়রবি করিবে না; সে ব্যক্তি (হজরত) নবি (ছাঃ)এর পথ ত্যাগ করতঃ ভ্রান্ত হইবে এবং কবুলের সীমা হইতে বঞ্চিত থাকিবে।"

তমহিদে আবু শকুর ছালামি, ১৮৮ পৃষ্ঠা ;—

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা জামায়াতের পয়রবি কর, তৎপরে বড় জামায়াতের মূল হজরত রছুলে-খোদা (ছাঃ)এর ছাহাবাগণ ও তাঁহাদের অনুসরণকারী তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়িগণ ছিলেন। আর যে দীনের ফকিহগণ ও মুছলমানদিগের জামায়াত হজরতের জামানা হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের পয়রবি করিয়াছেন, (তাঁহারা ও উক্ত দলভুক্ত) এক্ষণে প্রমাণিত হইল যে, ছাহাবাগণ, তাবেয়িগণ, তাবা-তাবেয়িগণ এবং কেয়ামত অবধি যে ফকিহগন ও মুছলমানগণ তাঁহাদের অনুসরণ করিবেন, তাঁহারাই ছুন্নত-অল-জামায়াত ভুক্ত হইবেন। আমাদের শিক্ষকগণের মধ্যে পূর্ব্ব দেশের শহরসমূহে, চিন দেশে, খোরাছানে, তুরাণে, পশ্চিমদেশে ও তুর্কিস্থানে সত্যপরায়ণ এমামগণ হইয়াছেন। তাঁহাদের দলীল কোরআন শরিফ, রাছুলের হাদিছ,

ছাহাবা ও উহাদিগের তাবেয়িগণের তরিকা, ইহাই আল্লাহতায়ালার পথ রাছুল ও মুছলমানগণের পথ।"

তফছিরে-মোজহারি, ৩৩০ পৃষ্ঠা ;—

"নিশ্চয় ছুন্নত-অল-জামায়াত তৃতীয় বা চতুর্থ 'কর্ণে'র পরে চারি মজহাবে বিভক্ত হইয়াছেন, ফরয়াত বাহ্যানে সম্বন্ধে এই চারি মজহাব ব্যতীত অন্য মজহাব বাকী নাই। এই চারি মজহাবের বিপরীত কথা বাতীল হওয়ার প্রতি মিলিত এজমা হইয়াছে। নিশ্চয় (হজরত) নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মত গোমরাহির উপর সমবেত হইবে না। আল্লাহ্ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইমানদারদিগের পথের বিপরীত চলে, সে ব্যক্তি যাহা পছন্দ করে, আমি তাহাকে সেই পথে লইয়া যাইব এবং তাঁহাকে দোজখে পৌঁছাইয়া দিব এবং উহা অতি কদর্য্যস্থান।"

তাহতাবি, ৪।১৫৩।১৫৩ পৃষ্ঠা ;—

"কোন তফছিরকারক বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার রজ্জুর অর্থ জামায়াত। বিদ্বানগণের মতে জামায়াতের অর্থ ফকিহ ও বিদ্বান্ সম্প্রদায়। যে ব্যক্তি তাহাদের এক বিঘত পরিমাণ পথ ত্যাগ করিবে, গোমরাহিতে পতিত হইবে, আল্লাহতায়ালার সাহায্য হইতে বহির্গত হইবে এবং দোজখে প্রবেশ করিবে। কেননা ফকিহগণ ও আলেমগণই সত্য পথ প্রাপ্ত এবং হজরত নবি (ছাঃ) ও তৎপরবর্ত্তী সত্য পথ প্রাপ্ত খলিফাগণের ছুন্নত অবলম্বী ছিলেন। যে ব্যক্তি অধিকাংশ ফকিহ ও আলেম এবং বড় জামায়াতের পথত্যাগী হইল, নিশ্চয় সে ব্যক্তি এরূপ পথে পৃথক হইয়া পড়িল যে, উহা তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করিবে। হে ইমানদার সম্প্রদায়, তোমরা ছুন্নত-অল-জামায়াত নামীয় বেহেশতী ফেরকার তাবেদারি করা ওয়াজেব জান, কেননা তাঁহাদের মতাবলম্বী হইলে, আল্লাহতায়ালার সাহায্য, রক্ষণাবেক্ষণ ও তওফিক প্রাপ্তির পাত্র হইতে পারিবে। আর তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদী হইলে, আল্লাহতায়ালার সাহায্য হইতে বঞ্চিত ও তাঁহার অসন্তোষ ও ক্রোধের পাত্র হইবে। এই বেহেশতী ফেরকা বর্ত্তমানে চারি মজহাবে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা হানাফী, মালেকি শাফেয়ি ও হাম্বলী এই চারি মজহাবাবলম্বী। যাহারা এই জামানায় এই চারি মজহাব হইতে বহির্গত হইবে, তাহারা বেদয়াতি ও দোজখি সম্প্রদায় ভুক্ত হইবে।"

অওয়াকেবে-মনিকা, ১১ পৃষ্ঠা ;—

"আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি ও আহমদ এই এমামগণের চারি মজহাব-বলম্বিগণই ছুন্নত অল-জামায়াত, ইহার প্রতি বর্ত্তমানকালে লোকেরা এজমা করিয়াছেন।

শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী 'একদোল-জিদ'এর ৩১-৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"এই চারি মজহাব অবলম্বন করার তাকিদ (দৃঢ় আদেশ) এবং উহা ত্যাগ করার এবং উহা হইতে বাহির হওয়ার কঠোর নিষেধ। তুমি জানিয়া রাখ, রাছুলে-খোদা (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা বড় জামায়াতের পয়রবি কর। যখন এই চারি মজহাব ব্যতীত সত্য মজহাব সকল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তখন এই চারি মজহাবের পয়রবি করিলে, বড় জামায়াতের পয়রবি করা হইবে। আর চারি মজহাব হইতে বহির্গত হইলে, বড় জামায়াত হইতে বহির্গত হইতে হইবে।"

ফরুয়াত মছলা মাছায়েলে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করা যে জায়েজ এবং ইহাতে ফেরকা পৃথক পৃথক হয় না, ইহার প্রমাণ 'ফেরকাতোন্নাজিন' নামক কেতাবে লিখিয়াছি। এক্ষণে বেদয়াতি ফেরকাদের আকিদার কথা উল্লেখ করা হইতেছে ;—

মো'তাজেলা ফেরকার মত

১। ইহারা বলিয়া থাকে যে, যে ব্যক্তি গোনাহ কবিরা করে, সে ব্যক্তি ঈমানদার নহে এবং কাফের নহে, বরং তাহার অবস্থা এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী।

২। ইহারা বলিয়া থাকে, মানুষ নিজ ক্ষমতায় নেকী বদী সমস্তই করিয়া থাকে, যেন মানুষকে সর্ব্বশক্তিমান ধারণা করিয়া লইয়াছে।—মেনাল-অন্নেছান, ১।৫০।৬০, গুনইয়া তোত্তালেবিন, ২৩১।২৩২।

৩। ইহারা খোদাতায়ালার ছেফাতগুলি অস্বীকার করিয়া থাকে।

৪। ইহারা কোরআন শরীফকে সৃষ্ট পদার্থ বলিয়া থাকে।

৫। ইহারা এজমা ও কেয়াছকে শরিয়তের দলীল বলিয়া স্বীকার করে না।

৬। স্বেচ্ছায় নামাজ ত্যাগ করিলে, উহার কাজা আদায় করা আবশ্যক বলিয়া ধারণা করে না।

৭। ইহারা বলে, যে ব্যক্তি গোনাহ কবিরা করে, তাহার সমস্ত নেকি নষ্ট হইয়া যায় এবং সে চির দোজখী হইবে।

৮। তাহারা গোরের আজাব, নেকী বদী ওজনের পাল্লা ও হজরত (ছাঃ) শাফায়াতের কথা অস্বীকার করিয়া থাকে।

৯। জীবিতদিগের দান খয়রাতে মৃতদের লাভবান হওয়া অস্বীকার করে।—মাওয়াকেফের টীকা, ৭৫৮-৭৫০, গুনইয়া তোত্তালেবিন, ২৩৩।২৩৪।

খারেজিদিগের মত

১। ইহারা হজরত আলি, ওছমান, তালহা, জোবাএর, আএশা ও অন্যান্য ছাহাবাগণকে কাফের বলিয়া থাকে।

২। বেনামাজি ও গোনাহ কবিরা অনুষ্ঠান কারীকে কাফের বলিয়া থাকে। তাহাদের মজহাব ধারি ব্যতীত অন্য সমস্ত মজহাব ধারিদে কাফের বলিয়া থাকে।

৩। যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে হাকেম স্থির করে, তাহাকে কাফের বলিয়া থাকে।

৪। বেগনা স্ত্রীলোকদিগকে স্পর্শ করা জায়েজ ধারনা করে।

৫। মুছলমানদিগের রক্তপাত ও অর্থ লুণ্ঠন করা হালাল জানে, গুনইয়া, ২১২।২১৩, তলবিছে ইবলিছ, ২২।২৩, মাওয়াকেফের টীকা, ৭৫৭-৭৬০, মাকাছেদের টীকা, ২।২৫৭, আকায়েদে নাছাফি, ৮৪।৮৫, মেলাল আন্নেছাল, ১।১৫৪।১৫৫, তবইছে আবু শকুরে ছালামি, ১৯৮।১৯৯।

মরজীয়াদের মত

১। তাহারা বলিয়া থাকে, ইমানদার ইমান গ্রহণ করার পরে কোন গোনাহ করিলে, ক্ষতি হইবে না বা তজ্জন্য আজাব গ্রস্ত হইবে না।

২। আল্লাহতায়ালার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, তিনি আকৃতিধারি, কিন্তু অন্যান্য আকৃতিধারির তুল্য নহেন। [ক্রমশঃ]

(৩) তাহাদের একদল কেয়াছকে দলীল বলিয়া স্বীকার করেনা।—তমহিদ, ২০২, তলবিছ, ২৭, তফছিরে-আহমদী, ৪০৭ পৃষ্ঠা।

মোশাব্বেহা ও মোজাচ্ছেমাদিগের মত।

হাফিজিয়া ও কারামিয়া এই দুই দল মোশাব্বেহা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক শ্রেণী মোকাতেলিয়া নামে অভিহিত।

(১) ইহারা বলিয়া থাকে যে, খোদারূপ ধারী বস্তু, তাঁহার শরীর মনুষ্যের আকৃতির ন্যায় রক্ত মাংসধারী। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মস্তক, রসনা ও গলা আছে, তিনি এই সমস্ত বিষয়ে জগতের বস্তুর তুল্য নহেন। কোন কোন মোশাব্বেহা বলে যে, তাঁহার চেহারা, হস্ত, অঙ্গুলী ও পা আছে।

(২) একদলে মোশাব্বেহা বলিয়া থাকে যে, খোদা আকৃতিধারী, কিন্তু রক্ত মাংসধারী নহেন, তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে। তিনি আরশের উপর আছেন। উপরের দিক হইতে আরশের সহিত মিলিত আছেন, তিনি গমনাগমন ও অবতরণ করিতে পারেন।

(৩) একদল মোজাচ্ছেমা বলিয়া থাকে যে, খোদাতায়ালাকে স্পর্শ করা যায়। একদল বলে, আল্লাহতায়ালা আরশ স্পর্শ করিয়া আছেন। যে সময় তিনি অবতরণ করেন, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করেন। যে হাদিছে আছে যে, আল্লাহতায়ালার প্রথম আছমানের দিকে নজুল করেন। তাহারা এই নজুলের অর্থ অবতরণ করা গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহারা মোশাব্বেহা।—তমহিদ, ২০৫, তলবিছ, ১২০।১২১, মাওয়াকেফের টীকা, ৭৬১ ও গুনইয়া, ২৩৭।২৩৮।

এই সমস্ত মত বাতীল হওয়ার প্রমাণ জরুরি মছলা তৃতীয় ভাগে লিখিত হইয়াছে।

জাহমিয়াদের মত

(১) ইহারা কোরআন শরিফকে সৃষ্ট পদার্থ বলিত। দাউদ জাহেরি এই মত ধারণ করিত।—গুনইয়া, ২৩৯, তলবিছ, ২৬ ও মিজানোল-এ'তেদাল, ১।৩২১।৩২২।

—৮

শিয়া রাফিজিদের মত

(১) ইহারা হজরত আবু বকর ওমর প্রভৃতি ছাহাবাগণের নিন্দাবাদ করিয়া থাকে।

(২) অন্যান্য মুছলমানদিগের প্রাণ হত্যা করা হালাল জানে।

(৩) সত্য গোপন করতঃ মিথ্যা বলা দীন ইমান বলিয়া ধারণা করে, ইহাকে 'তকিয়া' বলা হয়।

(৪) কেয়াছকে শরিয়তের দলীল বলিয়া স্বীকার করে না।

(৫) গো-ছাগ ইত্যাদির মল মূত্র ও মদ পাক বলিয়া থাকে।

(৬) নয়টী স্ত্রীলোককে একসঙ্গে নেকাহ করা জায়েজ মনে করে।

(৭) এক মজলিসে তিন তালাক দিলে, উহা এক তালাক হওয়ার ধারণা করিয়া থাকে।

(৮) 'মোতা' নেকাহ হালাল জানে, এক ঘণ্টা আধ ঘণ্টার জন্য নেকাহ করাকে মোতা নেকাহ বলা হয়। - গুনিয়া, ২১৮, তোহফায়ে আহমদী, ৪০, এহইয়াউল উলুম, ৮১ মাদারেজোন্নবুওত ইমাম আহমদ রাজিন।

পাঠক, উপরোক্ত দলের এই আকিদাগুলি হজরত নবি (ছাঃ), ছাহাবা, তাবেয়ি, তাবা তাবেয়ি, এমাম মোজতাহেদগণ, মোহাদ্দেছগণ ও পীর বোজর্গ-গণের মত নহে।

আমাদের দেশস্থ মজহাব অমান্যকারি দল উপরোক্ত ছাহাবামি ফেরকাদের আকিদা গ্রহণ করিয়া ছাহাবামি ফেরকা ভুক্ত হইয়াছেন ইহার বিস্তারিত প্রমাণ মৎপ্রণীত 'সত্য ফেরকা নির্ব্বাচন' পুস্তকে লিখিত হইয়াছে; হজরত শেষাংশে বলিয়াছেন যেরূপ উন্মাদ কুকুর দষ্ট ব্যক্তির জলাতঙ্ক রোগ দেখা যায়, সে পানির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে না, বরং চিৎকার করিতে থাকে, পানি পান করিতে পারে না, পিপাসায় তড়পিয়া মৃত্যু পতিত হয়। এই পীড়া যেরূপ উক্ত রোগীর প্রত্যেক শিরা ও সন্ধিস্থলে প্রবেশ করিয়া থাকে। বেদয়াতিদের বেদায়াত মতগুলি সেইরূপ তাহাদের শিরা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে।

(১১) ওমারের পুত্রের উক্তি,—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার উম্মতকে কিম্বা মোহাম্মদের উম্মতকে গোমরাহির উপর একত্রিত করিবেন না। আল্লাহতায়ালার হস্ত জামায়াতের উপর আছে। যে ব্যক্তি (জামায়াত হইতে) পৃথক হয়, সে দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে।—তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা;—

হাদিসের অর্থ এই যে, হজরতের উম্মতে এজমায় সমস্তই একত্রে গোমরাহ হইবে না, ইহাতে বুঝা যায় যে, উম্মতের এজমা শরিয়তের দলীল, উম্মতের আলেমগণ যে বিষয়ে একমত হইবেন, উহা সত্য পথ হইবে, আর খোদার এজমা দলীল নহে। ইহা এই উম্মতের বিশিষ্ট গুণ।

জামায়াতের উপর খোদার আশ্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ ও রহমত থাকিবে। একরার বিপরীতকারি হইলে, দোজখে পতিত হইবে কিম্বা নিক্ষিপ্ত হইবে।

এমাম বোখারি ছহিহ বোখারির ২।১০৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

قال الله تعالى و كذلك جعلناكم امة وسطا و ما امر النبي صلعم بلزوم الجماعة و هم اهل العلم •

"কোরআনের وكذلك جعلناكم امة وسطا এই আয়ত এবং নবি (ছাঃ)এর হাদিছ জামায়াতের তাবেদারি জরুরি হওয়ার প্রমাণ দিতেছে। জামায়াতের অর্থ আলেম সম্প্রদায়ের জামায়াত।"

ফৎহোল-বারি ১৩।২৫৫ পৃষ্ঠা;—

المراد بالجماعة اهل الحل و العقد من كل عصر قال الكرماني مقتضى الامر بلزوم الجماعة انه يلزم المكلف متابعة ما اجمع عليه المجتهدون •

জামায়াতের অর্থ প্রত্যেক জামানার হাল্ল-আক্দ আলেমগণ। কেরমানি বলিয়াছেন, জামায়াতের তাবেদারি জরুরি হওয়ার অর্থ এই যে, মোজতাহেদগণ যে বিষয়ের প্রতি একমত হইয়াছেন, তাহার তাবেদারি করা সমান সকল বালেগ মোকাল্লফের প্রতি ওয়াজেব। মেশকাত ৫০১ পৃষ্ঠায় ছহিহ বোখারি ও মোছলেম হইতে এই হাদিছটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে;—

تلزم جماعة المسلمين و امامهم ٭

"তুমি মুছলমানদিগের জামায়াতের (এজমা) ও তাহাদের এমামের তাবেদারি লাজেম করিয়া লও।"

মেশকাত ৩১ পৃষ্ঠায় আবু দাউদ ও মছনদে-আহমদ হইতে উদ্ধৃত ;—

من فارق الجماعة فقد خلع ربقة السلام عن عنقه ٭

"যে ব্যক্তি এক বিঘাত পরিমাণ জামায়াত ত্যাগ করিল, নিশ্চয় সে ব্যক্তি ইছলামের রজ্জুকে নিজের গলদেশ হইতে খুলিয়া ফেলিল।" আরও উক্ত পৃষ্ঠা ;—

"তোমরা জামায়াত হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না এবং জামায়াতের ও অধিকাংশ মুছলমানের অনুসরণ করা ওয়াজেব ধারণা কর।"—আহমদ মেশকাত ৫৫ পৃষ্ঠা ;

হজরত বলিয়াছেন, সাবধান! যে ব্যক্তির বেহেশতের উৎকৃষ্ট স্থান পছন্দ হয়, সে যেন জামায়াতকে লাজেম ধারণা করে।

ছহিহ বোখারি, ২।১০৮৭ পৃষ্ঠা ও ছহিহ মোছলেম, ২।১৪৩ পৃষ্ঠা ;—

لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة ٭

"আমার উম্মতের একদল যতক্ষণ কেয়ামত উপস্থিত না হইবে, সত্যের উপর প্রবল থাকিবেন।"

এমাম বোখারি ইহার অর্থে লিখিয়াছেন ;—

و هم اهل العلم ٭

"আলেম সম্প্রদায় (মোজতাহেদ সম্প্রদায়) সত্যের উপর প্রবল থাকিবেন।"

এমাম নাবাবী ছহিহ মোছলেমের টীকায় ১৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و فيه دليل لكون الاجماع حجة ٭

উক্ত হাদিছে সপ্রমাণ হয় যে, এজমা (শরিয়তের) একটী দলীল।

এজমার অর্থ এই উম্মতের মোজতাহেদগণের কোন সময়ে কোন এক শরিয়তের হুকুমের প্রতি একমত হওয়া।

পরিবর্ত্তন ও হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পবিত্র এবং কঠোর ব্যবস্থাবলী হইতে শূন্য।

য়িহুদিদের ধর্ম্মে টাকা কড়ির এক চতুর্থাংশ জাকাত দেওয়ার ও নাপাক লাগিবার স্থানটী কাটিয়া ফেলার আদেশ ছিল, ইছলামে এইরূপ কঠোর ব্যবস্থার বিধান নাই।

য়িহুদীরা আল্লাহর কেতাবকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করতঃ তাহাদের বিদ্বান ও তাপসদলের কল্পিত মতগুলির অনুসরণ করিয়া বিভ্রান্ত হইয়াছিল, তোমরা তোমাদের কেতাব ও নবীর কথা ত্যাগ করতঃ অন্যদের কথাগুলি শিক্ষা করিয়া কি বিভ্রান্ত হইতে চাহ? য়িহুদীদের নবী হজরত মুছা (আঃ) আমার জামানাতে জীবিত থাকিলে, আমার শরিয়তের আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইতেন। কোরআনের এই আয়তে و اذ اخذ الله ميثاق النبيين الخ উক্ত মতই সমর্থিত হইয়াছে। এমাম বাগাবি তফছিরে লিখিয়াছেন। হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) নবিগণের নবী ও রাছুলগণের রাছুল ছিলেন। হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, হজরত আদম (আঃ) হইতে পরবর্ত্তী নবিগণ কেয়ামতের দিবস আমার পতাকাতলে থাকিবেন।— মেঃ, ১১২০৬১২০৭।

(১৬) আবু ছইদ খুদরির উক্তি;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করে, ছুন্নত অনুসারে আমল করে এবং লোকেরা তাহার অনিষ্টগুলি হইতে নির্ভীক থাকে, বেহেশতে প্রবেশ করিবে। ইহাতে এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ, নিশ্চয় এইরূপ ব্যক্তি বর্ত্তমানে লোকদের মধ্যে বিস্তর আছে। হজরত বলিলেন, আমার পরবর্ত্তী যুগ সমূহে এরূপ লোক হইবে। তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা;—

যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ হালাল ভক্ষণ করে, ছুন্নত ও শরিয়ত অনুসারে প্রত্যেক কার্য্য করে এবং প্রত্যেক কথা বলে, এবং তাহার অত্যাচার ও ধোকা হইতে লোকেরা নির্ভীক থাকে, সে ব্যক্তি হিসাব অন্তে প্রথমে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। একজন বলিল, এইরূপ গুণ বিশিষ্ট অনেক লোক এই জামানাতে আছে। হজরত বলিলেন, আমার পরবর্ত্তী জামানাতেও এইরূপ লোক হইবে। তাবেয়িন, তাবা-তাবেয়িন সম্প্রদায়ে এইরূপ লোক ও হইবে। কিয়ৎ শেষ জামানা পর্য্যন্ত এইরূপ লোকও হইবে।—মেঃ, ১১২০৭।

কথা স্পষ্টরূপে বলেন নাই। এই স্ত্রীলোকগুলি ছোহাবাগণের এজমা মতে হারাম হইয়াছে। এইরূপ এজমার মছলা বিস্তর আছে। এজমার মছলা অমান্য করিলে, দোজখী হইতে হইবে।

(১২) ওমারের পুত্রের বর্ণনা ;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, বড় জামায়াতের পয়রবি কর, কেননা যে ব্যক্তি উহা হইতে পৃথক হইয়া যায়, সে ব্যক্তি দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে।—এবনো মাজা আনাছের হাদিছ হইতে উহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ;—

ছাওয়াদে আজমের অর্থ বড় জামায়াত, অধিকাংশ মুছলমান যে আকিদার উপর আছেন, সেই আকিদার তাবেদারি করিবে। ফরুয়াত মছলাতে উহাতে এজমার দরকার নাই, ইহাতে চারি এমামের মধ্যে কোন এক এমামের তা'বেদারি করা জরুরি হইবে। মাতুরিদিয়া ও আশায়েরা সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকটী ফরুয়াত মছলাতে মতভেদ হইয়াছে, অকাটা আকায়েদ লইয়া কোন মতভেদ হয় নাই। মেরকাত ১।২০৫।২০৬।

(১৩) আনাছের উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, হে প্রিয় পুত্র, যদি তুমি এমতাবস্থাতে প্রভাত ও সন্ধা করিতে পার যে, তোমার অন্তরে কাহারও অহিত কামনা (হিংসা) না থাকে, তবে তুমি তাহাই কর। তৎপরে তিনি বলিলেন, হে প্রিয় পুত্র, ইহা আমার ছুন্নত। আর যে ব্যক্তি আমার ছুন্নতকে ভালবাসে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় আমাকে ভালবাসিল। আর যে ব্যক্তি আমার সহিত ভালবাসা করিল, সে ব্যক্তি আমার সঙ্গে বেহেশতে থাকিবে।—তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ;—

হজরতের ছুন্নত এই যে, রাত্র দিবা মনুষ্যের কল্যাণকামনা করিবে, কাফেরের সম্বন্ধে কল্যাণ কামনা করিবে; উহা এই যে, তাহার ইমান আনার জন্য ও ধ্বংস প্রাপ্তি হইতে তাহাকে রক্ষা করার জন্য দৈহিক, মুখ ও অর্থ দ্বারা সাধ্য সাধনা করিবে। আর কাহারও অহিত কামনা করা হজরতের রীতির বিপরীত। যে কেহ হজরতের মহব্বত অন্তরে ধারণ করে সে তাঁহার ছুন্নতকে

ভাগ বাসিবে, এইরূপ ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে বেহেশতবাসী হইবে।—মেঃ, ১।২০৩।

(১৪) আবু হোরায়রার উক্তি।—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের বিভ্রাট হওয়ার সময় আমার ছুন্নত অবলম্বন করে, তাহার জন্য শত শহিদের ছওয়াব হইবে।

টীকা;—

বেদয়াত, অজ্ঞতা ও কাফেরি কার্য্য প্রকাশ হওয়া কালে, যে ব্যক্তি হজরতের ছুন্নতকে দৃঢ় ভাবে অবলম্বন করিবে, সে ব্যক্তি শত শহীদের দরজা প্রাপ্ত হইবে।—উহা কোন্ কেতাব হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা উল্লিখিত হয় নাই। মিরাক প্রভৃতি এই হাদিছটী হজরত এবনো-আব্বাছের রেওয়াএত হইতে বয়হকির 'কেতাবোজ্জোহদ' হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।—মেঃ, ঐ পৃষ্ঠা।

(১৫) জাবেরের উক্তি;

নবি (ছাঃ)এর রেওয়াএত, যখন তাঁহার নিকট ওমর আগমন করিয়া বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় আমরা য়িহুদীদের কতকগুলি কথা শ্রবণ করিয়া থাকি, তৎসমস্ত আমাদের মনঃপুত হইয়া থাকে, আপনি কি পছন্দ করেন যে, আমরা তৎসমূদয়ের কতকগুলি লিপিবদ্ধ করি! ইহাতে হজরত (ছাঃ) বলিলেন, তোমরা কি বিভ্রান্ত হইবে, যেরূপ য়িহুদি ও খ্রীষ্টানগণ বিভ্রান্ত হইয়াছে। সত্য সত্যই আমি শুভ্র পরিষ্কৃত দীন তোমাদের নিকট আনয়ন করিয়াছি। যদি মুছা জীবিত থাকিতেন, তবে তাঁহার পক্ষে আমার অনুসরণ করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না।—আহমদ ও শোয়াবোল-ইমানে বয়হকি উহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা;—

হজরত ওমার (রাঃ) নবি (ছাঃ)কে বলিয়াছিলেন, য়িহুদীরা কতকগুলি কাহিনী ও উপদেশ বর্ণনা করিয়া থাকে, তৎসমস্ত আমাদের মনঃপুত হইয়া থাকে, তৎসমস্তের কতকাংশ লিপিবদ্ধ করা আমাদের পক্ষে [illegible] বিবেচনা করেন কি? হজরত বলিলেন, আমি এরূপ পবিত্র ও দীন উজ্জ্বল তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছি যে, উহা অতি প্রকাশ্য ও বিশুদ্ধ, উহাতে শেরেক ও সন্দেহের লেশ মাত্র নাই। ইহাও অর্থ হইতে পারে যে, উহা

কোরআন ছুরা নেছা ;—

و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا ه

"এবং যে ব্যক্তি তাহার পক্ষে হেদাএত (সত্য পথ) প্রকাশিত হওয়ার পরে রাছুলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ঈমানদারদিগের পথ ব্যতীত (অন্য পথের) অনুসরণ করে, আমি সে যাহা পছন্দ করে, সেই পথে তাহাকে লইয়া যাইব এবং তাহাকে জাহান্নামে পৌঁছাইয়া দিব এবং উহা অতি কদর্য্য স্থান।"

এই আয়তের মর্মে বুঝা যায় যে, মুছলমানদিগের এজমা কোরআন ও হাদিছের তুল্য দলীল ওছুল-তফছির ও তফছির কারক বিদ্বানগণের সকলেই ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে বুঝা যায় যে, এজমার খেলাফ করা হারাম।—তফছিরে আহমদী, ৩১৬।৩১৭ পৃষ্ঠা ;—

উপরোক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, এজমার খেলাফ করা হারাম, কেননা খোদাতায়ালা রাছুলের খেলাফ করার এবং ঈমানদারগণের পথের বিরুদ্ধ পথের অনুসরণ করার প্রতি কঠিন শাস্তি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।—বয়যবী, ২।১১৬ পৃষ্ঠা ;—

এইরূপ তফছিরে কবিরের ৩।৩৩২ পৃষ্ঠায়, খাজেনের ১।৪২৭ পৃষ্ঠায়, নায়ছাপুরীর ৫।১৭৫ পৃষ্ঠায়, মাদারেকের ১।১২৭ পৃষ্ঠায় ও এবনো-কছিরের ১।১২৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

একদল বলেন, শরিয়তের দলীল কোরআন ও হাদিছ, ইহা ব্যতীত আর কিছু মানিতে হইবে না। এই বিবরণ হইতে তাহাদের দাবির অসারতা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে।

মনে ভাবুন, আল্লাহ ও রাছুল পিতা মাতা, স্বামী ও প্রভুর আদেশ পালন করিতে আদেশ দিয়াছেন, এখন কেহ যদি তাহাদের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া বলে আমি কোরআন ও হাদিছ মানিতেছি, তবে কি মানা হইবে?

এইরূপ কোরআন ও হাদিছ আদেশ দিতেছে যে, তোমরা এজমা ও কেয়াছ মানিয়া চল, যাহারা বলে, আমরা এজমা ও কেয়াছ মানি না, তাহাদের কি কোরআন ও হাদিছ মানা হইবে? কখনও না। আল্লাহ কোরআনের ছুরা নেছাতে মাতা ও কন্যা হারাম করিয়াছেন, দাদী, নানী ও নাৎনি হারাম হওয়ার

(১৭) আবু হোরায়রার উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় তোমরা এরূপ জামানাতে আছ যে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি যাহা আদিষ্ট হইয়াছে, উহার এক দশমাংশ ত্যাগ করে, ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। তৎপরে এরূপ এক জমানা আসিবে যে, তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি যাহা আদিষ্ট হইয়াছে উহার এক দশমাংশ আমল করে, নিষ্কৃতি লাভ করিবে। তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ;—

যে জামানাতে ইছলাম উন্নত ছিল, সেই সময়ের অধিবাসিগণ নির্ভীক ও নিরাপদে ছিলেন, তখন অহি নাজেল হইত এবং নবি (ছাঃ)এর কালাম শ্রবণ করা যাইত, সেই জামানাতে শরিয়তের আদেশ ও নিষেধের এক দশমাংশ ত্যাগ করিলে, ধ্বংস প্রাপ্তির কারণ হইত, কেননা দীন প্রবল ছিল, সত্য অতি স্পষ্ট ছিল এবং বহু সহায়তাকারী ছিল, এই সময়ে শিথিলতা করিলে, ত্রুটী অমার্জ্জনীয় হইত।

শেষ জামানাতে ইছলাম দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, অত্যাচারী ও ফাছেকদের প্রাদুর্ভাব হইবে ও সহায়তাকারিদের সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইবে, এমতাবস্থাতে অক্ষমতা বশতঃ ত্রুটী হইলে ক্ষমার যোগ্য হইবে।—মেঃ, ১।২০৮।

(১৮) আবু ওমামার উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, কোন সম্প্রদায় বাদিতণ্ডা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা ব্যতীত সত্য পথ প্রাপ্তির পরে ভ্রান্ত হয় নাই। তৎপরে নবি (ছাঃ) এই আয়ত পড়িলেন,—"তাহারা বাদিতণ্ডা করা উদ্দেশ্য ব্যতীত তোমার নিকট উক্ত দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে নাই, বরং তাহারা সমধিক কলহকারী। আহমদ, তেরমেজি ও এবনো-মাজা ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ;—

প্রাচীন উম্মতেরা সত্য পথ প্রাপ্তির পরে এই হেতু বিপথগামী হইয়াছিল যে, তাহারা নিজেদের নবীর সঙ্গে অযথা বাদ প্রতিবাদ করিয়াছিল এবং শত্রুতা-মূলে বিরুদ্ধাচরণ করতঃ মো'জেজা (অলৌকিক কার্য্য) অন্বেষণ করিয়াছিল

ইহাও অর্থ হইতে পারে যে তাহারা সত্যমতের সহায়তা করা উদ্দেশ্য পোষণ করিয়া নিজেদের মতের ও প্রাচীন বোজর্গদের মতোবাদ প্রচার করা মানসে কোরআনের একটী আয়তকে অপরটীর বিপরীত করিয়া দেখাইত, এইরূপ অযথা বাদ প্রতিবাদ করা হারাম। পক্ষান্তরে সত্যমত প্রকাশ করার তুল্য শুভ ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া তর্ক-বিতর্ক করা ফরজে-কেফায়া।

হজরত (ছাঃ) উক্ত কথার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নোক্ত আয়তটী পেশ করিয়াছিলেন, আয়তের তফছির এই যে, এবনোজ্জেবারা নিম্নোক্ত আয়ত সম্বন্ধে নবি (ছাঃ)এর সহিত বাকবিতণ্ডা করিয়াছিল—

انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ٭

"নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত যাহারা বন্দিগি করিতেছ, তাহারা দোজখের ইন্ধন হইবে।"

সে বলিয়াছিল, হে মোহম্মদ, আমাদের প্রতিমাগুলি তোমার নিকট উৎকৃষ্ট কিম্বা (হজরত) ইছা (আঃ), যদি খৃষ্টানদের উপাস্য ইছা (আঃ) দোজখে যান, তবে আমাদের উপাস্য প্রতিমাগুলি তাঁহার সঙ্গে থাকিবে। ইহাতে আমাদের কোন আপত্তির কারণ নাই।

আল্লাহ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন ;—

ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون ٭

ইহাতে হজরত ইছা (আঃ) ও ফেরেশতাগণের উক্ত দোজখ হইতে দূরীভূত থাকার কথা বলা হইয়াছে। আরও একটী কথা, আরবি ما শব্দে বুঝা যায় যে, উক্ত আয়তে অচেতন পদার্থ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে. চেতন পদার্থ সম্বন্ধে কথিত হয় নাই। কাজেই হজরত ইছা (আঃ)কে উহার অন্তর্ভুক্ত করা অযথা বাগবিতণ্ডা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আল্লাহ এই শ্রেণীর লোকদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তাহারা আপনার নিকট যে দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছে, উহা অযথা বাদ-প্রতিবাদ উদ্দেশ্যে পেশ করিয়াছে। বরং তাহারা বড় কলহপ্রিয় সম্প্রদায়।—মোঃ, ১।২০৮।

(১০) আনাছের উক্তি ;—

নিশ্চয় নবি (ছাঃ) বলিতেন, তোমরা নিজেদের জীবনের উপর কঠোর ব্যবহার করিও না, নচেৎ আল্লাহ তোমাদের উপর কঠোর ব্যবহার করিবেন

কেননা এক সম্প্রদায় নিজেদের জীবনের উপর কঠোর আচরণ করিয়াছিল। অনন্তর এই দলের অবশিষ্টাংশ খ্রীষ্টানদিগের গীর্জ্জাগুলিতে ও য়িহুদীদিগের উপাসনালয় সমূহে (বর্ত্তমান) আছে। (কোরআনে আছে), তাহারা বৈরাগ্যভাব নবসৃষ্টি করিয়াছিল, আমি উহা তাহাদের উপর ফরজ করি নাই।" আবু দাউদ।

টীকা ;—

হজরত বলিয়াছেন, সমস্ত বৎসর ব্যাপি রোজা পালন, সমস্ত রাত্রি জাগরণ ও স্ত্রীলোকদিগের সংসর্গ ত্যাগ প্রভৃতি এইরূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিও না, কেননা ইহাতে তোমরা এবাদত ও হক প্রতিপালন ও ফরজগুলি আদায় করিতে অক্ষম হইয়া পড়িবে।

আরও হযরত এজন্য খোদা তোমাদের উপর উক্ত কঠোর ব্যবস্থা ফরজ করিয়া দিবেন। ইহাতে তোমরা কষ্টে নিক্ষিপ্ত হইবে, কিম্বা কঠোর সাধ্য-সাধনার জন্য দুর্ব্বলতা হেতু কতক ওয়াজেব কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে।

ইহাও অর্থ হইতে পারে, কছম কিম্বা মানসা করিয়া কঠোর ব্যবস্থা-গুলি নিজেদের উপর ওয়াজেব করিয়া লইও না। ইহাতে আল্লাহ তৎসমস্ত তোমাদের উপর ওয়াজেব করিয়া দিবেন, অবশেষে তৎসমস্ত যথাযথ ভাবে সম্পাদন করিতে অক্ষম, বিরক্ত ও শিথিল হইয়া পড়িবে, এজন্য আল্লাহতায়ালার শাস্তিগ্রস্ত হইবে।

বনি-ইছরাইল সম্প্রদায় কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল, এজন্য আল্লাহ উহার সম্পূর্ণ হক আদায় করিতে কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আল্লাহতায়ালা বনি-ইছরাইল সম্প্রদায়কে একটী গো-জবাহ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহারা আল্লাহতায়ালার নিকট উহার রং, বয়স ও অন্যান্য কতকগুলি লক্ষণের কথা বারম্বার জিজ্ঞাসা করে, ইহাতে আল্লাহ তাহাদিগকে এরূপ লক্ষণ বিশিষ্ট একটী গরু জবাহ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন যে, সেইরূপ গুণ বিশিষ্ট কেবল একটী গরুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল, যাহার মালিক গো-চর্ম্ম পূর্ণ স্বর্ণ ব্যতীত উহা বিক্রয় করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল।

এইরূপ দলের কতক লোক য়িহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের গীর্জ্জাতে বর্ত্তমান আছে।

رهبانية অর্থ বৈরাগ্য ভাব, লোক সংসর্গ ত্যাগ, কম্বল পরিধান, গলদেশে শৃঙ্খল স্থাপন, ইন্দ্রিয় বিশেষ ছেদন, সুখাদ্য ভক্ষণ ত্যাগ, বিবাহ ত্যাগ, স্ত্রী

সংসর্গ ত্যাগ, পর্ব্বত গহ্বরে কিম্বা বন জঙ্গলে বাস। এইরূপ বিষয়গুলিকে বৈরাগ্য বলা হয়. আল্লাহ বলিয়াছেন, আমি তাহাদের উপর এইরূপ বৈরাগ্য ভাব অবলম্বন করা ফরজ করি নাই। য়িহুদী ও খ্রীষ্টান তাপসেরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা উদ্দেশ্যে নিজেরা এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা যথাযথ ভাবে এই ব্যবস্থা পালন করিতে সক্ষম হয় নাই। মেঃ, ১। ২০৮।২০৯।

(২০) আবু হোরায়রার উক্তি ;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, কোরআন পাঁচ প্রণালীতে নাজেল হইয়াছে, যথা—হালাল, হারাম, মোহকাম, মোতাশাবেহ ও আমছাল অর্থাৎ দৃষ্টান্ত সকল, কাজেই তোমরা হালালকে হালাল করিও, হারামকে হারাম করিও, মোহকামের প্রতি আমল করিও, মোতাশাবেহ আয়তের প্রতি ঈমান আনিও এবং দৃষ্টান্তগুলি অনুসারে শিক্ষালাভ করিও, ইহা 'মাছাবিহ' কেতাবের শব্দ। বয়হকি রেওয়াএত করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা এই—হালাল অনুসারে আমল করিও হারাম হইতে বিরত থাকিও ও মোহকাম হুকুমের অনুসরণ করিও।

টীকা ;—

মোহকাম শব্দের অর্থ স্পষ্ট মর্ম্ম বাচক আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ। মোতাশাবেহ শব্দের অর্থ অস্পষ্ট মর্ম্ম বাচক আয়ত, 'আমছাল' প্রাচীণ উম্মতগণের কাহিনী কিম্বা উপমা সকল।

হালাল বিষয়কে হালাল বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে এবং উহা উপভোগ করা জায়েজ জানিতে হইবে।

হারামকে হারাম বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে, উহার অপকারিতার হুকুম প্রচার করিতে হইবে এবং উহা হইতে বিরত থাকিতে হইবে। স্পষ্ট মর্ম্ম বাচক আদেশ নিষেধ মান্য ও আমল করিতে হইবে। অস্পষ্ট মর্ম্মবাচক আয়তগুলির অর্থ অনুসন্ধান না করিয়া তৎসমুদয়ের উপর ঈমান আনিতে হইবে। দৃষ্টান্ত কিম্বা প্রাচীন উম্মতগণের কাহিনীদ্বারা শিক্ষালাভ করিতে হইবে।

বয়হকির রেওয়াতের অর্থ, হালাল-কার্য্য আমল (গ্রহণ) করিতে হইবে, হারাম কার্য্য ত্যাগ করিতে হইবে, স্পষ্ট মর্ম্মের আয়তগুলির অনুসরণ করিতে হইবে।—মে, ২২০৯।

(২১) এবনো-আব্বাছের উক্তি ;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, হুকুম তিন প্রকার-তন্মধ্যে এক প্রকার হুকুম এরূপ, যাহার অসত্যতা (ভ্রান্তি) প্রকাশ্য, তুমি উহা ত্যাগ কর, আর এক প্রকার হুকুম এরূপ যাহাতে মতভেদ হইয়াছে, তুমি উহা মহিমান্বিত খোদার উপর ন্যস্ত কর।—আহমদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ;—

যে হুকুমের সত্যতা প্রকাশ্য, উহাই মূল এবাদত, যেরূপ নামাজ ও জাকাতের ফরজ হওয়া, কিম্বা তওহীদ, নবুয়ত, কেয়ামত ইত্যাদি আকায়েদ সংক্রান্ত বিষয়গুলি।

যে হুকুমগুলির ভ্রান্তি প্রকাশ্য, যেরূপ আহলে কেতাব সম্প্রদায়ের পার্ব্বন-গুলিতে যোগদান করা, কিম্বা প্রাণ হত্যা ও ব্যভিচার।

আর যে বিষয়ের ব্যবস্থা অস্পষ্ট ও সন্দেহ স্থল, কিম্বা যে বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ হইয়াছে, কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন দলীল আসিয়াছে, তৎসমস্তের এলম খোদার উপর ন্যস্ত কর।

কেহ কেহ বলেন, শরিয়ত প্রবর্ত্তক যে বিষয়ের কোন হুকুম প্রকাশ করেন নাই, কিম্বা যে আদেশ আয়তে-মোতাশাবেহাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ এইরূপ বিষয়গুলি আল্লাহর উপর ন্যস্ত কর।

কেয়ামতের নির্দ্দিষ্ট সময়, কিম্বা কাফেরদিগের শিশু সন্তান সম্পর্কে আল্লাহ ও রাছুল স্পষ্ট নির্দ্দেশ প্রকাশ করেন নাই, এইরূপ ব্যাপারে হাঁ না কিছু না বলিয়া খোদার উপর ন্যস্ত করিতে হইবে।—মে, ১।২০৯।

তৃতীয় অধ্যায়

(১) মোয়াজ বেনে-জাবালের উক্তি ;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় শয়তান মনুষ্যের নেকড়ে বাঘ, যেরূপ ছাগল (ভক্ষক) নেকড়ে বাঘ—নিজের শ্রেণী হইতে পলাতক, দূরবর্ত্তী ও এক প্রান্তে স্থিত ছাগ শিশুকে ধরিয়া খায়। তোমরা পর্ব্বতের ঘাঁটি সমূহ হইতে নিজেদিগকে রক্ষা কর এবং তোমরা 'জামায়াত' ও বৃহৎ দলকে আকড়াইয়া ধরিয়া থাক।—আহমদ।

টীকা :—

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, নেকড়ে বাঘ এইরূপ হতভাগ্য ছাগলকে ধরিয়া খাইয়া ফেলে যে নিজেদের দলে মিলিত না থাকিয়া পলায়ণ করে, কিম্বা ঘাস খাইতে খাইতে দূরে চলিয়া যায়, অথবা উদাসীনতার জন্য দলচ্যুত হইয়া এক প্রান্তে থাকিয়া যায়। শয়তান সেইরূপ মনুষ্যের শত্রু যে ব্যক্তি মুছলমানদিগের বড় জামায়াত হইতে সরিয়া পড়িয়া পৃথক ভাবে থাকে, শয়তান তাহাকে বিপথগামী করিয়া দোজখে নিক্ষেপ করে।

হজরত বলেন, তোমরা সদর পথ ত্যাগ করতঃ পর্ব্বতের সঙ্কীর্ণ ঘাঁটী সমূহে গমণ করিও না, কেন না তথায় হিংস্র জন্তু, সর্প বৃশ্চিক জ্বেন দৈত্য ও চোর ডাকাতদের অবস্থিতি সম্ভব, ইছলামের সদর পথ (স্বতঃ-সিদ্ধ পথ) ত্যাগ করতঃ বিভিন্ন বেদয়াত মত অবলম্বন করিলে, কুপথগামী হইবে ও শয়তান তোমাদিগকে দোজখের পথে লইয়া যাইবে। ছুন্নত-অল-জামায়াতের অধিকাংশ আলেমের এবং মুছলমানদিগের বৃহৎ দলের অনুসরণ করা লাজেম করিয়া লইও, তাঁহাদের দল ও মত হইতে পৃথক হইলে, পার্ব্বত্য ঘাঁটী ও বনজঙ্গলে বাস করার তুল্য বিপজ্জনক হইবে।—মে, ১২০।২১০।

(২) আবু-জার্বের উক্তি ;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জামায়াত ত্যাগ করে, সে ইছলামের রজ্জুকে নিজের গলদেশ হইতে খুলিয়া ফেলিল।—আহমদ ও আবু দাউদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ;—

জামায়াতের অর্থ মুছলমানদিগের এজমা।—মে, ১।২১০।

(৩) মালেক বেনে আনাছ হইতে মোরছাল ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমি তোমাদের মধ্যে দুইটী বিষয় ত্যাগ করিয়াছি-যতদিবস তোমরা এই দুইটী বিষয় ধরিয়া থাকিবা, ততদিবস কখন পথ ভ্রান্ত হইবা না, আল্লাহতায়ালার কেতাব ও তাঁহার রাছুলের (হাদিছ)।—এমাম মালেক উহা রেওয়াত করিয়াছেন।

টীকা ;—

কোন তাবেয়ি যদি বলেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এইরূপ বলিয়াছেন, তবে উহাকে মোরছাল-হাদিছ বলা হয়। এক দল বলিয়াছেন, কোন তাবা-তাবেয়ি যাহা নবি (ছাঃ) এর কথা বলিয়া প্রকাশ করেন, তাহাকেও মোরছাল হাদিছ বলা হয়।—মে, ১।১১০।

(৪) হায়েছ ছোমালীর পুত্র গোজায়কের উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, কোন সম্প্রদায় কোন বেদয়াত নূতন সৃষ্টি করে নাই, কিন্তু উহার তুল্য ছুন্নত তিরোহিত করা হইয়া থাকে। বেদয়াত কার্য্য নূতন সৃষ্টি করা অপেক্ষা ছুন্নত কার্য্য আকড়াইয়া ধরিয়া থাকা উৎকৃষ্ট।—আহমদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ;—

গোজাএফ একজন ছাহাবা, তাঁহার কুনইয়াতি নাম আবু আছমা, ইনি শামদেশের অধিবাসি। ছোমালা আজদ সম্প্রদায়ের শ্রেণী বিশেষ, তিনি হজরতের জামানা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, তিনি ছাহাবা ছিলেন, এবং তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, আমি হজরতের জামানাতে পয়দা হইয়াছিলাম, আমি তাঁহার নিকট বয়য়ত করিয়াছিলাম, তিনি আমার সঙ্গে মোছাফাহা করিয়াছিলেন।

কোন বেদয়াত নূতন সৃষ্টি করা অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র ছুন্নত অবলম্বন করা উত্তম, যেরূপ পায়খানায় রীতি নীতি পালন করা।—মেঃ, ১।১১১।

(৫) হাছ্ছানের উক্তি ;—

কোন সম্প্রদায় তাহাদের ধর্ম্মে এমন কোন বেদয়াত কার্য্য নূতন সৃষ্টি করে নাই যে, আল্লাহ তাহাদের ছুন্নত হইতে তত্তুল্য কার্য্য হরণ করিয়া লন নাই, তৎপরে তিনি উহা তাহাদের দিকে কেয়ামত পর্য্যন্ত ফিরাইয়া দেন না।— দারমি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ;—

ইহা মোরছাল হইলেও হকমি মরফু হইবে। ইহার অর্থ এই যে, কোন বেদয়াত সৃষ্টি করিলে, সেই পরিমাণ ছুন্নত বিলুপ্ত হইয়া যায়। হাছ্ছান, ছাবেতের পুত্র, নবি (ছাঃ)এর সভা কবি, তাঁহার কুনইয়াতি নাম আবুল অলিদ, তিনি আনছার বংশের খজরজ সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, তিনি প্রবীণ কবি ছিলেন আবু ওবায়দা বলিয়াছেন, আরবেরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, পল্লী-বাসিদের মধ্যে হাছ্ছান শ্রেষ্ঠতম কবি ছিলেন। তাঁহা হইতে হজরত ওমার, আবু হোরায়রা ও আএশা (রাঃ) হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন।

তিনি ১২০ বৎসর বয়সে ৪০ হিজরীর পূর্ব্বে হজরত আলির খেলাফতকালে, কিম্বা ৫০ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। তিনি ৬০ বৎসর জাহিলিএতের জামানাতে ও ৬০ বৎসর ইছলামে জীবন অতিবাহিত করেন।

(৬) মায়ছারার পুত্র এবরাহিমের উক্তি ;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন বেদয়াতির সম্মান করে, সত্যই সে ইছলাম ধ্বংস করার সহায়তা করিল। বয়হকি, শোয়াবোল-ঈমানে 'মোরছালভাবে ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ,—

বেদয়াতি ব্যক্তি উহার প্রচারক হউক, আর না হউক, তাহার সম্মান করিলে, তাহাকে সভাপতি করিলে, কিম্বা তাহার খেদমত করিলে, হজরতের দীন ও ছুন্নতকে ধ্বংস করার সহায়তা করা হইবে, আর যে ব্যক্তি বেদয়াতি, তাহার অবস্থা কত মন্দ হইবে, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

মায়ছারার পুত্র এবরাহিম তায়েফের অধিবাসী ছিলেন, বিশ্বাস ভাজন তাবেয়ী ছিলেন, তাঁহার হাদিছ ছহিহ, মক্কাবাসিদের হাদিছ তাঁহার দ্বারা উল্লিখিত হইয়াছে। এই হাদিসে মধ্যবর্ত্তি ছাহাবার নাম উল্লিখিত হয় নাই, এই হেতু 'মোরছল' নামে অভিহিত হইয়াছে।

(৭) এবনো-আব্বাছের উক্তি ঃ-

যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার কেতাব শিক্ষা করে, তৎপরে উহার মধ্যস্থিত বিষয়ের (আদেশ ও নিষেধের) অনুসরণ করে, খোদাতায়ালা তাহাকে দুনইয়াতে বিপথগামী হইতে উদ্ধার করেন এবং কেয়ামতের দিবস তাহাকে হিসাবের কাঠিন্য হইতে রক্ষা করিবেন। অন্য রেওয়াএতে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার কেতাবের অনুসরণ করে, সে ব্যক্তি দুনইয়াতে পথ ভ্রান্ত হইবে না এবং আখেরাতে হতভাগ্য হইবে না।

তৎপরে তিনি এই আয়ত পাঠ করিলেন, অনন্তর যে ব্যক্তি আমার সত্য পথের অনুসরণ করে, সে ব্যক্তি পথভ্রান্ত ও হতভাগ্য হইবে না-রজিন উহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ঃ-

যে ব্যক্তি আকায়েদ ও এবাদতগুলির কোরআন এবং হাদিছের অনুসরণ করে, সে ব্যক্তি ইহজগতে ও পরজগতে ভ্রান্ত ও হতভাগ্য হইবে না।

(৮) এবনো-মছউদের উক্তি ঃ-

নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) সরল পথের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সেই সরল পথের উভয় পার্শ্বে দুইটি প্রাচীর আছে, উভয়ের মধ্যে উন্মুক্ত দ্বার সকল আছে এবং দ্বারগুলির উপর আলম্বিত যবনিকা (পর্দ্দা) সকল রহিয়াছে, উক্ত পথের শীর্ষস্থানে একজন আহ্বানকারী বলিতেছে, তোমারা সরল পথে চল এবং বক্রপথে চলিও না, উহার উপর অন্য একজন আবহ্বনকারী আহ্বান করিতেছে, যখন কোন বান্দা উক্ত দ্বারগুলির মধ্যে কোন দ্বার উন্মোচন করিতে যায়, তখন সে বলে, তোমাকে ধিক্, তুমি হইা খুলিও না, কেন না যদি তুমি উহা উন্মোচন কর, তবে উহাতে প্রবেশ করিবে। তৎপরে তিনি উহার ব্যাখ্যা করিয়া সংবাদ দিলেন, নিশ্চয় সে পথ ইসলাম, উন্মুক্ত দ্বারগুলি আল্লাহতায়ালার (নির্দ্ধারিত) হারাম সকল, আলম্বিত পর্দাসকল,

আল্লাহতায়ালার সীমা সকল, ঐ পথের শীর্ষদেশে আহ্বানকারী প্রত্যেক ঈমানদারের অন্তর নিহিত উপদেষ্টা।-রজিন ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। আহমদ ও শোয়াবোল ঈমানে বয়হকি উহা নাওয়াছ বেনে ছেময়ান হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি উহা অপেক্ষা সমধিক সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

টীকা ঃ-

আলম্বিত পর্দ্দা সকলের অর্থ সন্দেহ জনক বিষয়গুলি, অন্তর নিহিত উপদেষ্টা একজন ফেরাশতা। নাওয়াছ একজন ছাহাবা, তিনি কেলাব সম্প্রদায় ভুক্ত, এবং শাম দেশে বাসস্থান স্থির করিয়াছিলেন, তিনি 'আছহাবে ছোফফা' শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।-মেঃ ১/১১১/১১২

(৯) এবনো-মছউদের উক্তি ঃ-

যদি কোন ব্যক্তি কাহারও পদাঙ্কানুসরণ করিতে চাহে, সে যেন মৃত ব্যক্তিদের (পূর্ব্ববর্তী লোকদের) পথের অনুসরণ করে, কেন না জীবিত ব্যক্তি ফাছাদ হইতে নিরাপদ নহে। তাঁহারা (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর ছাহাবাগণ, তাঁহারা এই উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, অন্তরের হিসাবে সমধিক সৎ, এলমের হিসাবে সমধিক পারদর্শী ও বাহ্য আড়ম্বরে অত্যল্প ছিলেন। আল্লাহতায়ালা তাঁহাদিগকে নিজের নবীর সহকারিতার জন্য ও নিজের দীনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন, কাজেই তোমরা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি কর ও তাহাদের পদ চিহ্নের অনুসরণ করিয়া চল এবং যথাসাধ্য তাঁহাদের চরিত্র ও রীতিগুলি অবলম্বন কর, কেন না তাঁহারা নিশ্চয় সত্য পথের উপর ছিলেন।-রজিন ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ঃ-

হজরত এবনো-মছউদ (রাঃ) বলিতেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন ও হাদিছের মর্ম্ম হইতে সত্য পথ নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম হয়, সে ব্যক্তি তাহাই করিবে। আর এইরূপ ক্ষমতা না থাকিলে উক্ত প্রাচীন ছাহাবাগণের মতে অনুসরণ করিতে হইবে যাহারা এলম, আমল ও ইছলামের উপর মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছেন, কেন না যাহারা জীবিত আছে, তাহারা ফাছাদে পড়িয়া মোরতাদ্দ হইয়া যাইতে পারে। ছাহাবাগণের অন্তর অতি বিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট ও সত্যের অনুগত ছিল।

তাঁহারা হাদিছ, তফছির, ফেকহ, কেরাত, ফারাএজ ও তাছাওয়াফে সমধিক পারদর্শী ছিলেন। তাঁহাদের পরবর্ত্তী লোকেরা এক এক বিষয়ে এক একজন পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

তাঁহারা আড়ম্বরহীন ছিলেন, নগ্নপদে চলিতেন, মৃত্তিকার উপর নামাজ পড়িতেন, বিনা পাত্রে আহার করিতেন, লোকদের এঁটো পানি পান করিতেন, প্রয়োজনীয় কথা ব্যতীত কথা বলিতেন না, যাহা না জানিতেন, তৎসম্বন্ধে বলিতেন, আমি জানি না। ফৎওয়া জিজ্ঞাসিত হইলে, নিজে উত্তর না দিয়া নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আলেমের উপর উহা ন্যস্ত করিতেন, আরবদিগের এলহানে কোরআন পাঠ করিতেন, উহাতে রাগ রাগিনী টানটুন কিছুই করিতেন না, বাতিনী বিষয়ে নর্ত্তন কর্দ্দন ও উচ্চশব্দ করিতেন না, সঙ্গীত বাদ্যের জন্য সমবেত হইতেন না, জেকর ও নামাজের জন্য মছজেদ কিম্বা গৃহে চক্রাকারে বসিয়া উচ্চ শব্দ করিতেন না, শরীর হিসাবে তাঁহারা ইহজগতের অধিবাসি ছিলেন, কিন্তু আত্মার হিসাবে তাঁহারা পরজগতের অধিবাসি ছিলেন, বাহ্যতঃ তাঁহারা লোকদের সঙ্গে মিলিত থাকিতেন, আভ্যন্তরিক ভাবে তাঁহারা লোকদিগ হইতে পৃথক ও খোদার সহিত যোগ স্থাপনকারী ছিলেন, পশম সুতি ইত্যাদি যে কোন প্রকারের পোষাক তাঁহারা সংগ্রহ করিতে পারিতেন, তাহাই পরিধান করিতেন, তাঁহারা কোন বিশিষ্ট ভক্ষণ খাদ্য ও নকশাদার কম্বল ধারি ছিলেন না, যে কোন হালাল ও সুখাদ্য বস্তু পাইতেন, তাহাই ভক্ষণ করিতেন, গোশত, দুগ্ধ ফল ইত্যাদি ভক্ষণ করিতেন।—মেঃ, ঐ।

(১০) জাবেরের উক্তি;—

নিশ্চয় খাত্তাবের পুত্র ওমার নবি (ছাঃ)এর নিকট তওরাতের একখণ্ড আনয়ন করতঃ বলিলেন, ইয়া রাছুলে-খোদা, ইহা তওরাতের একখণ্ড, ইহাতে হজরত (ছাঃ) চুপ করিয়া থাকিতেন, তখন ওমার (রাঃ) উহা পাঠ করিতে-লাগিলেন, আর নবি (ছাঃ)এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইতেছিল, ইহাতে আবুবকর বলিলেন, ক্রন্দন কারি স্ত্রীলোকেরা তোমার জন্য ক্রন্দন করুক। নবি (ছাঃ)এর মুখমণ্ডল কিরূপ বিবর্ণ হইতেছে, তাহা কি তুমি দেখিতেছ না? তখন ওমার (রাঃ) নবি (ছাঃ)এর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, আমি আল্লাহতায়ালার ক্রোধ ও তাঁহার রাছুলের ক্রোধ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য

আল্লাহতায়ালার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। আল্লাহতায়ালাকে প্রভু বলিয়া, ইছলামকে ধর্ম্ম বলিয়া এবং মোহাম্মদকে নবি বলিয়া স্বীকার করিলাম। ইহাতে নবি (ছাঃ) বলিলেন, যে আল্লাহতায়ালার আয়ত্বাধীনে মোহাম্মদের প্রাণ আছে তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি তোমাদের জন্ম মূছা প্রকাশিত হইতেন, তৎপরে তোমরা তাঁহার অনুসরণ করিতে এবং আমাকে পরিত্যাগ করিতে, তাহা হইতে সত্যই তোমরা সরল পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে। আর যদি মূছা জীবিত থাকিতেন এবং আমার প্রেরিতত্বের কাল প্রাপ্ত হইতেন, তবে সত্যই তিনি আমার অনুসরণ করিতেন, দারমি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ;—

কোরআন ও হাদিছ ত্যাগ করতঃ প্রাচীন ধর্ম্ম গ্রন্থ ও ফিলোছোফিদের মত গ্রহণ করা জায়েজ নহে, ইহাই এই হাদিছ হইতে বুঝা যায়।—মেঃ, ১।২১৫।

(১১) জাবেরের উক্তি ;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার কথা আল্লাহতায়ালার কালামকে মনছুখ করিতে পারে না, আল্লাহতায়ালার কালাম আমার কথাকে মনছুখ করিতে পারে। আর আল্লাহতায়ালার কতক কালাম কতক কালামকে মনছুখ করিতে পারে।

টীকা ;—

কোরআনের দ্বারা হাদিছ মনছুখ হইয়া থাকে, হাদিছের দ্বারা কোরআন মনছুখ হইতে পারে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, একদল বলেন, মনছুখ হইতে পারে না, আর একদল বলেন, মনছুখ হইতে পারে। এস্থলে হাদিছের অর্থ এইরূপ হইবে। আমার এজতেহাদী কথা কোরআন শরিফের আয়ত মনছুখ করিতে পারে না, কিন্তু অহি ও এলহাম কর্ত্তৃক প্রাপ্ত কথা উহা মনছুখ করিতে পারে; যেরূপ পিতা মাতা ও আত্মীয়দের অছিএতের আয়ত হাদিছ দ্বারা মনছুখ হইয়াছে এবং ফারাএজের আয়ত نحن معاشر الانبياء لا نورث এই হাদিছ দ্বারা মনছুখ হইয়াছে।—মেঃ, ১।২১৫, মাজাহেরে-হক, ১।৮৮।

(১২) ওমারের পুত্রের উক্তি ;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার কতক হাদিছ কতক হাদিছকে মনছুখ করিয়া থাকে, যেরূপ কোরআনের কতক আয়ত কতক আয়তকে মনছুখ করিয়া থাকে।

(১৩) আবু ছা'লাবা খোশানির উক্তি ;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ কতকগুলি ফরজ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তোমরা উহা নষ্ট করিও না, আর কতকগুলি বস্তু হারাম স্থির করিয়াছেন, তোমরা উহার নিকটবর্ত্তী হইও না। আর কতকগুলি সীমা স্থির করিয়াছেন, উহা অতিক্রম করিও না, আর কতকগুলি বিষয়ে বিনা ভুলে চুপ করিয়া আছেন, তোমরা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিও না। এই তিনটী হাদিছ দারকুৎনি রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ;—

ফরজগুলি ত্যাগ করিও না, অথবা রিয়াকারি, গরিমা ইত্যাদি করিয়া উহা নষ্ট করিও না।

حدودا এর অর্থ কতকগুলি গোনাহের শাস্তি হত্যা, প্রহার ইত্যাদি স্থির করিয়াছেন, কিম্বা কতকগুলি হারাম কার্য্য স্থির করিয়াছেন, এই হদ্দের সীমা অতিক্রম করিও না।

আবু ছা'লাবা একজন ছাহাবায় কুনইয়াতি নাম, তাঁহার আসল নাম জোরহুম, ইনি নাশেরের পুত্র, এবং কোজায়া সম্প্রদায়ের খোশান শ্রেণীভুক্ত-ছিলেন, ইনি বয়াতোর-রেজওয়ান কারিদের অন্তর্গত ছিলেন, নবি (ছাঃ) তাঁহাকে নিজের সম্প্রদায়ের হেদাএতের জন্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহারা মুছলমান হইয়াছিলেন, তিনি শামদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তথায় ৭৫ হিজরীতে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহা কর্ত্তৃক ৪০টী হাদিছ উল্লিখিত হইয়াছে।—মেঃ, ১।২১৫।২১৬।

সমাপ্ত